পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1648, Saturday, September 27, 2025 FREE www.parichoy.com

কয়েকটি দলকে টেবিলে বসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব কে দিয়েছে, প্রশ্ন আমীর খসরুর

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ‘রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে বাংলাদেশের চাহিদার ১০ শতাংশ পূরণ হবে’- ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে আর কখনও পচা নির্বাচন করব না: নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সানাউল্লাহ - ৫ম পাতায়
- বাজেট বন্ধের শঙ্কা, ১ অক্টোবর গণছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে হোয়াইট হাউজ - ৬ষ্ঠ পাতায়
- বিরাট ক্ষতির আশঙ্কায় ভারত, এবার ওষুধের ওপর ১০০% শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা ঘোষণা ট্রাম্পের- ৬ষ্ঠ পাতায়
- গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি খুব সন্নিকটে বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প - ৭ম পাতায়
- জামায়াতকে রুখতে আরেক ইসলামপন্থী দলকে পাশে চায় বিএনপি, বৈঠকে খালেদার দূত - ৮ম পাতায়
- ফেব্রুয়ারিতেই ভোটের পক্ষে ৮৬.৫% মানুষ, পিআর বোঝেন না ৫৬%, ভোট দিতে চান ৯৪% জানা গেল জরিপ- ৮ম পাতায়
- ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেননি, ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী- ৮ম পাতায়

‘আপনারা নরকের দিকে এগোচ্ছেন’! জাতিসংঘে ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে আমরা জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছি জাতিসংঘে মুহাম্মদ ইউনূস

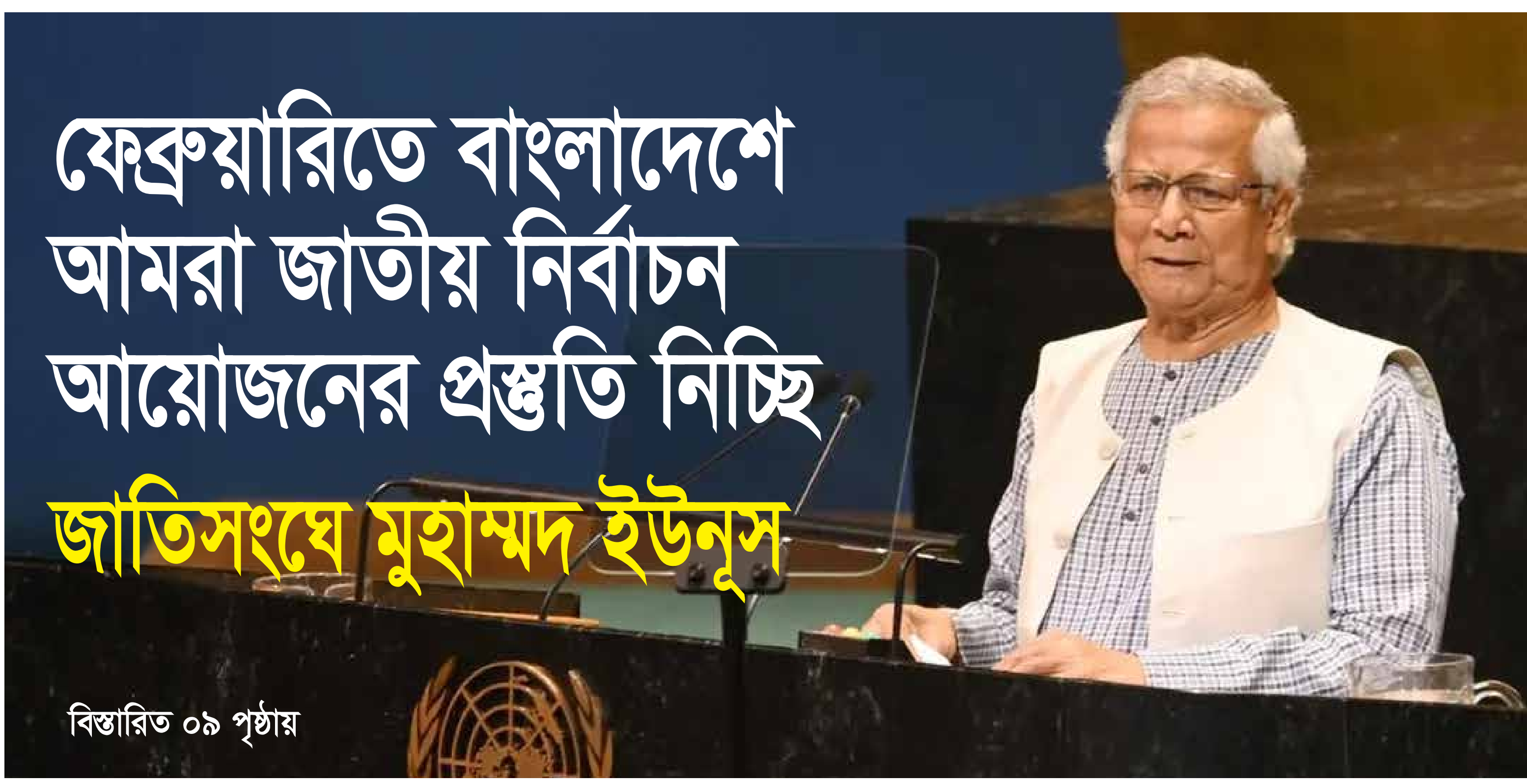

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell: 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
৩৭-০৬ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● ‘আপনারা নরকের দিকে এগোচ্ছেন’! - জাতিসংঘের বক্তৃতায় এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পশ্চিমি বিশ্বকে নিশানা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

● দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন বা সংশোধন করা শুধু সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই সম্ভব। বর্তমান অন্তর্বতী সরকার সেই ক্ষমতা রাখে না। - নেপালের অন্তর্বতীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি

● হাসিনা ও তার সহযোগীদের বিচার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার - নিউ ইয়র্কে ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস

● আমি নিজেও একসময় নিরুপায় হয়ে ঘুষ দিয়েছি, যাতে কাজটি সময়মতো হয়। বলেছি, এটা চা-নাশতার টাকা। মানুষ এসব দুর্নীতি থেকে মুক্তি চায়। আপনারা মানুষকে সেবা দিন। মানুষ ভালো সেবা পেলে সেবার মূল্য দিতেও কৃপণতা করবে না। - বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

● ‘শুধু গত ১৫ বছরে নয়, আমাদের ডিএনএ দূষিত হয়ে গেছে’- বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান

● এনসিপির আগে নাগরিক ঐক্য শাপলা প্রতীক চাইলেও দেওয়া হয়নি, এখন কেন এত আলোচনা - সিইসি এএমএম নাসিরউদ্দিন

● জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতীক শাপলা না দিলে আগামী নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব - মুখ্য সংগঠক (উত্তর) সারজিস আলম।

● গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে এখন বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন অপরিহার্য। এ তিনটি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে ফ্যাসিস্ট শক্তিরাই আবারও সুবিধা নেবে - গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকী

‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে বাংলাদেশের চাহিদার ১০ শতাংশ পূরণ হবে’

পরিচয় ডেস্ক : রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিটই চালু হলে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১০ শতাংশ পূরণ হবে, যা সম্পূর্ণ কার্বনমুক্ত বলে জানিয়েছেন ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (ডাব্লিউএনএ) মহাপরিচালক সামা বিলবাও ওয়াই লিওন।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যাটমিক সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক বাংলাদেশি সাংবাদিকের করা প্রশ্নের জবাবে তিনি এ সব কথা বলেন।

সামা বিলবাও বলেন, ‘চলতি বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের শুরুতে চালু হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট। বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিটই চালু হলে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১০ শতাংশ পূরণ হবে, যা সম্পূর্ণ কার্বনমুক্ত।’

তিনি বলেন, ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। যেসব দেশ বিদ্যুৎ ঘাটতিতে রয়েছে, তাদের বাংলাদেশের নেওয়া পদক্ষেপ অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।’

ডাব্লিউএনএ-এর মহাপরিচালক সামা বিলবাও বলেন, ‘বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশের জীবনমান, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিশেষ ভূমিকা রাখবে।’

তিনি বলেন, ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চলমান কার্যক্রমের বিষয়ে আমি মুগ্ধ। সেখানে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে চলছে। তাছাড়া রূপপুর প্রকল্পের কর্মকর্তারাও বেশ দক্ষ। আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ শূন্য থেকে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে আর কখনও পচা নির্বাচন করব না

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সানাউল্লাহ

পরিচয় ডেস্ক : জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রধান কারণ ভেঙে পড়া নির্বাচন ব্যবস্থা ও ‘পচা নির্বাচন’ বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। তিনি বলেন, আর কখনও এ ধরনের নির্বাচন হবে না।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ‘নির্বাচন কর্মকর্তা সম্মেলন-২০২৫’-এ তিনি এসব কথা বলেন।

ইসি সানাউল্লাহ বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের প্রধান কারণ ছিল পচা নির্বাচন। নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণেই দেশে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

কয়েকটি দলকে টেবিলে বসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব কে দিয়েছে, প্রশ্ন আমীর খসরুর

পরিচয় ডেস্ক : আমরা কয়েকটি দল টেবিলের চারদিকে বসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করব, এই দায়িত্ব কে দিয়েছে-এমন প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, পলিটিক্যাল মাসল (রাজনৈতিক পেশি) আছে, জনগণের সমর্থনপুষ্ট এমন একটি সরকার গত ১৬ বছর অনুপস্থিত ছিল, গত ১৪ মাস ধরেও তা অনুপস্থিত।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার ঢাকার রমনায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে এক সেমিনারে আমীর খসরু এসব কথা বলেন। ‘সংস্কার ও নির্বাচন: প্রেক্ষিত জাতীয় ঐক্য’ শিরোনামে এই সেমিনারের আয়োজন করে ডেমোক্রেসি ডায়াস বাংলাদেশ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম। সেখানে আমীর খসরু সমাপনী বক্তব্য দেন। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

কুয়ালালামপুরে বিশেষ অভিযানে বাংলাদেশিসহ আটক ১৯৬

পরিচয় ডেস্ক : মালেশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে বড় ধরনের অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশিসহ মোট ১৯৬ জন বিদেশিকে আটক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাতে দেশটির রাজধানীর

চৌ কিট এলাকায় পাকিস্তানি খাবারের রেস্তোরাঁ ও আশপাশের ব্যবসায়িক স্থাপনাগুলো ঘিরে এ অভিযান চালানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তত ৭০০ মিটার দীর্ঘ এলাকায় অবস্থিত ৪৫টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান- রেস্তোরাঁ, খুচরা দোকান ও হোটেলে হানা দিয়ে প্রায় ৪০০ জন বিদেশি ও স্থানীয়কে তল্লাশি করা হয়। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় আট দেশের নাগরিকদের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, জর্ডান, *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না, জানাল সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে সৌদি আরব, নরওয়ে, স্পেন, জর্ডান ও মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সম্প্রতি যৌথ ব্রিফ করেছেন। তারা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক সমর্থন ও দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে খুব শিগগিরই একটি টেকসই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান বলেন, আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই এমন এক ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দেখতে পারি, যা টেকসই হবে এবং ইসরায়েলের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারবে।

তিনি স্পষ্ট করে জানান, তিনি সতর্ক করে বলেন, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের অবৈধ দখল বা সংযুক্তিকরণ গাজা ও আঞ্চলিক শান্তির জন্য মারাত্মক হুমকি। মার্কিন নেতৃত্বাধীন উদ্যোগে এ বিষয়ে কাজ হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসপেন বার্থ আইদে জানান, এখন পর্যন্ত ১৫৯টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যেও স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বাজেট বন্ধের শঙ্কা, ১ অক্টোবর গণছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে হোয়াইট হাউজ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দপ্তরগুলো আবারো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছে যে, যদি ১ অক্টোবরের মধ্যে বাজেট পাস না হয়, তাহলে গণহারে ফেডারেল কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। খবর দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট।

এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের পরিচালন ও বাজেট অফিস ‘অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেট (ওএমবি)’ একটি মেমো পাঠিয়েছে। সেখানে বলা হয় যে, যেসব কর্মসূচি অন্য কোনো আইনের মাধ্যমে অর্থায়ন পায় না, তাদের কর্মীদের ছাঁটাই করতে হবে। এছাড়াও, প্রেসিডেন্টের অগ্রাধিকার নয় এমন কর্মসূচিও বাদ পড়বে। ওএমবির পরিচালক রাসেল ভোট জানিয়েছে, সরকারি অর্থায়ন বন্ধ হলে কেবলমাত্র আইনি কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী রাখা হবে।’

এ পদক্ষেপের ফলে হাজার হাজার সরকারি কর্মচারী চাকরি হারাতে পারেন। বিশেষ করে প্রোবেশন পিরিয়ডে থাকা কর্মীদের ঝুঁকি বেশি। আর, এবার শুধু সাময়িক

ছাঁটাই নয়, স্থায়ীভাবে চাকরি হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। বাজেটের বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈঠকে বসার কথা ছিল। তিনি সে বৈঠক বাতিল করেছেন। এর ফলে বাজেট নিয়ে সমঝোতার সম্ভাবনা আরো কমে গেছে। ডেমোক্র্যাট নেতারা এ পদক্ষেপকে ‘রাজনৈতিক চাপ’ ও ‘অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি’ বলে অভিহিত করেছেন। তারা বলছেন, সরকারি কার্যক্রম বন্ধ হলে প্রেসিডেন্টের বাজেট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরো বাড়বে।

তবে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেবা যেমন-সোশ্যাল সিকিউরিটি, মেডিকেয়ার, সেনাবাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চালু থাকবে বলেও জানিয়েছে পরিচালক রাসেল ভোট। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশটির অর্থনীতি ও জনজীবনে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। এরইমধ্যে বিভিন্ন সংস্থা কর্মীদের ছাঁটাইয়ের তালিকা তৈরি করছে। এ নিয়ে সরকারি কর্মীরা, সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্বিগ্ন। এমনকি জরুরি সেবাও ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিরাট ক্ষতির আশঙ্কায় ভারত
এবার ওষুধের ওপর ১০০% শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা ঘোষণা ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এক নতুন শুল্ক ঘোষণা দিয়েছেন। এ কারণে দেশটিতে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যের ওপর কঠোর শুল্ক আরোপের পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

ট্রাম্প বলেছেন, আমদানি করা ব্র্যান্ডেড ওষুধের ওপর ১০০%, ভারী ট্রাকের ওপর ২৫% ও রান্নাঘরের কেবিনেটের ওপর ৫০% শুল্ক আরোপ করা হবে।

ট্রাম্প তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে বিভিন্ন পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক বসানোর আগে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন। এ কারণে ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্তহীনতায় পড়েছেন ও বিশ্ব অর্থনীতির ওপরও প্রভাব পড়ছে।

ট্রাম্প আরও জানান, তিনি আগামী সপ্তাহ থেকে বাথরুমের ভ্যানিটি (স্নানকক্ষের মেকআপ কেবিনেট) এর ওপর ৫০% শুল্ক ও কিছু আসবাবের বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে টিকটক বিক্রির পরিকল্পনা

পরিচয় ডেস্ক : চীনের মালিকানাধীন ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কার্যক্রম বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সই করা এক নির্বাহী আদেশে এসংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের কাছে টিকটক বিক্রি করা হবে।

বৃহস্পতিবার ওই নির্বাহী আদেশে সই করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পরে দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানান, চীন বাকি অংশ ৬ পৃষ্ঠায়

ওষুধের ওপর ট্রাম্পের ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপে বিরাট ক্ষতির আশঙ্কায় ভারত

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওষুধ আমদানির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের কারণে ভারতের ওষুধ খাত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। কারণ ভারতের ওষুধশিল্প মার্কিন বাজারের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে আমরা যেকোনো ব্র্যান্ডেড বা পেটেন্টপ্রাপ্ত ওষুধের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব; যদি না কোনো প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ওষুধ উৎপাদনের কারখানা তৈরি করছে।’

ট্রাম্পের পোস্টগুলো দেখাচ্ছে, তিনি শুল্কের ব্যাপারে শুধু আগস্টে চালু হওয়া নতুন বাণিজ্য নীতি বা আমদানি করেই সীমাবদ্ধ থাকছেন বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

হোয়াইট হাউসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের সঙ্গে ট্রাম্পের রুদ্ধদ্বার বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনের ওভাল অফিসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং চিফ অব আর্মি স্টাফ (সিওএএস) ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এ বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ও ফিল্ড মার্শাল মুনির ট্রাম্পের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন। একটি গ্রুপ ফটোসেশনে ট্রাম্পকে তাঁর স্বভাবসুলভ বুড়ো আঙুল তুলে হাসিমুখে পোজ দিতে দেখা যায়। রুদ্ধদ্বার এ বৈঠক ওয়াশিংটন সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিকদের বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

সাবেক এফবিআই পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করল আদালত

পরিচয় ডেস্ক : এবার ট্রাম্পের রোষানলে পড়লেন মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-এফবিআইয়ের সাবেক পরিচালক জেমস কোমি। মিথ্যা তথ্য দেওয়া ও বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে দুটি অভিযোগ গঠন করেছে ভার্জিনিয়ার একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় মিথ্যা তথ্য প্রদান বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

‘আপনারা নরকের দিকে এগোচ্ছেন’! জাতিসংঘের বক্তৃতায় পশ্চিমি বিশ্বকে নিশানা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : অভিবাসন প্রসঙ্গে এ বার পশ্চিমি দেশগুলিকে একহাত নিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতা করছিলেন ট্রাম্প। সেখানেই পশ্চিমা দেশগুলির মুক্ত সীমান্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের দেশগুলি নরকের দিকে এগোচ্ছে।’’ একই সঙ্গে জাতিসংঘকেও নিশানা করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, পশ্চিমের দেশগুলির সীমান্ত দিয়ে ‘অনুপ্রবেশ’ চলছে অবাধে। আর তাতে মদত দিয়েছে জাতিসংঘও। দ্বিতীয় বার আমেরিকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম বারজাতিসংঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতা করলেন ট্রাম্প। বক্তৃতার সময় আন্তর্জাতিক এই মঞ্চের সমালোচনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর দাবি, জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে। অবৈধ অভিবাসনকেও তারা প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে বলে অভিযোগ তোলেন ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

বলেন, “জাতিসংঘের কাজ কী? দেখে মনে হয়, তারা শুধু ভারী ভারী শব্দের চিঠি লিখতে পারে। এগুলি সব ফাঁপা কথা। ফাঁপা কথা দিয়ে যুদ্ধ থামানো যায় না।”

সম্প্রতি ব্রিটেনে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। তবে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, অতি দক্ষিণপন্থী ওই বিক্ষোভকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না ব্রিটেন। তিনি এ-ও বলেছিলেন, ব্রিটেনের পতাকা সে দেশের বৈচিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, অভিবাসবিরোধী ওই বিক্ষোভে সায় নেই তাঁর। অন্য দিকে, ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর শাসনকালে আগে সুবিধা পাবেন আমেরিকানরা। তার পরে অন্য দেশের নাগরিকেরা। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে অভিবাসন প্রসঙ্গে ট্রাম্পের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

বাগরাম বিমানঘাঁটি ফেরত না দিলে, দেখবেন আমি কী করি’, তালেবানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক : ট্রাম্প অতীতেও বিভিন্ন কৌশলগত স্থাপনা দখলে নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন-যেমন পানামা খাল থেকে শুরু করে গ্রিনল্যান্ড। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাগরামের প্রতিই বিশেষ নজর তার।

আফগানিস্তান বাগরাম বিমানঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রকে ফিরিয়ে না দিলে ওখারাপ কিছু্ব হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রয়োজনে ঘাঁটি পুনর্দখলের জন্য মার্কিন সেনা মোতায়েনের সম্ভাবনাও সরাসরি নাকচ করে দেননি তিনি।

শনিবার ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশালে লিখেছেন,ওযদি আফগানিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের নির্মাণ করা বাগরাম বিমানঘাঁটি ফিরিয়ে না দেয়, তবে খুব খারাপ কিছু ঘটবে্ব

গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প জানান, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর থেকে মার্কিন বাহিনীর ব্যবহার করা এই ঘাঁটি পুনরায় নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। শুক্রবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে তার আলোচনা হচ্ছে।

২০২১ সালে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান ঘাঁটিগুলো দখল করে নেয় এবং যুক্তরাষ্ট্রসমর্থিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

তবে আফগানিস্তানের কর্মকর্তারা আবারও মার্কিন উপস্থিতির বিরোধিতা করছেন।

বর্তমান ও সাবেক মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, বাগরাম পুনর্দখলের পদক্ষেপ আফগানিস্তানেওআবার আক্রমণের্ব মতো দেখাতে পারে। এবং তা করার জন্য ১০ হাজারের বেশি সেনা এবং উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েনের প্রয়োজন হতে পারে।

ট্রাম্প অতীতেও বিভিন্ন কৌশলগত স্থাপনা দখলে নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন-যেমন পানামা খাল থেকে শুরু করে গ্রিনল্যান্ড। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাগরামের প্রতিই বিশেষ নজর তার।

বাগরাম ঘাঁটি পুনর্দখলের জন্য মার্কিন সেনা পাঠাবেন কি না-শনিবার এমন প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেন,ওআমরা সে বিষয়ে কথা বলব না্ব

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন,ওআমরা এখন আফগানিস্তানের সঙ্গে কথা বলছি এবং আমরা ঘাঁটিটা চাই, খুব তাড়াতাড়ি। আর যদি তারা তা না করে-যদি তারা তা না করে, তাহলে আপনারা দেখবেন, আমি কী করি্ব

ওনাইন-ইলেভেনের্ব হামলার পর থেকে দুই দশক ধরে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর প্রধান বিমানঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাগরাম বিমানঘাঁটি।

এক সময় এখানে বার্গার কিং, পিজা হাটের মতো ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁ ও ইলেকট্রনিক্স থেকে আফগান কার্পেট পর্যন্ত বিক্রি করার বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলকে পশ্চিম তীর দখল করতে দেবেন না ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীর দখল করতে দেব না। এমনটাই ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে গাজা নিয়ে শিগগিরই সমঝোতা হতে পারে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর। তার এই ভাষণের আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমি ইসরায়েলকে পশ্চিম তীর দখল করতে দেব না... এটা কোনোভাবেই ঘটবে না। গাজা নিয়ে সমঝোতা ‘প্রায় কাছাকাছি।’ যুক্তরাজ্য ও জার্মানি ইসরায়েলকে পশ্চিম তীর দখলের পরিণতি নিয়ে সতর্ক করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, এ পদক্ষেপ হবে নৈতিক, আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। এমন অবস্থায় ট্রাম্প জানান, তিনি নেতানিয়াহুসহ মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তার ভাষায়, ‘আমরা

গাজা নিয়ে সমঝোতার বেশ কাছাকাছি চলে এসেছি, হয়তো শান্তি হতে পারে।’ মূলত গাজা যুদ্ধ বন্ধ ও পশ্চিম তীরে দখলদারিত্বের অবসান ঘটানোর জন্য ইসরায়েলের ওপর বৈশ্বিক চাপ ক্রমেই বাড়ছে। পশ্চিমা দেশগুলো একের পর এক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তবে নেতানিয়াহুর ডানপন্থি জোটের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা পশ্চিম তীর দখলকে স্থায়ী সমাধান হিসেবে দেখছে।

এদিকে আগামী সোমবার নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে ট্রাম্পের। অন্যদিকে জাতিসংঘে দেওয়া ভিডিও ভাষণে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ফরাসি শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ জানান। কিন্তু ৮৯ বছর বয়সী আব্বাসকে যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক ভ্রমণের অনুমতি দেয়নি। মূলত আব্বাস বৃহস্পতিবার ভিডিও লিংকের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন।

গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি খুব সন্নিকটে বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, গাজা যুদ্ধের অবসান এবং জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে একটি সম্ভাব্য চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কোনো পরিকল্পনা প্রকাশ করেননি।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে, গাজা নিয়ে একটি চুক্তি হতে যাচ্ছে এবং আমরা খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এটি এমন একটি চুক্তি হবে, যা জিম্মিদের ফেরত দেবে এবং যুদ্ধেরও অবসান ঘটাবে।’ ট্রাম্পের এই বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

আফগান ঘাঁটি দখল ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল চীনসহ ৪ দেশ

পরিচয় ডেস্ক : যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে কোন বিদেশি শক্তির সামরিক ঘাঁটি পুনঃস্থাপন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছে চীন, রাশিয়া, ইরান ও পাকিস্তান। শুক্রবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর এমন অবস্থান নেয় দেশগুলো। তালেবান প্রশাসনকে ট্রাম্প আহ্বান জানান আফগানিস্তানের বাগরাম বিমানঘাঁটি ফের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের (পেন্টাগন) কাছে হস্তান্তর করতে। বেইজিংয়ে আয়োজিত বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

জামায়াতকে রুখতে আরেক ইসলামপন্থী দলকে পাশে চায় বিএনপি, বৈঠকে খালেদার দূত

পরিচয় ডেস্ক : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি হেফাজতে ইসলামের প্রধান (আমির) মুহিব্বুল্লা বাবুনগরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মুহিব্বুল্লাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলামও!

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামপন্থী দল হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে জোট গড়তে চাইছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি। বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক মঞ্চ স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ গত বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকায় হেফাজতে ইসলামের প্রধান (আমির) মুহিব্বুল্লা বাবুনগরীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' জানিয়েছে।

এর আগে গত ১ অগস্ট বিএনপির দুই নেতা সালাউদ্দিন আহমেদ ও নজরুল ইসলাম খান চট্টগ্রামে গিয়ে হেফাজতে প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে গত বৃহস্পতিবারই নবগঠিত রাজনৈতিক দল 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' (এনসিপি)-র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ঢাকায় হেফাজতের আমির মুহিব্বুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে প্রকাশিত খবরে দাবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্পষ্ট হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী কট্টরপন্থী দল 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' ('জামাত' নামেই যা পরিচিত)-র দাপট ক্রমশ বাড়ছে। জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির সমর্থিত প্রার্থীদের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে প্রাক্তন শাসকদল বিএনপির ছাত্রশাখা 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল'-এর প্রার্থীরা। এই পরিস্থিতিতে বিএনপি নেতৃত্ব কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতের সঙ্গে সমঝোতার পথে হাঁটতে উদ্যোগী হয়েছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে।

গত বছরের অগস্টে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ঘিরে দানা বাঁধা প্রবল জনবিক্ষোভের জেরে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন হাসিনা। সেই আন্দোলনের অন্যতম 'মুখ' নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনত আবদুল্লার মতো ছাত্রনেতারা পরবর্তী কালে এনসিপি গড়েন। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতী সরকারের পাশাপাশি জামায়াতে নেতৃত্বের সঙ্গেও নাহিদদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ইতিহাস বলছে, ১৯৭১ সালে বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ফেব্রুয়ারিতেই ভোটের পক্ষে ৮৬.৫% মানুষ, পিআর বোঝেন না ৫৬%, ভোট দিতে চান ৯৪% জানা গেল জরিপ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের ১০ হাজার ৪১৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের অংশগ্রহণে এই জরিপে অন্তর্বতী সরকারের কর্মদক্ষতা, নির্বাচনকালীন পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা ও নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে জনমত বিশ্লেষণ করা হয়।

আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত-এমন মত দিয়েছেন দেশের ৮৬ দশমিক ৫ শতাংশ ভোটার। একই সঙ্গে ৯৪ দশমিক ৩ শতাংশ ভোটার জানিয়েছেন তারা ভোট দিতে আগ্রহী। আর পিআর [আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব] সম্পর্কে ধারণা নেই ৫৬% ভোটারের।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার ভবনে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে ইনোভেশন কনসালটিংয়েরও পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে, রাউন্ড২-এর প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

ইনোভেশন কনসালটিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জরিপের প্রধান সমন্বয়ক মো. রুবাইয়াত সরোয়ার প্রধান ফলাফল উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

দেশের ১০ হাজার ৪১৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের অংশগ্রহণে এই জরিপে অন্তর্বতী সরকারের কর্মদক্ষতা, নির্বাচনকালীন পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা ও নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে জনমত বিশ্লেষণ করা হয়।

জরিপের মূল ফলাফল:

অন্তর্বতী সরকারের কর্মদক্ষতা: ৭৮ দশমিক ৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারী সরকারের কার্যক্রমকেওভালো বাওমধ্যম মানের হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। তবে তরুণ, শিক্ষিত ও নগরবাসীদের মধ্যে সন্তুষ্টির হার তুলনামূলকভাবে কম।

নির্বাচন ও ভোট নিরাপত্তা: ৬৯ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ মনে করেন অন্তর্বতী সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে সক্ষম। এছাড়া ৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ বিশ্বাস করেন তারা নিরাপদে ভোট দিতে পারবেন। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে তরুণ ও নগরবাসীর সংশয় বেশি।

আইনশৃঙ্খলা: ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ নাগরিক মনে করেন গত ছয় মাসে চাঁদাবাজি বেড়েছে। বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেননি, ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী

পরিচয় ডেস্ক : তিনি আরও দাবি করেন, আন্দোলন দমনে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার বা মারণাস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেননি, বরং জনগণের জানমাল ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।

ওগত বছরের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেননি, বরং ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন-আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এমন দাবি করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী (স্টেট ডিফেন্স) মো. আমির হোসেন।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে জেরা করার সময় তিনি এ মন্তব্য করেন।

এ দিন জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে আদালতে জবানবন্দি দেন নাহিদ।

নাহিদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে আমির হোসেন বলেন,ও২০২৪ সালের ৩ আগস্টের এক দফা আন্দোলন ছিল দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার অংশ। এ আন্দোলনে দেশি-বিদেশি শক্তির ইন্ধন ছিল এবং সেই ইন্ধন ছিল বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

সরকার পতনের আগেই ড. ইউনূসকে সরকার প্রধান হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় বললেন নাহিদ ইসলাম

পরিচয় ডেস্ক : মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার জবানবন্দিতে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'গত বছর ৫ আগস্ট সংবাদ সম্মেলন করে আমরা সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবি জানাই এবং অন্তর্বতীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিই। আমরা আরও দাবি জানাই, কোনো ধরনের সেনাশাসন বা সেনা-সমর্থিত শাসন আমরা মেনে নেব না।' জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জানিয়েছেন, গত বছরের ৪ আগস্ট সরকার পতনের পূর্বেই অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সে সময় তাকে নতুন সরকারের প্রধান হওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ৪৭তম সাক্ষীর শেষ দিনে এ কথা বলেন তিনি। সকাল সোয়া বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের 'উড়ন্ত কারাগার' শেকলবন্দি অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেছিলেন ৩০ বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক : ২০২৫ সালের শুরুর দিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হওয়ার পর থেকে আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) ব্যাপকভাবে বহিষ্কার কার্যক্রম বাড়িয়েছে। সংস্থাটির অভ্যন্তরীণ পরিসংখ্যান বলছে, প্রথম ছয় মাসেই প্রায় দেড় লাখ মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করার পথে রয়েছে তারা।

হাজার হাজার বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে আমরা জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছি - জাতিসংঘে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক : আগামী ফেব্রুয়ারিতে অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশন শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বক্তব্য দেওয়ার সময় এ কথা জানান তিনি।

জাতিসংঘ সনদের আট দশক পূর্তি উপলক্ষে সব সদস্য রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "গত আট দশক ধরে জাতিসংঘ ধারাবাহিকভাবে তার কর্মপরিধি সম্প্রসারিত করেছে এবং নানা ক্ষেত্রে আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার, বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা ও সমতা প্রসারে জাতিসংঘ অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছে।"

তিনি বলেন, "জাতিসংঘের কারণেই আজ বিশ্বের ১২০টি দেশের প্রায় ১৩ কোটি বিপদাপন্ন মানুষকে জরুরি খাদ্য ও মৌলিক মানবিক সহায়তা এবং ৪৫ শতাংশ শিশুকে টিকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, টিকা এবং অন্যান্য জীবনরক্ষাকারী সেবা ও সরঞ্জামের যোগান দিয়ে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।"

ড. ইউনূস বলেন, "গত বছর এই মহান সভায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম সদ্য গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত একটি দেশের রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা শোনানোর জন্য। আজ আমি এই রূপান্তরের অগ্রযাত্রায় আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি তা বলব।"

'পৃথিবীর প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৩ জন বাংলাদেশে বাস করে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, "ভূ-রাজনৈতিকভাবে বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বাংলাদেশ রয়েছে বলে আমাদের এ ইতিহাস জানার দরকার, তা কিন্তু নয়। বরং এ কারণে বাংলাদেশের এই বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ যে, তা সাধারণ মানুষের অসাধারণ ক্ষমতার ওপর আস্থা তৈরি করবে।"

"এ কারণে বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ যে তা বিশ্বের সব দেশের মধ্যে আশার সঞ্চার করবে, যে সংকট যত গভীরই হোক না কেন বা তার নিরসন যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, কখনোই তা থেকে উত্তরণের পথ হারিয়ে যায় না," বলেন তিনি।

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে শ্রম সংস্কার অপরিহার্য - প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "বৃহৎ পরিসরে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য শ্রম সংস্কার অপরিহার্য।"

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে শ্রম অধিকার ও সংস্কার নিয়ে নৈশভোজের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নৈশভোজে শ্রম আইন, শ্রমিকের অধিকার ও চলমান সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন কূটনীতিক, জাতিসংঘ কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা আলোচনায় অংশ নিয়ে শ্রম খাত সংস্কার অব্যাহত রাখার প্রতি ঐকমত্য প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আইএলও মহাপরিচালক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তারা শ্রম খাত সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির উন্নতির সম্ভাবনা তুলে ধরেন।

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের আগে রাজনৈতিক নেতারা সংক্ষিপ্ত মতামত দেন।

বিএনপি মহাসচিব

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

যুবশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত না করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়

নিউ ইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, যুবকদের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া টেকসই বৈশ্বিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এর সুফল যেন লোভের প্রাচীরে বন্ধ রাখা না হয়।' বৃহস্পতিবার (২৫ বৃহস্পতিবার) নিউইয়র্কে 'যুবদের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি'র ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনে আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

অর্থ উপার্জনকারীদের হাতে স্বাস্থ্যসেবা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক : স্বাস্থ্যসেবা অর্থ উপার্জনকারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 'উচ্চ পর্যায়ের কর্ম অধিবেশন : প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা রূপান্তর-বাংলাদেশের নীলনকশা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেছেন, স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন করা খুব সহজ হতে পারে। এর পেছনে রয়েছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। ফলে অর্থ উপার্জনের এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হয়।

স্বাস্থ্যসেবার নামে অর্থ উপার্জনের বিশাল সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমরা অত্যন্ত মৌলিক বিষয়টি উত্থাপন করেছি-ওষুধ ও স্বাস্থ্যসেবা অর্থ উপার্জনকারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

ড. ইউনূস আরও বলেন, আমি বলছি না যে অর্থ উপার্জনকারীরা খারাপ মানুষ। আমি বলছি, এটি কেবল তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

কভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন টিকা জটিলতার কথা তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, টিকা বিতরণ খুবই ভুলভাবে করা হয়েছিল। বিশ্বের ১০টি দেশ টিকা উৎপাদনের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রহণ করেছিল।

তিনি বিশ্বজুড়ে সামাজিক সমস্যা সমাধানের

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘে ড. ইউনূসের সফরসঙ্গীর সংখ্যা ৬২, জানালেন প্রেস সচিব, টিআইবি বলেছে শতাধিক

পরিচয় ডেস্ক : প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীর সংখ্যা নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং যাচাই-বাছাইবিহীনভাবে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ তথ্য জানান তিনি।

তিনি বলেন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮০তম অধিবেশনে অংশ নিতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

৭ প্রকল্পে ১.৪৭ বিলিয়ন ডলারের কঠিন শর্তের ঋণ নিচ্ছে ড. ইউনুস সরকার

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মতো উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে নেওয়া অনমনীয় ঋণ সাধারণত বাজারভিত্তিক সুদ ও শর্তে পাওয়া যায়। এতে অনুদান বা ভর্তুকির বড় কোনো অংশ থাকে না। ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে ১ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারের অনমনীয় বা কঠিন শর্তের ঋণ নিচ্ছে সরকার।

গতকাল বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর শেরে-বাংলা-নগরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি অন নন-কনসেশনাল লোন্স (এসসিএনএল) কমিটির সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা। বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মতো উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে নেওয়া অনমনীয় ঋণ সাধারণত বাজারভিত্তিক সুদ ও শর্তে পাওয়া যায়। এতে অনুদান বা ভর্তুকির বড় কোনো অংশ থাকে না।

আইএমএফের সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোনো ঋণের গ্রান্ট উপাদান যদি ২৫ শতাংশের কম হয়, তবে সেটিকে অনমনীয় ঋণ হিসেবে ধরা হয়।

ইআরডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে সিকিউরড ওভারনাইট ফাইন্যান্সিং রেট (এসওএফআর) বেশি হওয়ায় বাজারভিত্তিক সুদে নেওয়া ঋণের গ্রান্ট উপাদান কমে যাচ্ছে। তবে সুদের হার পরিবর্তন হলে গ্রান্ট উপাদানও সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হবে। এতে ঋণের নমনীয়তায় ওঠানামা ঘটবে।

এসসিএনসিএল কমিটির সভায় অনুমোদিত ঋণের মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ৬৪৯ মিলিয়ন ডলারের তিনটি নতুন প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে নেটওয়ার্ক নর্থওয়েস্ট ডিস্ট্রিবিউশন মডার্নাইজেশন প্রজেক্ট-এ ৯১ মিলিয়ন ডলার, চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর প্রকল্প-এ ৫০৮ মিলিয়ন ডলার এবং খুলনা ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (ফেজ-২)-এ ১৫৪ মিলিয়ন ডলারের ঋণ নেওয়া হবে। ইআরডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেলপথ রূপান্তর প্রকল্পে ৫০৮ মিলিয়ন ডলার অর্ডিনারি ক্যাপিটাল রিসোর্সেস (ওসিআর) রেগুলার এবং ১৮০ মিলিয়ন ডলার কনসেশনাল অর্ডিনারি ক্যাপিটাল রিসোর্সেস ঋণ নেওয়ার বিষয়ে খসড়া চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট নথির ওপর গত ২৪ আগস্ট ঋণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ ঋণের মেয়াদ ২৫ বছর, গ্রেস পিরিয়ড ৫ বছর। সুদের হার নির্ধারিত হয়েছে এসওএফআর + লেন্ডিং স্প্রেড + ম্যাচুরিটি প্রিমিয়াম হিসেবে। এছাড়া ০.১৫ শতাংশ কমিটমেন্ট ফি দিতে হবে। ইআরডি প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, চলতি সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখে এসওএফআর হার ৪.৩৯ শতাংশ ধরা হলে এবং ছকে বর্ণিত লেন্ডিং স্প্রেড ও ম্যাচুরিটি

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

যে ডলার আছে তা বাংলাদেশের আপৎকালীনের জন্য পর্যাপ্ত নয় জানালেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক : বর্তমানে আমাদের কাছে যে পরিমাণ ডলার আছে তা বাংলাদেশের আপৎকালীনের জন্য পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ডলারের ডিমান্ড তো কমে যাচ্ছে, সে হিসাবে ডলারের দামও কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে দুই মিলিয়ন ডলার নিয়ে নিয়েছে দাম একই পর্যায়ে রাখার জন্য। তা আমদানিকারকদের জন্য চাপ হয়ে যাচ্ছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'ডলারের দাম কিছুটা যদি স্থিতিশীল না রাখি তাহলে খারাপ প্রভাব পড়বে। যারা রেমিট করে তাদের বিষয়টাও দেখতে হবে। কারণ তারাই তো আমাদের চালিকাশক্তি।'

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা ডলার কিনছি সেটা ঠিক। কিন্তু এখন আমাদের কাছে যে ডলার আছে তা বাংলাদেশের আপৎকালীনের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ধরুন দেশে বড় ধরনের কোনো একটা কিছু হলো। তখন দ্রুত যদি কিছু আনতে হয়, তখন কী হবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ শুধু আমদানির জন্য ব্যবহার করা হয় সেটা আপনাদের ভুল ধারণা। সেভ কিছু না থাকলে বিপদ হবে।'

তিনি বলেন, 'এটা আমি টের পেয়েছি যখন আমি ২০০৭/০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলাম তখন। সে সময় সিডর, আইলা হলো, তখন অনেক ঝামেলা হয়েছে। যাই হোক, সে সময় আমরা সেটা সামাল দিয়েছিলাম। সুতরাং এসবের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ঠিক করেছে রিজার্ভটা বিল্ডআপ করা দরকার।'

বৈঠকের বিষয়ে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন,

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

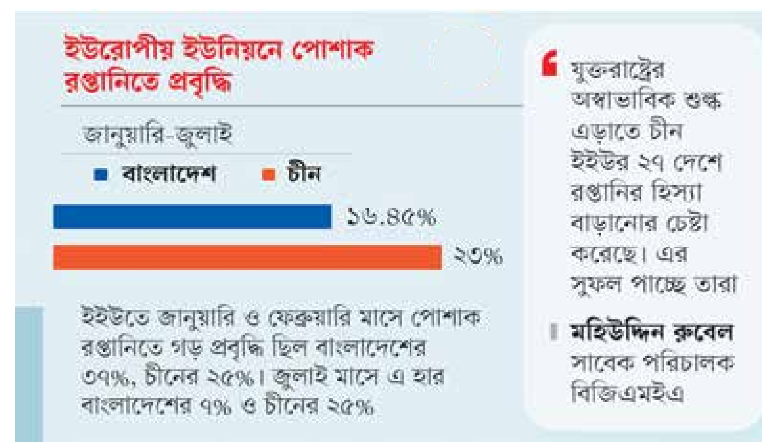

মার্কিন পাল্টা শুল্কের প্রভাব
রপ্তানিতে ইউরোপমুখী চীন বাংলাদেশের জন্য দুশ্চিন্তা

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর 'পাল্টা শুল্ক' রপ্তানি বাণিজ্যের গতিধারা পাল্টে দিচ্ছে। উচ্চ শুল্ক এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের বদলে ক্রমেই ইউরোপমুখী হয়ে উঠছে চীন। দেশটি ২৭ জাতির জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পোশাক রপ্তানি বাড়াচ্ছে। এর প্রভাবে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীন প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। তাদের রয়েছে নিজস্ব কাঁচামাল, লিড টাইমের সুবিধা। লিড টাইম হচ্ছে রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর ক্রেতার হাতে পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত সময়। বেশি উৎপাদনশীলতার

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

চাল রপ্তানিতে নতুন শর্ত দিল ভারত, বাংলাদেশে কতটা প্রভাব পড়বে

পরিচয় ডেস্ক : বাসমতী ছাড়া অন্যান্য চাল রপ্তানিতে এবার নতুন শর্ত জুড়ে দিয়েছে ভারত। দেশটির বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদেশিক বাণিজ্য মহাপরিচালকের দপ্তর (ডিজিএফটি) গতকাল বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) এক প্রজ্ঞাপনে নন-বাসমতী চালের রপ্তানি নীতিতে এ পরিবর্তন আনে। এর ফলে এখন থেকে নন-বাসমতী চাল রপ্তানির প্রতিটি চুক্তি ভারতের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এপিইডিএ) কাছে নিবন্ধন করতে হবে।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এর আগে নন-বাসমতী চাল রপ্তানি ছিল 'মুক্ত' ক্যাটাগরির আওতায়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি এখন 'শর্তসাপেক্ষ অনুমোদিত' পণ্য হিসেবে গণ্য হবে।

বাংলাদেশের বাজারে ভারতের নন-বাসমতী চালের একটি বড় অংশ যায়। গত অর্থবছরে ছয় লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ সরকার। আমদানি করা এই চালের সিংহভাগই এসেছিল ভারত থেকে। তাই ভারতের নতুন শর্তে চাল আমদানিতে নতুন করে বাধা সৃষ্টি হতে পারে, যা আমদানিতে প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এর প্রভাব বাংলাদেশের চালের বাজারে কতটা পড়বে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ভারতের রপ্তানিকারক ফেডারেশনের (আইআরইএফ) সভাপতি ও শ্রীলাল মহল গ্রুপের চেয়ারম্যান প্রেম গর্গ এ সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এত দিন শুধু বাসমতী চাল রপ্তানিতেই নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ছিল। এখন নন-বাসমতী চালও একই কাঠামোর আওতায় আসায় রপ্তানি নীতিতে সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে উল্টো প্রবণতা বাংলাদেশে

পরিচয় ডেস্ক : অর্থনীতির দুটি পা। একটি হলো পুঁজিবাজার, অন্যটি ব্যাংক। তবে স্বাধীনতার পর ৫৪ বছর ধরে অর্থায়নে এক পায়ে ভর করে চলছে অর্থনীতি। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য বন্ড ও পুঁজিবাজার বিশ্বের প্রথম পছন্দ হলেও বাংলাদেশে উল্টো। স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি সব অর্থায়ন করছে ব্যাংক। এভাবে বেশিদূর এগোনো যাবে না। অবিলম্বে শক্তিশালী বন্ড ও পুঁজিবাজার গড়তে হবে।

সোমবার 'বাংলাদেশের বন্ড ও সুকুক বাজারের উন্নয়ন: রাজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো বাস্তবায়ন

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR
DHCARE
DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY
PPL
Facilitator
বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন
ADDRESSES
172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
332 Broadway, Staten Island, NY 10310
লক্ষণীয়
আমরা বাংলায় কথা বলি
আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি
CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষমতা অন্তর্বর্তী সরকার রাখে না বললেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক : নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি বলেছেন দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন বা সংশোধন করা শুধু সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমেই সম্ভব। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সেই ক্ষমতা রাখে না।
তিনি বলেন, ‘জেন জেড আন্দোলনে উত্থাপিত সংবিধান সংশোধন ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি বর্তমান সরকারের এখতিয়ারের বাইরে। আমি তরুণ প্রজন্মসহ সকল নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাংবিধানিক উপায়ে এই পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়।’
জাতির উদ্দেশে দেয়া প্রথম ভাষণে কার্কি বলেন, তার সরকারের প্রধান কাজ হলো আগামী ২০২৬ সালের ৫ মার্চ নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন আয়োজন করা। বর্তমানে নেপালে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু, যেখানে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। যদি সরাসরি জনগণের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়, তবে সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে, যা সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সম্ভব। এখন সংসদ না থাকায় এই পরিবর্তন কেবল মার্চের নির্বাচনের পরই করা যাবে।
সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন

সতর্ক করে দিয়েছে যে, অবৈধ কোনো প্রক্রিয়ায় সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা বিপজ্জনক হবে। এ বিষয়ে বিভক্তি দেখা দিয়েছে জেন জেড আন্দোলনকারীদের মধ্যেও। কিছু অংশ নির্বাচন আগে ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, অন্যরা মনে করে এটি নতুন সংসদের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।
জেন জেড নেতা রক্ষা বাম বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, এই সরকার সংবিধান পরিবর্তনে জড়িত হতে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয়। প্রয়োজন হলে নতুন সংসদই পরিবর্তন আনবে।’ অপর এক তরুণ নেতা যুবান রাজভান্ডারী বলেন, ‘এখন সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা করা মানে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেয়া, যা বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর খেলার সুযোগ তৈরি করবে এবং দেশকে আরো অস্থিতিশীল করতে পারে।’
আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী কার্কি তরুণ প্রতিবাদকারীদের হত্যার ঘটনায় কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিমধ্যে সরকার সাবেক বিশেষ আদালতের প্রধানকে প্রধান করে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করেছে, যা রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংসসহ সব কিছু তদন্ত করবে। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

অবৈধ অভিবাসন রোধে যুক্তরাজ্যের নতুন পরিকল্পনা

পরিচয় ডেস্ক : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টার্মার শুক্রবারে এক ভাষণে যুক্তরাজ্যজুড়ে বাধ্যতামূলক ডিজিটাল পরিচয়পত্র চালুর পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরকারি শীর্ষ কর্মকর্তাদের মতে, অবৈধ অভিবাসন রোধ করার জন্য বাধ্যতামূলক ডিজিটাল আইডি স্কিম চালু হচ্ছে।
তবে এ স্কিম বাস্তবায়নের কারিগরি দিক নিয়ে পরামর্শ নেওয়া হবে। সেইসঙ্গে যাদের স্মার্টফোন বা পাসপোর্ট নেই, তাদের জন্য কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেটিও বিবেচনা করা হবে।
পূর্ববর্তী লেবার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

‘আই লাভ মুহাম্মদ’ বনাম ‘আই লাভ মহাদেব’ ভোটের আগে মোদির বিভাজনের রাজনীতি

পরিচয় ডেস্ক : ভারতে ধর্মীয় পরিচয়ের নামে উসকানিমূলক প্রচারণার ফলে দেশজুড়ে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, পরিকল্পিতভাবে বিভাজনের রাজনীতি সামনে আনা হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত হয়ে উঠেছে।
প্রথমে দক্ষিণ ভারতের কিছু শহরে ‘আই লাভ মুহাম্মদ’ লেখা পোস্টার দেখা যায়, যা স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই রাতারাতি বিভিন্ন দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়। এর পাল্টা জবাব আসে উত্তর ভারত থেকে, যেখানে ‘আই লাভ মহাকাল’ ও ‘আই লাভ মহাদেব’ লেখা পোস্টার প্রচার শুরু হয়। কিছু জায়গায় পাশাপাশি দুই ধরনের পোস্টার সেঁটে দেওয়া হয় এবং পাল্টাপাল্টি শোভাযাত্রা বের করা হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা বাড়ে।
এই উত্তেজনার জেরে উত্তর প্রদেশের মেরঠ, সাহারানপুর, বাগপত ও আলিগড়ে দুপক্ষের মধ্যে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মেরঠে হাতাহাতি ও ভাঙচুরের পর পুলিশকে লাঠিপেটা করতে হয়। সাহারানপুরে বাজার এলাকায় দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং আলিগড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের প্রথম ‘ক্লোজড ফুয়েল সাইকেল’ পারমাণবিক ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা পুতিনের

পরিচয় ডেস্ক : ২০৩০ সালের মধ্যে রাশিয়ার টোমস্ক অঞ্চলে বিশ্বের প্রথম ওক্লোজড ফুয়েল সাইকেল্ল বা বর্জ্যহীন পারমাণবিক শক্তি ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এ পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবস্থায় তেজষ্ক্রিয় বর্জ্য প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দেয়া সম্ভব হবে বলে দাবি করা হয়েছে। পারমাণবিক প্রযুক্তিতে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেন পুতিন। রাশিয়ার পারমাণবিক শিল্পের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

ষড়যন্ত্রের দায়ে ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির পাঁচ বছরের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক : ২০০৭-২০১২ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির পদে ছিলেন সারকোজি। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলেও তাকে জেলে যেতে হবে। তিনিই হবেন দণ্ডিত হয়ে কারাগারে যাওয়া ফ্রান্সের প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট।
ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন প্যারিসের একটি আদালত। লিবিয়ার প্রয়াত নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির কাছ থেকে কোটি কোটি ইউরো অবৈধ তহবিল নেওয়া সংক্রান্ত মামলায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে এই কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
তবে এই মামলায় আদালত সারকোজিকে ষড়যন্ত্রের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করলেও - দুর্নীতি ও অবৈধ প্রচার তহবিলের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন।
২০০৭-২০১২ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির পদে ছিলেন সারকোজি। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলেও তাকে জেলে যেতে হবে। তিনিই হবেন দণ্ডিত হয়ে কারাগারে যাওয়া ফ্রান্সের প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট।

ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোহস্ততে ॥
শ্রী শ্রী শারদীয় দূর্গা পূজা ২০২৫ ইং
স্থান ঃ দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দির
৩৪-৬৩ ৫৬ ষ্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭
সময় ঃ সকাল ১০:০০ টা-রাত ১১:০০টা
তারিখ : ২৭শে সেপ্টেম্বর (শনিবার) থেকে ১লা অক্টোবর (বুধবার)
নৃত্যানুষ্ঠান
কলকাতা থেকে আগত সারেগামাপা শিল্পী
Live Music
উপস্থাপনায় ঃ
উৎপল চৌধুরী
তপু মন্ডল
শ্রেয়সী ভট্টাচার্য্য
বিপ্লব চক্রবর্তী
বিশেষ আকর্ষন:
ধামাইল নৃত্য ও ডান্ডিয়া
রাত ১০:০০ টা
শাহ মাহবুব
কৃষ্ণা তিথী
প্রণব কর্মকার
তমা চক্রবর্তী
দেবাশীষ কর্মকার
মিতা কর্মকার
উদীপ্ত চৌধুরী
বীণা সরকার
নির্জন
জুলি খাস্তগীর
"আগমনী"
সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক

ট্রাম্পের এক লাখ ডলারের ট্যালেন্ট ট্যাক্স বনাম চীনের ফ্রি আমন্ত্রণ

ওয়াই টনি ইয়াং

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন থেকে নতুন এইচ-১বি ভিসা আবেদনকারীদের প্রতিবছর এক লাখ ডলার দিতে হবে। এটি শুধু অভিবাসন নীতির ভুল নয়; এটি একটি গুরুতর কৌশলগত ভুল। কারণ, এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিভা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়াকে ত্বরান্বিত করবে। অন্যদিকে চীনের অবস্থানকে আগের চেয়ে শক্তিশালী করবে। দীর্ঘদিন ধরে এইচ-১বি ভিসার সবচেয়ে বড় উপকার যাঁরা ভোগ করে আসছেন, তাঁরা হলেন এশীয় পেশাজীবীরা, বিশেষ করে ভারতীয়রা। ফলে এই নতুন নিয়ম সরাসরি তাঁদের ওপর আঘাত হেনেছে।

এক লাখ ডলারের এই ফি বিশ্বে নজিরবিহীন। কানাডা বা যুক্তরাজ্যের ভিসা খরচের তুলনায় এটি ২৫ থেকে ৩০ গুণ বেশি। এই বিশাল ব্যয় শুধু বড় করপোরেশনগুলো বহন করতে পারবে। মাঝারি ও ছোট কোম্পানিগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিভাধরদের নিয়োগ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। এতে প্রতিভাধর দক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষমতা প্রযুক্তি জায়ান্টদের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে যুক্তরাষ্ট্রের সেই উদ্যোক্তা পরিবেশ, যা কিনা একসময় এশীয় প্রকৌশলী ও উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করেছিল।

ট্রাম্পের ঘোষণার পরই দেখা গেছে এর ধাক্কাটা কতটা বড়। বড় বড় কোম্পানি দ্রুত তাদের বিদেশে থাকা কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছে, 'অবিলম্বে আমেরিকায় ফিরে আসো।' এতে প্রমাণ মিলেছে, সিলিকন ভ্যালি থেকে ওয়াল স্ট্রিট পর্যন্ত এশীয় পেশাজীবীদের নেটওয়ার্ক মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা প্রায় পাঁচ লাখ এইচ-১বি ভিসাধারীর জন্যও বার্তাটি স্পষ্ট: একবার বের হয়ে গেলে আর সহজে ফেরার সুযোগ নেই।

এ পরিস্থিতিতে চীন একেবারে উল্টো পথে হাঁটছে। তারা আগামী ১ অক্টোবর চালু করছে কে-ভিসা প্রোগ্রাম। এটি তরুণ বিদেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পেশাজীবীদের লক্ষ্য করে বানানো হয়েছে। সহজ প্রবেশাধিকার, নমনীয় কর্মব্যবস্থা আর কয়েক লাখ ডলারের সরকারি সহায়তার মতো সুবিধা এতে থাকছে। এর পাশাপাশি আরও বড় কর্মসূচিতে চীন দিচ্ছে কয়েক লাখ ডলারের সাইনিং বোনাস, বাসাভাড়ায় ভর্তুকি, জীবনসঙ্গীর চাকরির নিশ্চয়তা এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগ। অর্থাৎ যেখানে যুক্তরাষ্ট্র বাধা তৈরি করছে, চীন সেখানে সব বাধা সরিয়ে সুযোগ করে দিচ্ছে।

সময় নির্বাচনও চীনের কৌশলগত বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। যুক্তরাষ্ট্র যখন এক লাখ ডলারের ফি চালু করছে, তখনই চীন চালু করছে কে-ভিসা। এতে এশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পেশাজীবীরা যুক্তরাষ্ট্রের বদলে চীনকে বিকল্প হিসেবে দেখছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি হলো, এতে মার্কিন শ্রমিকদের মজুরি রক্ষা হবে। কিন্তু গবেষণা বারবার দেখিয়েছে, উচ্চ দক্ষ অভিবাসীরা মার্কিনদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সহযোগী। তাঁরা উৎপাদনশীলতা বাড়ান, নতুন উদ্ভাবন আনেন এবং আরও চাকরি তৈরি করেন।

২০১৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষ অভিবাসীদের নিয়োগ আসলে তরুণ মার্কিন শ্রমিকদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ায়। এই নীতির আসল পরিণতি আরও ভয়াবহ। এক লাখ ডলারের ফি দিয়ে মার্কিনদের চাকরি বাড়ানোর বদলে কোম্পানিগুলো তাদের কার্যক্রম সরিয়ে নেবে সেই দেশগুলোয়, যেখানে দক্ষ কর্মী সহজলভ্য। আর এটাই চীন চাইছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র হারাবে প্রতিভা ও চাকরি দুটোই, আর প্রতিদ্বন্দ্বীরা পাবে দুটোই।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্টার্টআপ ও নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো। গুগল বা মাইক্রোসফট এই খরচ মেনে নিতে পারবে, কিন্তু পাঁচজন কর্মী নিয়ে কাজ করা একটি এআই স্টার্টআপের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এতে উদ্ভাবনের জায়গা কেবল বড় কোম্পানির দখলে যাবে, আর নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য পরিবেশ হয়ে উঠবে শ্বাসরুদ্ধকর। যে এশীয় উদ্যোক্তারা আগে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা শুরু করতে চাইতেন, তাঁরা এখন অন্য দেশে তাকাবেন। চীনের সহজ কে-ভিসার প্রক্রিয়া আর বিশাল বাজার তাঁদের কাছে আরও আকর্ষণীয় মনে হবে।

এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়বে প্রজন্মজুড়ে। এশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি স্নাতকেরা, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রকেই ক্যারিয়ার গড়ার সেরা জায়গা মনে করতেন, তাঁরা এখন হিসাব পাল্টাচ্ছেন। চীনের পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও যুক্তরাষ্ট্রের নতুন বাধা মিলে বৈশ্বিক প্রতিভা প্রবাহের দিকটাই বদলে দিচ্ছে।

চীনের গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় ২০০০ সালে ছিল মাত্র ৪০ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২০ বিলিয়নে (যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঁপিয়ে দিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম!

মাহমুদুল হক

একবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক রূপান্তর বা সরকার পতন আন্দোলনে বড় শক্তি জোগাচ্ছে স্মার্টফোনের পর্দায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

এ মাধ্যম রাষ্ট্রশক্তির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ, জনগণের প্রতিবাদ ও অংশগ্রহণের নতুন পরিসর। এক্স (সাবেক টুইটার), ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা টেলিগ্রামের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কেবল বিনোদন বা তথ্য আদানু প্রদানের মাধ্যম নয়, বরং বিশ্বজুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের নিয়ামক।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে রাজনৈতিক রূপান্তর কখনোই তাৎক্ষণিকভাবে বা স্বল্প সময়ে ঘটেনি। এক সময়ের বিপ্লব, গণ-আন্দোলন বা স্বাধীনতাসংগ্রাম-সবই ছিল দীর্ঘ প্রস্তুতি, সাংগঠনিক দৃঢ়তা ও মতাদর্শিক লড়াইয়ের ফল। বাংলাদেশের স্বাধিকার-স্বাধীনতাসংগ্রামে দীর্ঘ ২৩ বছর লেগেছে।

হয়তো এমন ডিজিটালঘন প্রতিবেশ থাকলে এত দীর্ঘসময় প্রয়োজন হতো না। একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি, বিশেষত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে ভেঙে দিয়েছে।

একটি ভিডিও, একটি পোস্ট বা একটি হ্যাশট্যাগ আজ রাজনীতির গতি নির্ধারণ করছে। নির্বাচন, আন্দোলন কিংবা রাষ্ট্রীয় নীতি বিতর্ক সবকিছুই ফেসবুক, এক্স ও ইউটিউবের দেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ডিজিটালঘন এই নতুন বাস্তবতায় একাধিক প্রশ্নও উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কি স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘণ্টা বাজানো কিংবা গণতন্ত্রের নতুন হাতিয়ার? নাকি ক্ষণস্থায়ী বিক্ষোভ-উত্তেজনার উৎস মাত্র?

বিশ্বজুড়ে আরব বসন্ত থেকে শুরু করে ফ্রান্সের 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলন, এমনকি সাম্প্রতিক নেপালের সরকার পতন আন্দোলনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম রাজনৈতিক রূপান্তরে নতুন মাত্রা বিনির্মাণ করেছে।

বিশেষ করে ক্ষীণ সময়ের আন্দোলনে নেপাল সরকারের পতন আজ অন্যান্য দেশের ক্ষমতাশীলের শিরা-ধমনিতেও প্রতিনিয়ত কাঁপিয়ে তুলছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যা 'নিউ মিডিয়া', 'মেগামিডিয়া' ও 'সুপারমিডিয়া' নামে অভিহিত নির্ভর করে নেটিজেনদের নেটওয়ার্কিংয়ে।

তাই আজ প্রত্যেক নেটিজেনই আলাদা আলাদা মিডিয়া। নিজেই মিডিয়া, নিজেই মিডিয়ার মালিক। এসব কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজ আলোচনা-গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে।

তথ্য-তত্ত্বে সামাজিকের 'ম্যাজিক' ক্ষমতা!

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের 'জাদুকরি' কোনো ক্ষমতা রয়েছে কি না, তা জানতে প্রথাগত গণমাধ্যমের ক্ষমতা অনুধাবনের প্রয়োজন পড়ে।

১৪৫৫ সালে জোহানেস গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করেন। এই ছাপাখানার মাধ্যমেই বাইবেল সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে যায়। ফলে ধর্মীয় কর্তৃত্ব (চার্চের একচেটিয়া ব্যাখ্যা) দুর্বল হয়ে পড়ে।

মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে রিফর্মেশন আন্দোলন মূলত মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ গুটেনবার্গ প্রমাণ করেন গণমাধ্যম রাজনৈতিক-ধর্মীয় ক্ষমতাকে কাঁপিয়ে দিতে পারে। ১৭১৯ সালে সংবাদপত্রের উত্থান আন্দোলনের মূল হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের সময় প্রচারপত্র ও সংবাদপত্র রাজতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে। গণমাধ্যমের ক্ষমতা সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে দেখা যায় ১৯৩০-এর দশকে। জার্মানিতে হিটলার ও নাৎসি শাসন রেডিওকে রাষ্ট্রীয় প্রচারণার অস্ত্রে পরিণত করে। জোসেফ গোয়েবেলস ছিলেন সেই প্রোপাগান্ডা মেশিনের স্থপতি। একমুখী প্রচারণা কোটি মানুষের মনে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা তৈরি করে।

এ জন্য একই সময়ে আমেরিকায় ওরসন ওয়েলস-এর 'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ড' (১৯৩৮) শীর্ষক রেডিও নাটক আতঙ্ক ছড়ায়। এই সময় গণমাধ্যম নিয়ে গবেষণায় 'জাদুর টোটা তত্ত্ব' (ম্যাজিক বুলেট থিওরি) উদ্ভাবিত হয়, যেখানে মনে করা হয় গণমাধ্যম সরাসরি মানুষের মনে প্রভাব ফেলে, যেমন ইনজেকশন দিলে শরীরে ওষুধ ঢোকে।

অর্থাৎ গণমাধ্যম সর্বশক্তিমান আর জনগণ অসহায় গ্রাহক। গণমাধ্যমের প্রভাব সরাসরি, শক্তিশালী ও তাৎক্ষণিক।

পরবর্তী সময় লাজারসফেল্ড, ব্যারেলসন ও গাউডেটের গবেষণা যা 'পিপলস চয়েস নামক' গ্রন্থে (১৯৪৪) প্রকাশিত হয়। তাঁরা দেখান যে গণমাধ্যমের প্রভাব এতটা শক্তিশালী নয়।

১৯৬০-৭০ দশকে এসব ধারণার আরও পরিবর্তন ঘটে, *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

মতামত

বাংলাদেশের জন্য পিআর পদ্ধতির নির্বাচন কতটা যৌক্তিক

বুলবুল সিদ্দিকী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কারবিষয়ক আলাপ যখন শুরু হয়, তখন থেকেই এর সঙ্গে আরও একটি আলাপ আমরা দেখতে পাই, সেটি হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতির প্রচলন।

সাম্প্রতিক সময়ে এ আলাপ কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না; বরং বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই দাবিসহ আরও কিছু দাবি নিয়ে রাজপথে নেমে আসে।

খুব সহজ করে বললে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ধারণা এমন একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা, যেখানে সংসদে প্রার্থী বা সদস্য তাঁর দলের মোট ভোটের অনুপাতে নির্বাচিত হন।

অনেক সময় ভোটের অনুপাতের বাইরেও প্রথাগত ভোট, যা ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) নামেও পরিচিত এবং সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ধারণার যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমেও নির্বাচন করা হয় কোনো কোনো দেশে। এর মধ্যে জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশ।

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর মধ্য দিয়ে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের যথাযথ প্রতিফলন থাকে, যেখানে ভোটারের প্রতিটি ভোট প্রার্থী বা দল হেরে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্তমানে এফপিটিপি ব্যবস্থায় সেটি থাকে না। এ কারণেই ছোট দলগুলোর জন্য পিআর পদ্ধতি একটি কার্যকর ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়। তবে এখানে প্রশ্ন হলো, এর বাস্তবায়নের জন্য যে রাষ্ট্রকাঠামো ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেই অবকাঠামো কি বাংলাদেশের আছে বা নিকট ভবিষ্যতে কি সেটি আমার অর্জন করতে পারব?

তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হবে, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কার্যকর একটি পদ্ধতি। অনেক দেশেই এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এখানে আমাদের এ-ও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের মতো একটি দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতায় পিআর পদ্ধতি যথাযথভাবে কাজ করবে কি না, সে বিষয়ে গভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন। তা না হলে হুট করে আবেগের বশবর্তী হয়ে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি নামের একটি নতুন ব্যবস্থার প্রচলন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে আসতে পারে।

বাংলাদেশের বর্তমান দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেমন দুর্বল নির্বাচন কমিশন এবং বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য একদমই সহায়ক নয়। যেখানে বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ধরে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে হঠাৎ এত স্বল্প সময়ের মধ্যে পিআরের মতো একটি নতুন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক কাঠামো বাংলাদেশের সামনে নেই।

এ জন্য প্রয়োজন সমন্বিত রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক সংস্কার। আমরা যদি গত এক বছরের অধিক সময়ের রাষ্ট্র পরিচালনার দিকে তাকাই, তাহলে সংস্কার নিয়ে আমাদের খুব বেশি আশাবাদী হওয়ার মতো কোনো ইঙ্গিত মেলে না। আবার রাজনৈতিকভাবে ঐকমত্য না এলে এ ধরনের একটি ব্যবস্থা আমাদের জন্য ইতিবাচক ফল নিয়ে আসবে না। পাশাপাশি এ বিষয়ে দক্ষ জনবল প্রয়োজন, যা স্বল্প সময়ে তৈরি করা করাও অসম্ভব।

আমাদের আরও মনে রাখতে হবে, প্রথাগতভাবে বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে ভোট দিয়ে অভ্যস্ত, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা তাঁদের পছন্দমতো প্রার্থীদের সরাসরি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন বা করতে পছন্দ করেন। সেখানে পিআর পদ্ধতিতে একজন ভোটারের সেই স্বাধীনতা থাকে না।

এখানে ব্যক্তির পরিবর্তে দলকে ভোট দিতে হয়, যেখানে দল পরবর্তী সময়ে প্রার্থী নির্বাচন করার প্রক্রিয়ায় থাকে। যদিও কোনো কোনো দেশে একটি মিশ্র পদ্ধতির প্রচলন করে আসছে, যেখানে ব্যক্তি ও দল-উভয়কেই ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রার্থীর সঙ্গে জনগণের যে প্রথাগত যোগাযোগ থাকে, সেটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। এর মধ্য দিয়ে জনগণ রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আরও দূরে সরে যেতে পারে।

আমরা যদি সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। প্রস্তুতিহীন অবস্থায় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার প্রচলন সে প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ভোটারদের *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

চীনের উত্থান প্রক্রিয়া থেকে বাংলাদেশ যা শিখতে পারে

ড. মো. আইনুল ইসলাম

বিশ্ব এখন এক অভাবনীয় পরিবর্তনের মুখোমুখি। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত পুরোনো বিশ্বব্যবস্থা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক মানচিত্র নতুনভাবে রঙিন হচ্ছে। অথচ বিপুল জনমিতিক সম্ভাবনা নিয়েও আমরা বাংলাদেশের মানুষ অস্ট্রিচের মতো বালুতে মুখ লুকিয়ে সংস্কার, নোট অব ডিসেন্ট, নীলা মার্কেট, টিকটক ইত্যাদি নিয়ে চারদিক গরম করে চলেছি।

মানবেতিহাসের এই প্রথম একই সঙ্গে সবচেয়ে দ্রুতগতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে করায়ত্ত করাকে মূল দর্শন করে চীন নিজেকে প্রস্তুত করছে একুশ শতকের বিশ্বনেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য। এ জন্যই যে পাশ্চাত্য এতদিন চীনের সাফল্যকে শুধু বাজার অর্থনীতির ফসল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে, তারা নিজেরা এখন চীনের উত্থান ঠেকানোর পথ খুঁজছে। বুঝতে পারছে, চীনের মডেল একটি সুপরিকল্পিত, গভীরভাবে প্রোথিত আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিফল, যা মানুষের জীবনকে ইতোমধ্যে প্রভাবিত করেছে এবং এখন বিশ্বব্যবস্থার দিকনির্দেশক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর বাংলাদেশের ভবিষ্যতের নায়কদের সফল হতে হলে অবশ্যই চীনের এ উত্থান প্রক্রিয়ায় দৃষ্টি দিতে হবে।

চীনের উত্থান ও উন্নয়নের মডেল তিনটি শক্তিশালী স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে, যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উদ্ভাবন ও সামাজিক সংহতি। এই তিন স্তম্ভের মধ্যে যে সমন্বয় তৈরি হয়েছে, তা বিশাল এক সমাজকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

১. রাজনৈতিক স্তম্ভ: স্থিতিশীলতা ও মেধাভিত্তিক নেতৃত্ব

এখানে নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া কঠোর এবং মেধাভিত্তিক। উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়; বাস্তব প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের ভিত্তিতেই নির্বাচিত করা হয়। নেতাদের আগে বড় প্রদেশ বা অঞ্চল পরিচালনার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার চ্যালেঞ্জ বোঝা এবং তা মোকাবিলার দক্ষতা অর্জন করতে হয়। প্রাচীন চীনের মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস পদ্ধতির বিবর্তনের প্রতিফল এই আধুনিক মডেল। এতে নির্বাচনের সঙ্গে মনোনয়ন ব্যবস্থার সমন্বয় রয়েছে, যা জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক সমর্থন ও চাপের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই লক্ষ্য অর্জনে চীন সর্বাগ্রে তার সরকারি নীতিতে দুর্নীতিকে ঘৃণ্যতম কাজ হিসেবে চিত্রিত করে কঠোর নীতি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বে ২০১২ সাল থেকে চলমান 'টাইগার অ্যান্ড ফ্লাইজ' কার্যক্রমে আরও বেগবান হয়েছে।

সরকারি আইন ও প্রচারণায় ঘৃণ্যতম এই দুর্নীতি উচ্ছেদে শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর, যাবজ্জীবন কারদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড; ২০২৪-এর 'ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্টস' সামান্য ঘুষের জন্য শাস্তি আরও বাড়িয়েছে। ২০২৫ সালে আকস্মিকভাবে শুরু করা দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে কয়েক হাজার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মীকে অপসারণ, জেল-জরিমানা করা ছাড়াও ৫৭ লাখ পার্টি সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যা দেশটির দুর্নীতির বিরুদ্ধে অটল অবস্থান প্রদর্শন করে।

২. অর্থনৈতিক স্তম্ভ: রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা ও বাজার গতিশীলতা

চীনের অর্থনীতি একটি অনন্য সংকর ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে, যা 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি' নামে পরিচিত। এখানে রাষ্ট্র অর্থনীতির কৌশলগত খাত যেমন ব্যাংকিং, জ্বালানি, পরিবহন ও টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে বেসরকারি খাতকে উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতার পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রে বিশাল বিশাল অবকাঠামো যেমন রেল, সড়ক, বন্দর ও ডিজিটাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে, যা বেসরকারি কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমকে আরও প্রসারিত করেছে। বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং প্রতিযোগিতার সংস্কৃতি চীনা কোম্পানিগুলোকে বিশ্বমানের প্রতিযোগী করেছে। চীনের অর্থনৈতিক মডেল বাজার ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি অভিন্ন সমন্বয় তৈরি করে, যেখানে রাষ্ট্র সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে। তবে বাজারশক্তিও প্রয়োজনমতো এই সম্পদকে নমনীয়ভাবে ব্যবহার এবং বণ্টন করার সুযোগ রাখে। এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় নির্দেশনায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও উৎপাদন খাত নিয়ন্ত্রণ করে 'মেড ইন চায়না ২০২৫' প্রকল্পের মতো নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা উন্নত প্রযুক্তির বিকাশে সরকারি বিনিয়োগ ও নীতি সমর্থন প্রদান করে। অন্যদিকে বাজার গতিশীলতা বেসরকারি উদ্যোগগুলোকে প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনের সুযোগ করে দেয়। যেমন আলিবাবা ও টেনসেন্টের মতো কোম্পানি ই-কমার্স এবং ডিজিটাল *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

ডায়াবিটিসের ওষুধ হতে পারে কাঁচা পেঁয়াজ, বলছেন গবেষকেরা

পরিচয় ডেস্ক : ডায়াবিটিসের রোগীদের জন্য খুবই ভাল পেঁয়াজ। এমনটাই দাবি করেছেন আমেরিকার এন্ডোক্রিন সোসাইটির গবেষকেরা।

ডায়াবিটিসের জন্য কেন ভাল পেঁয়াজ? -পেঁয়াজে কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) থাকে, ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা আচমকা বেড়ে যায় না। তা ছাড়া পেঁয়াজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট এবং সালফার যৌগ (যেমন অ্যালিল প্রোপাইল ডিসালফাইড) থাকে, যা ডায়াবিটিসের রোগীদের জন্য উপকারী।

টাইপ ২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার সঠিক কারণ স্পষ্ট ভাবে সব সময়ে জানা যায় না। তবে পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে এর যোগাযোগ বেশ নিবিড়। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তির পরিবারের কারও যদি ডায়াবিটিস থাকে, তবে তাঁর ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। গবেষকেরা জানাচ্ছেন, কোনও ব্যক্তি ভেবে থাকেন যে, খাবারে চিনি কম খেলে বা একেবারেই না খেলে কোনও দিন ডায়াবিটিস হবে না, সে ধারণা একেবারেই ভুল। কারণ, খাবারে চিনি না খেলেও জাঙ্ক ফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার, নরম পানীয়ের মাধ্যমে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। কারও ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত রক্তে শর্করার মাত্রা খুব লক্ষণীয় ভাবে হয়তো বাড়ে না। কিন্তু হঠাৎ অনেকটা বেড়ে যেতেই পারে। আর যাঁদের বাড়িতে কারও ডায়াবিটিস নেই, তাঁদেরও জীবনধারায় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। সে ক্ষেত্রে যদি ডায়েটে নজর দেওয়া যায়, তা হলে ডায়াবিটিসের ঝুঁকি অনেকটাই কমে। গবেষকেরা জানাচ্ছেন, টাইপ-২ ডায়াবিটিসে মেটফরমিন ওষুধের ডোজ দেওয়া হয়। তবে কেউ যদি মিষ্টির পরিমাণ কম ও রোজের ডায়েটে পেঁয়াজ রাখেন, তা হলে ওষুধ কম খেতে হবে। পেঁয়াজের সালফার যৌগ ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পরে।

পেঁয়াজ কী ভাবে খেলে উপকার হবে? - স্যালাডে বা স্যান্ডউইচে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া যেতে পারে। ডাল, সব্জি বা মাছ-মাংসে, তরকারিতে পেঁয়াজ দিয়ে খেতে পারেন। তবে পেঁয়াজ বেশি তেলে ভাজা যাবে না।স্যুপে বা স্ট্যুতে পেঁয়াজ খেলে উপকার পাবেন। পেঁয়াজের রসও উপকারী। তবে সকলের শরীর সমান নয়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত।

আদার উপকারিতা অনেক

পরিচয় ডেস্ক : আদা শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ায় না, এটি আমাদের শরীরের জন্যও একটি কার্যকর ভেষজ উপাদান। নানা গবেষণায় দেখা গেছে, আদায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা রোগপ্রতিরোধ থেকে শুরু করে ব্যথা কমানো পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে উপকারী। আসুন জেনে নিই আদার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা:

জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে

তাজা আদায় থাকা কিছু রাসায়নিক উপাদান শরীরকে জীবাণুর হাত থেকে সুরক্ষা দেয়। এগুলো বিশেষভাবে ই.কোলি ও শিগেলা জাতীয় ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধে সাহায্য করে। এ ছাড়া কিছু ভাইরাস যেমন আরএসভি থেকেও রক্ষা পেতে সহায়ক হতে পারে।

মুখের স্বাস্থ্যে ভালো

আদার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্ষমতা দাঁত ও মাড়ির জন্যও উপকারী। আদার ভেতরে থাকা 'জিঞ্জেরলস' নামের উপাদান মুখের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ঠেকায়। এসব ব্যাকটেরিয়াই দাঁতের মাড়িতে গুরুতর সংক্রমণ (পেরিওডোন্টাল ডিজিজ) ঘটায়।

বমি বমি ভাব কমায়

একটা পুরোনো প্রবাদ আছে, যেটা সত্যি। তা হলো, আদা বমি বমি ভাব কমাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় এটি কার্যকর হতে পারে। অন্ত্রে জমে থাকা গ্যাস ভেঙে দিতে এবং দূর করতে আদা সহায়তা করে। সমুদ্র ভ্রমণের সময় বা কেমোথেরাপি নেওয়ার পর যে বমি বমি ভাব হয়, তাতেও আদা উপকারী হতে পারে।

পেশির ব্যথা প্রশমিত করে

আদা খেলে সঙ্গে সঙ্গে পেশির ব্যথা সারে না, তবে নিয়মিত সেবনে ব্যথা ও অস্বস্তি ধীরে ধীরে কমতে পারে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যায়ামের কারণে হওয়া পেশির ব্যথা আদা খাওয়ার পরের দিন তুলনামূলক কম অনুভূত হয়।

আর্থ্রাইটিসের উপসর্গ হ্রাস করে

আদার প্রদাহনাশক গুণ রয়েছে, যা ফোলাভাব কমায়। এ জন্য রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস রোগীদের জন্য আদা উপকারী হতে পারে। মুখে খাওয়া ছাড়াও আদা দিয়ে তৈরি পট্টি বা কম্প্রেস ব্যবহারেও আরাম মেলে।

ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে

কিছু গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, আদার সক্রিয় উপাদান কিছু ধরনের ক্যানসারের বৃদ্ধি ধীর করতে পারে। যেমন- কোলন, পাকস্থলী, ডিম্বাশয়, লিভার, ত্বক, স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসার। তবে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণা চলছে।

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখে

একটি ছোট গবেষণায় দেখা গেছে, আদা শরীরকে ইনসুলিন ব্যবহারে সাহায্য করতে পারে। এতে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। তবে বিষয়টি নিশ্চিত করতে আরও বড় গবেষণা দরকার।

পরিচয় ডেস্ক : আদার বহু উপকারিতা রয়েছে, যেমন এটি সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথায় আরাম দেয়, হজমশক্তি বাড়ায়, বমি বমি ভাব দূর করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, প্রদাহ কমায়, এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এছাড়াও এটি গ্যাস ও বদহজম নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ঋতুস্রাবের ব্যথা কমায়

মেয়েদের মাসিকের সময় পেটব্যথা বা ক্র্যাম্প কমাতে আদার গুঁড়া কার্যকর। গবেষণায় দেখা গেছে, মাসিক চলাকালে টানা তিন দিন প্রতিদিন আদার গুঁড়া খেলে ব্যথা অনেকটাই কমে যায়।

কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে

নিয়মিত আদা খাওয়া ক্ষতিকর এলডিএল বা 'খারাপ' কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে পারে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন ৫ গ্রাম আদা খেলে তিন মাস পর এলডিএল কোলেস্টেরল গড়ে ৩০ পয়েন্ট পর্যন্ত কমে।

পরিচয় ডেস্ক : রসুন শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, শরীরের জন্যও নিয়ে আসে নানা ধরনের স্বাস্থ্য উপকারিতাও। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রসুনকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। আধুনিক গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করাসহ নানা উপকারী ভূমিকা রাখতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক রসুনের ১১টি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত স্বাস্থ্যগুণ:

ক্তিশালী চিকিৎসা গুণসম্পন্ন উপাদান রয়েছে

রসুন কেটে বা পিষে দিলে এতে অ্যালিসিন নামের একটি যৌগ তৈরি হয়। এই যৌগসহ আরও কিছু সালফার যৌগ শরীরে প্রবেশ করে নানা কার্যকর ভূমিকা রাখে। এগুলোই রসুনকে ওষুধি গুণ প্রদান করে।

অল্প ক্যালরিতে ভরপুর পুষ্টি

প্রতি ৩ গ্রাম ওজনের একটি রসুন কোয়ায় থাকে মাত্র ৪.৫ ক্যালরি। তবে এটি ভিটামিন বি৬, ভিটামিন সি, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম ও ফাইবারের ভালো উৎস। তাই সামান্য রসুনেই মেলে প্রচুর পুষ্টি।

সর্দি-কাশি প্রতিরোধে সহায়ক

গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত রসুন খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এতে থাকা উপাদানগুলো ভাইরাসকে শরীরে প্রবেশ বা ছড়িয়ে পড়তে বাধা দিতে পারে। ফলে সর্দি-কাশি বা ফ্লু থেকে বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ে।

রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে

হৃদরোগ ও স্ট্রোকের অন্যতম কারণ উচ্চ রক্তচাপ। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রসুনের সাপ্লিমেন্ট উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ও রক্তনালীকে শিথিল করতে পারে। এর প্রভাব অনেকটা ওষুধের মতো হলেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তুলনামূলক কম।

কোলেস্টেরল কমায়

রসুন খেলে ক্ষতিকর এলডিএল (খউখ) কোলেস্টেরল কমতে পারে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে এটি ট্রাইগ্লিসারাইড বা এইচডিএল (ঐউখ) কোলেস্টেরলে তেমন প্রভাব ফেলে না।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর

রসুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরকে বার্ধক্যজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এতে স্মৃতিভ্রংশ বা অ্যালঝাইমার রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

আয়ু বাড়াতে সাহায্য করতে পারে

সরাসরি প্রমাণ না থাকলেও রসুন রক্তচাপ, কোলেস্টেরল ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ফলে এটি দীর্ঘায়ুর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে গবেষকরা মনে করেন।

শারীরিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক

প্রাচীনকালে শ্রমিকদের কর্মশক্তি বাড়াতে রসুন খাওয়ানো হতো। আধুনিক গবেষণায়ও দেখা গেছে, রসুন ক্লান্তি কমাতে ও শরীরকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করতে পারে।

শরীর থেকে বিষাক্ত ধাতু বের করতে সহায়তা করে

অতিরিক্ত সিসা বা অন্যান্য ভারী ধাতু শরীরে জমলে নানা ক্ষতি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত রসুন খেলে এসব বিষাক্ত ধাতুর মাত্রা কমে এবং এর কারণে হওয়া মাথাব্যথা বা রক্তচাপ সমস্যাও হ্রাস পায়।

হাড়ের স্বাস্থ্যে ভালো

বিশেষ করে নারীদের জন্য রসুন হাড় ক্ষয় (অস্টিওপোরোসিস) প্রতিরোধে সহায়ক।

নিয়মিত আঙুর খেলে ক্যানসার প্রতিরোধসহ আরও যেসব উপকার

পরিচয় ডেস্ক : সুস্থ থাকার জন্য স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি ফলমূলের গুরুত্ব অপরিসীম।
বিশেষ করে আঙুর স্বাদে যেমন মজার, তেমনই স্বাস্থ্য রক্ষায় উপকারী।
চিকিৎসা ও গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত আঙুর খাওয়া শরীর, ত্বক এবং মন সবকিছুর জন্যই উপকার বয়ে আনে। গবেষণায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন এক মুঠো আঙুর বা এক গ্লাস আঙুরের রস খেলে শরীরের জন্য নানা ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আঙুরের পলিফেনল ও রেসভেরাট্রল উপাদান ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।
আঙুর খাওয়ার প্রধান উপকারিতাগুলো হলো:
ডিটক্স: শরীরকে টক্সিনমুক্ত রাখে।
ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক: এতে থাকা পলিফেনল ও রেসভেরাট্রল নামক উপাদান ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য: ১৫০ গ্রাম আঙুরে মাত্র ১০০ ক্যালরি।
হার্টের যত্ন: খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে হার্ট সুস্থ রাখে।
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: প্রচুর পটাশিয়াম থাকায় রক্তচাপ কমায়।
পাচনতন্ত্রের বন্ধু: হজমশক্তি বাড়ায়, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়।
ডায়াবেটিস ঝুঁকি হ্রাস: টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।
চোখের যত্ন: ক্যাটারাক্ট ও অন্যান্য চোখের সমস্যায় সাহায্য করে।
ত্বক ও চুল: ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে, ব্রণ ও প্রদাহ কমায়, চুল মজবুত রাখে।
মন ভালো রাখে: অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমায়।
ডায়েটের জন্য পারফেক্ট: ১৫০ গ্রাম আঙুরে মাত্র ১০০ ক্যালরি, তাই যারা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তাদের জন্য দারুণ।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন এক গ্লাস আঙুরের রস বা এক মুঠো আঙুর খাওয়াই যথেষ্ট।
এটি সহজলভ্য, প্রাকৃতিক এবং স্বাদে ভরপুর। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আঙুর রাখা স্বাস্থ্যকর।

গরুর দুধের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : একটি প্রচলিত ধারণা হল, গরুর দুধ সুষম আহার। শিশুদের জন্য তো বটেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও।
১. গ্রহণ ক্ষমতা বেশি : দুধ ক্যালসিয়ামের অন্যতম সেরা উৎস। তার পাশাপাশি দুধে ফসফরাসও থাকে। এই ফসফরাসের কারণে শরীর দুধে থাকা ক্যালশিয়াম খুব সহজে এবং সম্পূর্ণ ভাবে শোষণ করতে পারে।
অন্য খাবারে যা নেই: অনেক শাক-সব্জিতে ক্যালশিয়াম থাকলেও, সেখানে অক্সালেট বা ফাইটেট জাতীয় পদার্থ থাকে যা ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দেয়। দুধে এই ধরনের উপাদান থাকে না। তাই এর বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বেশি। অর্থাৎ এর পুষ্টিরস গ্রহণ করা অনেক সহজ। দুধের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের নিখুঁত ভারসাম্যই একে হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে।
২. কেসিন ফসফোপেপটাইডস :দুধ থেকে জরুরি খনিজ শোষণ করতে শরীরকে সাহায্য করে।
অন্য খাবারে যা নেই: দুধের প্রোটিনের ভেঙে কেসিন ফসফোপেপটাইডস তৈরি হয়। যা ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিঙ্কের মতো খনিজগুলির শোষণে সাহায্য করে। অধিকাংশ খাবারে এই পুষ্টিগুণ থাকলেও শরীর তা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না।
৩. ল্যাক্টোফেরিন : ল্যাক্টোফেরিন হলো দুধে থাকা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রোটিন, যা মাংস বা ডিমে সামান্য পরিমাণে থাকলেও অন্যান্য খাবারে প্রায় নেই বললেই চলে।
অন্য খাবারে যা নেই: এই ল্যাক্টোফেরিনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, খাবার থেকে আয়রন সংগ্রহ করতে সাহায্য করে।

পটাশিয়াম যুক্ত খাবার বেশি খেলে ভাল থাকবে হার্ট? দূরে থাকবে নানা রকম হৃদরোগের ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক : বহু বছর ধরেই হার্টের রোগীদের বেশি করে কলা, আলু, সবুজ শাক-সজ্জি খেতে বলে আসছেন চিকিৎসকেরা। এ বার সেই উপদেশে বৈজ্ঞানিক সমর্থনও মিলল।
খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ এনে যে হার্ট ভাল রাখা যায়, সে তত্ত্ব এত দিনে প্রতিষ্ঠিত। তবে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখার ক্ষেত্রে একটিই উপাদানে যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করছে। সেই উপাদান হল পটাশিয়াম।
ইউরোপীয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি কংগ্রেসে এ বিষয়ক একটি গবেষণার কথা বলা হয়েছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ। সেখানে বলা হয়েছে, যাঁদের শরীরের পটাশিয়ামের মাত্রা ভাল থাকে, তাঁদের হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেল করার ঝুঁকি অনেক কম।
বহু বছর ধরেই হার্টের রোগীদের বেশি করে কলা, আলু, সবুজ শাক-সজ্জি খেতে বলে আসছেন চিকিৎসকেরা। এ বার সেই উপদেশে বৈজ্ঞানিক সমর্থনও মিলল। আমেরিকার এক হার্টের রোগের চিকিৎসক জেরেমি লন্ডন এ প্রসঙ্গে বলছেন, ‘‘পটাশিয়ামের মাত্রা ভাল থাকলে হার্টের স্পন্দন ভাল থাকে। আর সব থেকে বড় কথা হল এই খনিজ বেশি পাওয়ার জন্য অজানা-অচেনা খাবার খেতে হবে না। দৈনন্দিন অতিচেনা খাবারেই পটাশিয়াম রয়েছে ভরপুর।’’
দৈনিক কতটা পটাশিয়াম শরীরে যাওয়া জরুরি
একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন ৩,৫০০ থেকে ৪,৭০০ মিলিগ্রাম পটাশিয়ামের প্রয়োজন। তবে, এটি বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক অবস্থা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। বিশেষ করে কারও যদি কিডনির সমস্যা থাকে, তবে তাঁর পটাশিয়ামযুক্ত খাবার বেশি না খাওয়াই ভাল। এ ছাড়াও খাবারে বদল আনার আগে নিজের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
কোন কোন খাবারে পটাশিয়াম বেশি আছে?

খাসির মাংসের কোরমা

পরিচয় ডেস্ক : ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভাত বা পোলাওয়ের সাথে একদম জমে যাবে সুস্বাদু খাসির মাংসের কোরমা। প্রতিদিনের রান্নার স্বাদ একটু পাল্টে নিতে চাইলেও অতিরিক্ত ঝাল বা মশলার পরিবর্তে সাদা ভুনা বা কোরমা তৈরি করতে পারেন।

উপকরণ: খাসির মাংস ২০ টুকরা, আদা পেস্ট ৩ চা চামচ, রসুন পেস্ট ২ চা চামচ, পেঁয়াজ পেস্ট ২ চা চামচ, সাদা ও কালো গোলমরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, জিরা ও ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ, লবঙ্গ ৪টি, চিনি ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, সরিষার তেল ১ কাপ, পেঁয়াজ (কিউব করে কাটা) ৬টি, দারুচিনি (ছোট টুকরা) ৪টি, সবুজ এলাচ ৩টি, কাঁচামরিচ ৪টি, তেজপাতা ৪টি, লেবুর রস ১ চা চামচ, তরল দুধ - ২ কাপ (মাংস সেদ্ধ করার জন্য বেরেস্তা ১ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ

প্রণালী: প্রথমে পরিষ্কার করা খাসির মাংস কিউব করে কাটা পেঁয়াজ, আস্ত দারুচিনি ও এলাচ, কাঁচামরিচ, লেবুর রস, গোলমরিচ গুঁড়া, ঘি ও বেরেস্তা বাদে বাকি সব উপকরণ দিয়ে মেখে ১ ঘণ্টা মেরিনেশনে রাখুন।

একটি সসপ্যান চুলায় গরম করে তাতে সরিষার তেল দিন। তেল গরম হলে কিউব করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিন এবং হালকা বাদামি রঙ ধরার অপেক্ষা করুন।

এরপর এতে দারুচিনি ও এলাচ দিয়ে নেড়ে দিন এবং সুন্দর গন্ধ বের হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। মেরিনেট করা মাংস (সব উপকরণ দিয়ে ১ ঘণ্টা মেরিনেট করা) সসপ্যানে ঢেলে দিন এবং ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করুন।

এবার কাঁচামরিচ দিয়ে দিন এবং মাংসের নিজস্ব পানিতেই সেদ্ধ হতে দিন।কিছুটা সেদ্ধ হলে ফুটন্ত গরম দুধ যোগ করুন। হালকা আঁচে সসপ্যান ঢেকে দিয়ে অপেক্ষা করুন মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত।

মাংস ভালোভাবে সেদ্ধ হলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে এতে লেবুর রস, গোলমরিচ গুঁড়া, ঘি ও বেরেস্তা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

ভাত, পোলাও, রুটি, লুচি বা ভেজিটেবল রাইসের সাথে গরম গরম পরিবেশন করুন এই সুস্বাদু খাসির কোরমা। সহজ রেসিপিতে মজার খাবার তৈরি করুন আর উপভোগ করুন পরিবারের সঙ্গে!

কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ি

পরিচয় ডেস্ক : বাড়িতে কচুর মুখি থাকলে চিংড়ি দিয়েই রান্না করা যাবে সুস্বাদু পদ কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ি।

উপকরণ: কচুর মুখি ৫০০ গ্রাম, মাঝারি চিংড়ি ১০-১২টা, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনিয়াগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টা, বিলাতি ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি : কচুর মুখি খোসা ফেলে দুই ভাগ করে কেটে নিন। পরে লবণ-হলুদ মাখিয়ে ধুয়ে রাখুন। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভাজুন, চিংড়ি দুই মিনিট ভেজে উঠিয়ে রাখুন। পরে আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনিয়াগুঁড়া এবং লবণ সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর কচুর মুখি দিয়ে আবার কষিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে রান্না করুন। হয়ে এলে জিরাগুঁড়া, কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতাকুচি দিয়ে নেড়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল কচুর মুখি দিয়ে চিংড়ি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

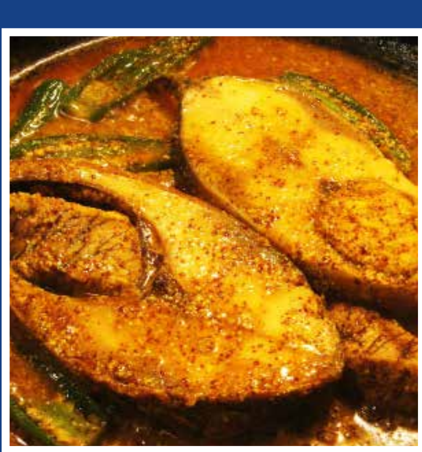

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক : বাংলা খাবারের ঐতিহ্যে ইলিশের নাম আসলেই যেন জিভে জল চলে আসে। ইলিশ শুধু একটি মাছ নয়, এটি বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি ও গর্বের প্রতীক। আর এই রুপালী মাছ যখন পোলাওয়ের সুগন্ধি চাল, ঘি ও মসলার সাথে মিশে যায়, তখন তৈরি হয় এক অসাধারণ রাজকীয় খাবার 'ইলিশ পোলাও।' এই পদটি বাঙালি রান্নার এক অনন্য সৃষ্টি, যা বিশেষ করে উৎসব, অতিথি আপ্যায়ন কিংবা বিশেষ দিনগুলোতে পরিবেশন করা হয়। ইলিশ পোলাও শুধুমাত্র স্বাদেই নয়, গন্ধ ও রঙের দিক থেকেও মনকে আকর্ষণ করে। ইলিশের ঝাঁঝালো স্বাদ আর পোলাওয়ের মিষ্টি ঘ্রাণ একত্রে তৈরি করে অপূর্ব সমন্বয়।

উপকরণ: পোলাও চাল ৪ কাপ, ইলিশ মাছ ১০ টুকরা, নারকেল দুধ ১ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, পেঁয়াজ বাটা সিকি কাপ, মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, তেল আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ১২টি, লবণ স্বাদমতো, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা: ১ চা-চামচ ও পানি ১২ কাপ

প্রণালী: শুরুতে একটি পাত্রে ১২ কাপ পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিন। এতে সামান্য পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচবাটা, লবণ দিয়ে অল্প আঁচে এবার ইলিশ মাছের মাথা ও লেজ সেদ্ধ করে নিন। এক ঘণ্টা পর পানিটুকু ছেঁকে নিন।

এ পর্যায়ে মাছের কাঁটা থেকে যতটা সম্ভব মাছ বেছে নিন। ৮ কাপ ইলিশ স্টক তৈরি। বাকি মাছের টুকরা ধুয়ে পানি ঝরিয়ে ফেলুন। পোলাও চাল ধুয়ে পানি ঝরতে দিন।

একটি আলাদা পাত্র চুলায় বসান। এতে তেল গরম করে নিন। বাটা ও গুঁড়ামসলা, লবণ ও সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর মাছগুলো বিছিয়ে দিন। আধা কাপ নারকেল দুধ, কিছুটা বেরেস্তা ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে মাছগুলো রান্না করুন।

এরপর ৬ থেকে ৭টি কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝারি আঁচে ১০ মিনিট রান্না করুন। মাছ হয়ে গেলে কিছুটা ঝোলসহ মাছ তুলে রাখুন।

সব শেষে পাত্রে চাল দিয়ে একটু ভেজে নিন। ইলিশের স্টক দিয়ে দিন। চাল ৭০ ভাগ হয়ে এলে বাকি নারকেল দুধ দিন এবং রান্না করে রাখা মাছগুলো পোলাওয়ের ওপর বিছিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যায়ে দমে রাখুন ৫ থেকে ১০ মিনিট। নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

গার্লিক বিফ

পরিচয় ডেস্ক : রেস্তোরাঁর স্বাদ এবার বাড়িতেই-গার্লিক বিফ হবে ঝালপ্রিয়দের প্রথম পছন্দ।

উপকরণ: ১ কেজি মাংস, পেঁয়াজ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, আদা-রসুন বাটা, রসুন কোয়া, ধনে-জিরা গুঁড়া, টেস্টিং সল্ট, টমেটো সস, টক দই, গরম মসলা, তেল, লবণ।

রান্নার পদ্ধতি: সব উপকরণ মিশিয়ে মাংস মেরিনেট করে রাখুন। তেলে পেঁয়াজ ভেজে মাংস কষান। সেদ্ধ হয়ে গেলে টমেটো সস, রসুন কোয়া ও কাঁচামরিচ দিয়ে কিছু সময় দমে রাখুন।

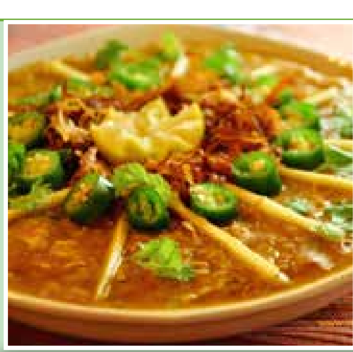
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

ট্রাম্পের এক লাখ ডলারের ট্যালেন্ট

১৪ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ৭১০ বিলিয়নের সমান)। এর সঙ্গে ভিসার সুবিধা ও প্রতিভা নিয়োগ কর্মসূচি যোগ হয়ে চীন এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র নিরুৎসাহিত করা পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করার সবচেয়ে বড় সুযোগ তার হাতেই চলে আসছে।

ট্রাম্পের নতুন নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এমন ভুল করছে, যা চীনকে আলাদা করে কিছু করতে হচ্ছে না। অর্থাৎ চীনকে প্রতিভাবান মানুষ যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য কোনো কঠিন পদক্ষেপ নিতে হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এক লাখ ডলারের মতো বিশাল ফি চাপিয়ে এশীয় মেধাবী পেশাজীবীদের দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে কী হচ্ছে? যেসব এশীয় বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী বা উদ্যোক্তা আগে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে বা ব্যবসা শুরু করতে চাইতেন, তাঁরা এখন নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। অন্যদিকে চীন বলছে, ‘আমরা তোমাদের স্বাগত জানাই, আসো এখানে সুযোগ নাও।’

এভাবে যুক্তরাষ্ট্র নিজের প্রতিযোগিতামূলক শক্তি হারাচ্ছে। আর যেসব মেধাবী মানুষকে কেন্দ্র করে এই নীতি করা হয়েছিল, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত চীন বা অন্য দেশে গিয়ে চীনের শক্তি আরও বাড়িয়ে তুলবেন। মানে দাঁড়াল-যুক্তরাষ্ট্র নিজের হাতে নিজের ক্ষতি করছে, আর চীন বিনা খরচে সেই লাভটা পেয়ে যাচ্ছে। ওয়াই টনি ইয়াং ওয়াশিংটন ডিসির জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

বাংলাদেশের জন্য পিআর পদ্ধতির

১৬ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে একধরনের আস্থার অভাব গড়ে উঠতে পারে।

বিগত সময়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করার যে অক্ষমতা আমরা বারবার দেখিয়েছি, সে অক্ষমতার কারণে নির্বাচন নিয়ে জনগণের মধ্যে এখনো আস্থার অভাব রয়েছে। আমাদের সবার আগে সে আস্থার জায়গা অর্জন করতে হবে। নির্বাচন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথাযথ সময় এখন নয়।

এর সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোটারদের মধ্যে পিআর-বিষয়ক সঠিক ধারণার অভাব। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য যেমন একটি দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক সংস্কার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন এ বিষয়ে জনসাধারণের বোঝাপড়ার ইতিবাচক পরিবর্তন। যার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন, যা এ মুহূর্তে বাংলাদেশের নেই।

সে কারণেই অনেক গবেষক মনে করেন, একটি দুর্বল সাংবিধানিক কাঠামোতে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি রাজনৈতিক দলগুলোকে যেমন বিভাজিত করবে, তেমনই দেশের জনগণকেও দ্বিধাবিভক্ত করে রাখবে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অন্তরায়। এখানে আমাদের প্রধান যুক্তি হতে হবে এই পদ্ধতি কি দেশের জন্য কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে আসবে?

বিশ্বজুড়ে দুর্বল সাংবিধানিক কাঠামোযুক্ত দেশগুলোয় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি ভালোভাবে কাজ করছে না। এর প্রচলন ধাপে ধাপে শুরু করতে হবে। এ জন্য একটি লম্বা সময়ের প্রয়োজন, যা বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে যুক্তিযুক্ত নয়।

গবেষণা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাভিত্তিক নীতির সঙ্গে আমাদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক কী হতে পরে, সে বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেওয়া কোনো পদ্ধতি আসলে সমাধান নয়। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভবিষ্যতে একটি মিশ্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি।

পাশাপাশি জনপরিসরে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলমান রাখতে হবে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, থিঙ্কট্যাংক, নাগরিক সমাজ, সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় আনা এবং তাদের মধ্যে সংলাপ চালিয়ে যেতে হবে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যতে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের আলোচনাকে একটি জনভিত্তি দেবে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, একটি অস্থায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ ধরনের মৌলিক পরিবর্তন জনমনে আরও বিভ্রান্তি তৈরি করবে, যা পরবর্তী সময়ে আমাদেরই বয়ে বেড়াতে হবে। তাই এ সিদ্ধান্ত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গবেষণাভিত্তিক তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে নিতে হবে, যা একটি নির্বাচিত সরকারের অধীন হওয়া অধিক জরুরি। সেটি হতে হবে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে, যে প্রক্রিয়া থেকে বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘ সময় ধরে বঞ্চিত। তাই কিছু রাজনৈতিক দলের তুষ্টি লাভের জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, যা একটি প্রশ্নবিদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে রয়ে যায়।সবুলবুল সিদ্দিকী অধ্যাপক, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

চীনের উত্থান প্রক্রিয়া থেকে

১৬ পৃষ্ঠার পর

সার্ভিসে বাজার চাহিদা অনুসারে বৃদ্ধি পায়, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে। এটি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে চীনের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার মূল উৎস।

৩. সামাজিক স্তম্ভ: রাষ্ট্র ও জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা

সরকার জনগণের কল্যাণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের প্রতিক্রিয়া দ্রুত ও কার্যকর। এই আস্থার সম্পর্ক দেশকে বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য সমন্বয় ও শক্তি প্রদান করেছে। নাগরিকরা শুধু আইন মেনে চলে না। তারা নীতি প্রণয়নের প্রতিটি স্তরে মত দেয়। এটি চীনের ‘প্রক্রিয়াগত পূর্ণাঙ্গ জনগণতন্ত্রের’ মূল ভিত্তি। রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে অলিখিত আস্থা-বিশ্বাসের চুক্তি অটুট রাখতে গত দুই দশকে অর্ধশত শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঘুষ ও অবৈধ অর্থ উপার্জনের কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের এই কঠোর নীতি চীনের সিপিসি সরকারের নাগরিক গ্রহণযোগ্যতা ও সমর্থনকে আরও শক্তিশালী করেছে, যা রাষ্ট্রের ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিত করছে।

পৃথিবীর জানা ইতিহাসে চীনের উত্থানের মডেল অতীতের কোনো মডেলের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এটি যেমন পশ্চিমা লিবারেল ডেমোক্রেসি নয়, তেমনি সোভিয়েত-শৈলীর কমিউনিজম নয়, আবার মাও সে তুং-এর প্রদর্শিত পথও নয়। বরং এটি চীনের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং বাস্তব চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি অতীতের পতন হওয়া শক্তির নির্যাসের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে তৈরি অনন্য এক উন্নয়ন দর্শন। যখন বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অসাম্য ও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার মতো জটিল সমস্যার মুখোমুখি, তখন চীনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, স্থিতিশীলতা ও সমবায় উদ্যোগ অন্যান্য দেশের জন্য অনুসরণীয় বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছে। একুশ শতকের নেতৃত্ব এশিয়ায় থাকবে এবং তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে চীন এটি এখন আর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, নিরেট বাস্তবতা। ড. মো. আইনুল ইসলাম: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বের প্রথম ‘ক্লোজড ফুয়েল সাইকেল’ পারমাণবিক ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা পুতিনের

১২ পৃষ্ঠার পর

মস্কোয় আয়োজিত গ্লোবাল অ্যাটমিক ফোরাম-এ বক্তব্য রাখার সময় পুতিন জোর দিয়ে বলেন, এই উন্নয়নের ফলে ব্যয়কৃত জ্বালানির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ (৯৫ শতাংশ) চুল্লিতে পুনরায় ব্যবহার সম্ভব হবে।

পুতিন এই প্রকল্পকে রাশিয়ার অন্যতম গর্বের বৈজ্ঞানিক অর্জন হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এই প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য জমা হওয়ার সমস্যা প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে সক্ষম হবে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ইউরেনিয়ামের সহজলভ্যতা নিয়ে যে উদ্বেগ রয়েছে, তারও একটি কার্যকর সমাধান নিশ্চিত হবে।

তিনি আরো জানান, ক্লোজড-লুপ সিস্টেমের জন্য উন্নত উপকরণ পরীক্ষা করার পরিকল্পনা এরইমধ্যে উলিয়াওনোভস্কের একটি নতুন আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রে নেয়া হয়েছে। তিনি এতে অংশগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

রোসাটম-এর প্রধান আলেক্সি লিখাচেভের সঞ্চালনায় ফোরামটিতে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো, আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান, ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ, মিয়ানমারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন আং হ্লাইং, ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এসলামি, উজবেকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী জামশিদ খোদজায়েভ এবং আইএইএ-এর মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসিসহ বহু উচ্চপদস্থ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট দ্রুত বর্ধনশীল ডেটা সেন্টার এবং বৈশ্বিক সবুজ শক্তির

SUVRO DEV
Living Legend Singer
RANO NAWAZ
SINGER
SHAHNOOR
Dhallywood Princess Actress
MAMUNUN,EMON
Dhallywood Film Superstar Actor
Guest Appearance
SHIRIN SHILA
Dhallywood Film Actress Deam Lady
DHALLYWOOD NIGHT 2025
DHALLYWOOD, NIGHT Presents By New York Bengali Society
GOLDEN AGE
HOME CARE
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
TITLE SPONSOR-
ABDUL KADER SISIR ALL COUNIRY, NYC
CHAIRMAN
Bangladesh Society
Trustee Board Chairman
President & CEO
Golden Age Home Care
MBA
SHAH NAWAZ
SINGER's
ANIK RAJ
BAKUL
TAJ
NASIR
IBRAHIM
HIRA
MONIR
DR KAMRUL
SAGIR KHAN
ungc Ambassador, United Nation New York
NAIM TUTUL
Bangladesh Society
Trustee Board Member
CHIEF GUEST
DR. ENAMUL HAQUE
President, greater Cumilla Somity Member Of Trustee Board, Bangladesh Society
EVENT PRESENTOR
Khairul Islam Khokan
CHIEF COORDINATOR
BAKUL CHIEF PATRON
COORDINATOR
ASHA
COORDINATOR
RASHA
TEAM-LEAD
REDWANA RAZZAQUE
MUKTA BAIN
Senior Delegate for Youth for Human Rights International at the United Nations. Miss International NJ-Bangladesh
GUEST OF HONOR
GIAS AHMED – president JBBA
SPECIAL GUEST
Shah Shahidul Haque - President World Hunan Rights development USA
NURUL AZIM,CEO empire care agency & eastern
NURUL AMIN BABU, - President Bangladesh Club NY
FAHAD SOLAIMAN - President, FAUMA Innovative INC
LICENSED HOME CARE AGENCY
KAZI ZAMAN , Law Of Michael Gasi ESQ,& Associates, PC
PERVES SAJJAD , — BUSINESSMEN
AHSAN HABIB - EX President Of Lion NY
MOHAMMED AMIN HOSSAIN KAMAL, Business Development Director
OCT 5'th
QUEENS PALACE HALL
37-11 57th St, Woodside, NY 11377
6:00 PM TO MIDNIGHT
SHERTAZ,
REKHA's JEWELS
ROYAL SARI GHAR
ZAREEB'S FASHION
DRESSED BY SUMI
ASHA'S FASHION COLLECTION
DILARA's FASHION HOUSE
সানাই
Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL
Shaatee
MASWALA
NAWBAB
ALL COUNTY HEALTH CARE
Pink Club Bengaliyana
Vibe Fashion Gala
Sponsored by shaatee
MEDIA PARTNER
আজকাল
CHANNEL i
ATN BANGLA NEWS
PRESIDENT
TORIQUL HOSSAIN BADOL
CHEIF ADVISOR
ENGR ABDUL KHALEK
SECRETARY & ADMIN
BANI

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

BANGLADESH ASSEMBLY OF USA INC.
United We Go Beyond
NEW YORK, USA
RIVER CRUISE
TICKET: $ 50.00
Starting Point: 1 World Fair Marina Flushing
DATE & TIME
Sep 28, 2025, Sunday
10:00 am to 4:00pm
আয়োজনে
BANGLADESH ASSEMBLY OF USA INC.
(United We Go Beyond)
র‍্যাফেল ড্র স্বর্ণের গহনা সহ আকর্ষণীয় পুরস্কার
সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনায়
FREE SNACK & LUNCH
Raihan
Alaska
Nipa Jaman
Kamruzzaman Bakul
Rokshana Mirza
Husneara
Ornob
সম্মানিত অতিথিঃ
ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, নাসির খান পল, ফাহাদ সোলাইমান, ডিউক খান , গিয়াস আহমেদ
নুরুল আজিম, ওসমান গনি, শামীম গফুল, এহসানুল হক বাবুল, মোঃ আকতার বাবুল,
ইলিয়াস হাবিব, সামসুদ্দিন আজাদ, রাজ্জাক মুন্না
MUSICIAN
RID
AKASH
RIPON
SAMU
আহবায়ক
মোঃ আশিকুজ্জামান (তপু)
347-475-6199
যুগ্ম আহবায়ক
মোঃ আতিকুর রহমান (রফিক)
347-475-4235
সমন্বয়কারী
মোঃ জয়নাল আবেদীন
347-285-4843
সদস্য সচিব
মোঃ হাবিবুর রহমান
914-303-1887
যুগ্ম সদস্য সচিব
মিয়া ফয়েজ আহম্মেদ
646-725-7934
সদস্যঃ
এ কে এম হক খোকন), মোঃ বেলায়েত হোসেন, মোঃ শাহদৎ হোসেন,মোঃ জাহিদুর রহমান,
মোঃ শরিফুল ইসলাম, আল আমিন হাওলাদার, মোঃ জিসান আহমেদ, মোঃ মোমিন হোসেন (মিন্টু)
সার্বিক ত্বত্তাবধানেঃ
ফারুক হোসেন মজুমদার,ফকরুল ইসলাম (মজনু),রবিউল আলম, ফারুক হোসেন পাটোয়ারী, শাহ্ মোয়াল্লেম হোসেন,
মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আতিকউল্লাহ, মোঃ কবির হোসেন, সোহানুর রহমান (সোহান)।
সহযোগীতায়ঃ
জলি আহম্মেদ, জাকিয়া সোলাইমান, নূরজাহান,নূরুল ইসলাম,আঃ মান্নান, রহ্মতউল্লাহ, কাশেম আলী, মোতালেব হোসেন,সৈয়দ আশরাফ, কামরুজ্জামান,
মোহম্মদ শোয়েব, রুবেল হোসেন, নাছির উদ্দিন. জাহিদ হোসেন, মনির হোসেন, আঃ খালেক, মুরাদ হোসেন, জিল্লুর রহমান, আনিসুর রহমান
উপস্থাপনায়ঃ
জলি আহমেদ
শান্তনু সাজ্জাদ
SPONSORS
Duke Khan
DK1 Development Corp.
Organizing Secretary, Bangladesh Society
917 783 5499
FAUMA INNOVATIVE
Empire Care Agency
NURUL AZIM
Immigrant Elder Home Care LLC.
GIASH AHMED,CEO
বাংলা
ঠিকানা
প্রথম আলো
পরিচয়
SOUND GEAR
TUSHAR PIC
শামীম হাসান
সভাপতি
বাংলাদেশ এসেম্বিলী অফ ইউ এস এ ইনক
347-484-2249
টিকিট সংগ্রহ ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
347-484-2249 / 646-651-2798 / 347-285-4843
Bangladesh Assembly of USA Office: 167-11 Hillside Ave Suite 2B, Jamaica, NY 11432
মুহাম্মদ ইসলাম কলিম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ এসেম্বিলী অফ ইউ এস এ ইনক
646-651-2798
Cultural Event Management by: Jolly Ahmed's USA Bangla Multi Service

রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঁপিয়ে দিচ্ছে

১৪ পৃষ্ঠার পর

গণমাধ্যমের বার্তা বিচ্ছুরণ ও গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যুক্ত হয়। মানুষ বার্তা ফিল্টার করে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মতাদর্শ, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করে। গণমাধ্যম প্রচার করলেই তা জনগণ যাচাই-বাছাই ছাড়া বিশ্বাস করেন না, হিসাব কষে গ্রহণ করে।

নব্বইয়ের দশকে ইন্টারনেট ওয়েভ ২.০ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্ফোরণ তথ্যপ্রবাহের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রথাগত মাধ্যমের খবরকেও প্রতিক্রিয়া-মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

একমুখী প্রচার দুর্বল হয়ে ওঠে। ‘ইন্টারঅ্যাকটিভ’ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ নিজেই খবর তৈরি করছে, ছড়াচ্ছে, আন্দোলন করছে-এমনকি সরকারের পতনও ঘটাচ্ছে।

১৯৬২ সালে ‘দ্য স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন অব দ্য পাবলিক স্ফিয়ার’ গ্রন্থে ‘জনপরিসর’ (পাবলিক স্ফিয়ার) ধারণাটি দেন জার্মান দার্শনিক ইউর্গেন হাবারমাস। তাঁর এ জনপরিসর হলো এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীনভাবে মিলিত হয়ে আলোচনা, বিতর্ক ও মতবিনিময় করতে পারেন।

বর্তমান যুগের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মূলত: সেই জনপরিসরের ইন্টারনেট সংস্করণ বা রূপ, যা দ্রুত জনমত গঠনে কার্যকর।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের রাজনৈতিক শক্তি বুঝতে কয়েকটি তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৬ সালে ইয়োখাই বেনকলার তাঁর ‘দ্য ওয়েলথ অব নেটওয়ার্ক’ গ্রন্থে বলেন, ইন্টারনেট গড়ে তুলেছে এক ‘নেটওয়ার্কড পাবলিক স্ফিয়ার’।

এই রাষ্ট্র বা প্রচলিত কেন্দ্রীভূত গণমাধ্যমের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দিয়ে এই জনপরিসর সাধারণ মানুষ সরাসরি তথ্য উৎপাদন, প্রচার ও সংলাপ চালানোর সুযোগ করে দেয়। এমন নেটওয়ার্কে আন্দোলনকারীদের সহজে যুক্ত হয়ে সংবাদ প্রকাশ ও সংগঠনের প্রথাগত খরচ কমায়।

তুর্কি-আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী জেইনেপ তুফেক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে কাজের জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাত। তাঁর ভাষ্য, নিউ মিডিয়া ক্ষমতার বয়ানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জেইনেপ তুফেক্তি তাঁর ‘টুইটার অ্যান্ড টিয়ার গ্যাস’ (২০১৭) গ্রন্থে বলেন, ডিজিটাল শক্তি আন্দোলন শুরু করলেও রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনে দরকার শক্ত কাঠামো ও নেতৃত্ব।

অফলাইনে সংগঠনের শক্তি না থাকলে দ্রুত ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ তুফেক্তি দেখিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সরকার কাঁপাতে পারে কিন্তু রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে পারে কি না, সেটা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ।

তবে যুগে যুগে গণমাধ্যমের ক্ষমতার রূপে রূপান্তর ঘটেছে কিন্তু প্রতিবারই রাজনীতিকে পাল্টে দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বসন্তে বিশ্ব

২০১১ সালে তিউনিসিয়ার এক ফল বিক্রেতার আত্মাহুতি মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। জন্ম নেয় আরব বসন্ত, যার ঢেউ মিসর, লিবিয়া, সিরিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র আরব দুনিয়ায়।

তাহরির স্কয়ারে লাখো মানুষের জমায়েত মূলত ফেসবুক, এক্স আর ইউটিউবের নেটওয়ার্ক দিয়েই সম্ভব হয়েছিল। ২০১৩ সালে হাওয়ার্ড ও হুসেইন-এর গবেষণা দেখিয়েছে আরব বসন্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনসমাবেশ আর আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

তবে আন্দোলনের শেষটা হতাশাজনক। মিসরে আবারও সামরিক শাসন ফিরে আসে, লিবিয়া-সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ জেঁকে বসে।

২০১৪ সালে হংকংয়ে সরকারের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ মরিচের গুঁড়া, কাঁদানে গ্যাসের শেল ও জলকামান নিক্ষেপ করে। আন্দোলনকারীরা বাঁচতে ব্যবহার করেন ছাতা ও ভেজা তোয়ালে। জনসমুদ্র হাজার হাজার ছাতার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। ছাতাই আন্দোলনটির মূল প্রতীক হয়। এ জন্য এটা ছাতা আন্দোলন নামেও খ্যাত। আর কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে টেলিগ্রাম, এয়ারড্রপ, ও এনক্রিপটেড চ্যানেল ব্যবহার করেন আন্দোলনকারীরা।

পুলিশের অবস্থান, দ্রুত স্থান পরিবর্তন ও দমননীতি এড়িয়ে যায় এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখানে পুলিশ অ্যাকশন প্রতিরোধ ও কৌশল নির্ধারণেও কার্যকর।

২০১৮ সালে ফ্রান্সে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেসবুক গ্রুপ থেকে জন্ম নেয় ‘গিলে জোন’ বা ‘ইয়েলো ভেস্ট’ আন্দোলন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

গবেষণা বলছে, এখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেবল সূচনা করেছে, কিন্তু আন্দোলন টেকসই হয়েছে অফলাইনে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। অনলাইন উত্তেজনা কেবল পথ দেখাতে পারে, কিন্তু আন্দোলনের আসল শক্তি গড়ে ওঠে রাজপথে।

অনলাইন থেকে জন্ম নেওয়া আন্দোলন টিকে থাকে অফলাইনের নেটওয়ার্কের ওপর ভর করে।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি

৫০ পৃষ্ঠার পর

প্রার্থীকে বিজয় ঘোষনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার । প্রকাশ থাকে যে একমাত্র সভাপতি পদে জাহিদ হোসেন মিন্টু এবং আওলাদ হোসেন বাবু দুজন নমিনেশন ফর্ম সংগ্রহ করলে ও পরে আওলাদ হোসেন তার প্রার্থিতা পত্যাহার করেন। প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের বৃহত্তম সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি গত কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম শৃঙ্খলা সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সমগ্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে এই সংগঠনের ২ টা সম্পুর্ণ পরিশোধ করা বাড়ি রয়েছে ব্রুকলীন এর এর মিনি বাংলাদেশ চার্চ মেকডোনাল্ড এলাতায়, য়ার আনুমানিক বর্তমান মূল্য ৪ মিলিয়ন ডলার এর কাছাকাছি। খড়হম ওংষধহফ ডধংযরহমঃড়হ গবসড়ৎরধষ চধৎশ ৪০০ কবরের জায়গা ক্রয় করেছিল তখনকার সময় পাঁচ লক্ষ ডলার মূল্যে পরিশোধ করে, যার বর্তমান মূল্য কয়েকগুন বেশি। বর্তমানে এ সমিতির কনো সদস্য সদস্যরা মারা গেলে তাদের লাশ দাফন অথবা দেশে প্রেরণ করার জন্য পরিবার কে ৬০০০.ছয় হাজার ডলার সমিতির তহবিল থেকে দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এ অংক আরো বাড়বে বলে আশা করা যায় । এ সবই সম্ভব হয়েছে সততা আন্তরিকত কমিটমেন্ট এবং কার্যকরী কমিটি উপদেষ্টা কমিটি টাষ্টি বোর্ড একে অপরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে। আর এই সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়ে একটি পরিবারের মতো করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তরুণ প্রজন্মের উদীয়মান নেতা জনাব জাহিদ মিন্টু। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত মাঈ উদ্দিন পিন্টুও শিক্ষিত মার্জিত একজন তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে ইতিমধ্যে সবার কাছে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। নোয়াখালী সোসাইটির আরেকটি মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলছে। ইনশাআল্লাহ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী অক্টোবর মাসে সেখানে লাশ দাপন করার কাজ শুরু হবে।. এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় তিন মিলিয়ন ডলারের মতন খরচ হয়ে গিয়েছে। ১২৬ একর জায়গার উপর নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ সেমেট্রী যেখানে লক্ষাধিক কবরের জায়গা হবে।

নিউইয়র্কে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে

৫০ পৃষ্ঠার পর

২৬ সেপ্টেম্বর সকালেই কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট (গুস্তাভো পেত্রো) নিউইয়র্কের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মার্কিন সেনাদের আদেশ না মানা ও সহিংসতা উসকে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের পোস্টে পেত্রোর বিরুদ্ধে অভিযোগের সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, গতকাল শুক্রবার তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে হাজারো ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীর সঙ্গে যোগ দেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের চতুর্থ দিন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বক্তব্য দেন। তিনি বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে বলেন, গাজায় ‘কাজ শেষ করতে’ (হামাসকে নির্মূল) ইসরায়েলকে সুযোগ দিতে হবে। এ সময় ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া পশ্চিমা দেশগুলোর সমালোচনা এবং ওই সিদ্ধান্তকে ‘লজ্জাজনক’ বলে আখ্যায়িত করেন তিনি।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তিতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

তারুণ্যের দিশেহারা ভবিষ্যৎ নতুন

৫০ পৃষ্ঠার পর

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন। কারণ তার বিশ্বাস, দেশে থাকলে এক মাসেও এই ২১ হাজার টাকা আয় করতে তাকে হিমশিম খেতে হতো।

তার এই বক্তব্যে সন্দেহ নেই, বাস্তবতার প্রতিফলন আছে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পথে বিদেশে যাত্রা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। অথচ ওই যুবকের কাছে মনে হয়েছে-এভাবেই যেন তার জীবনের সব হিসাব মিলে গেছে। বাস্তব কি সত্যিই তাই? নিশ্চয়ই না। বরং এমন ঝুঁকিপূর্ণ বিদেশ যাত্রা নিরুৎসাহিত করাই শ্রেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো-আমাদের যুবসমাজ করবে কী? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কাজ পাচ্ছে না। আর পেলেও সেটি তাদের যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম মানের, আয়ও সামান্য। তাই ফ্রান্সে ১২ ঘণ্টা খেটে ১৬৯ ইউরো কামানোই ওই যুবকের কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন মনে হচ্ছে। অথচ সেটি আসলে ওই দেশের ন্যূনতম মজুরি মাত্র।

এরপরেও সকলে বিদেশেই ছুটতে চায়। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের 'নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ'-এর তৃতীয় সিরিজের গবেষণা প্রতিবেদনে নানা শ্রেণি-পেশার ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সি তিন হাজার ৮১ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরির প্রয়োজনে বিদেশে যেতে চায় বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ। চিন্তা করা যায় একটি দেশের ৫৫ ভাগ তরুণ বিদেশে চলে যেতে চায়! ঐ গবেষণায়ই দেখা গেছে, দেশে বেকারত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৪২ শতাংশ তরুণ। ফলাফল কি? কর্মহীন ও উচ্চশিক্ষিত, স্বল্প বা আধাশিক্ষিত এই বিপুল তরুণ জনশক্তি কোথাও কাজে লাগতে না পারায় তাদেরই ৩২ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সে অপরাধের তুলনায় সাগর পারি দিয়ে বিদেশে গিয়ে কামাইয়ের চেষ্টা অবশ্য কমই উদ্বেগের।

এখানে আমি আরেকটি প্রশ্ন তুলতে চাই। আমাদের তারুণ্য যখন বিদেশে যায়, তারা কি শুধু উবার চালাবে, অথবা হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ করে বাংলাদেশের তুলনায় কিছু বেশি আয়ের গর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেবে? নিশ্চয়ই নয়! তাহলে তারা করবে কী? পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশের তরুণদের গন্তব্য কোথায় হবে? তাদের ভবিষ্যৎই বা কীভাবে নির্ধারিত হবে? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়, আর সেখান থেকেই চোখে পড়ল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৩ সালে পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদন। এতে দেখানো হচ্ছে, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই স্রেফ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা পড়াশোনা, কর্মসংস্থান কিংবা কোনও ধরনের প্রশিক্ষণেও নেই। ছেলেদের চেয়ে এই নিষ্ক্রিয়তার হার আবার দেড়গুণেরও বেশি মেয়েদের মধ্যে। সে হার ৬০ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

তারুণ্য নিয়ে আমাদের গর্ব আছে। সকল আন্দোলন সংগ্রামে তারুণ্যই সবচেয়ে বেশি শক্তি যুগিয়েছে। আর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের গর্বতো আমরা সারাক্ষণই করি। শিক্ষায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া নিয়েও গর্ব কম নয়। কিন্তু দেশের তরুণ শ্রেণি যে বেকারত্বের ভারে ন্যুব্জ, এবং ক্রমাগত অন্যায়-অপরাধে ঝুঁকে পড়ছে তার প্রমাণ হিসেবে উপরের পরিসংখ্যানগুলোই কি যথেষ্ট নয়? এসব দেখে আর গর্বের লেশমাত্র থাকে না!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে-কেন এই ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না? কেন তারা থেকে যাচ্ছে বেকার বা আংশিক বেকার? কেন নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কর্মহীন হয়ে বসে আছে? সে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চোখ ফেলতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই। একে ত্রুটি বলতে চাই না, তবে এটুকু বলতে চাই-আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু ঘাটতি আছে, যা এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার তৈরির জন্য দায়ী। সেই ঘাটতি কী? আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি-কর্মমুখী শিক্ষার অভাবই এ বেকারত্বের মূল কারণ।

অনেকেই বলতে পারেন- কর্মমুখি শিক্ষাতো হচ্ছেই। আমাদের কারিগরি শিক্ষা আছে, ভোকেশনাল ট্রেনিং রয়েছে। কিন্তু আমি বলবো- সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। উপরের পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। আমাদের এখন উচিত সাধারন শিক্ষাক্রমেই পরিবর্তন আনা। অর্থাৎ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েই, কিংবা পেরোনোর আগেই কোনো একটি কাজে যোগ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকেই তারা শিখবে কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো।

বর্তমান সরকারের কাছে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি। বলছি, বিষয়টি নিয়ে আর বসে থাকার সময় নেই। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম এখন সময়ের প্রয়োজন। আপনার শিক্ষার্থী যদি স্রেফ একটি ডিপ্লোমা কিংবা সনদ হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে, তারা সেই সনদ দেখিয়ে চাকরি পাবে না। এ যুগে কেউ পায় না। যে কোনো নিয়োগদাতা প্রথমেই জানতে চায়- এই চাকরি প্রার্থীটি কি পারে? কোন কাজটিতে তার দক্ষতা রয়েছে? কাজে যোগ দিয়েই সে কি সক্ষম প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অবদান রাখতে? লেখাপড়ার ফাঁকে এই দক্ষতা অর্জন হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার প্রয়োজন কেনো- বিশ্ববিদ্যালয়ইতো পারে ক্লাসরুম থেকে এই দক্ষতাটুকু শিখিয়ে দিতে। সে জন্যই পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাক্রমে। পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োগে সফলতা পাচ্ছি। এখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম থেকে বিষয়ভিত্তিক গভীর আলোচনা যেমন করতে পারছে, তেমনি ল্যাবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয় সংশ্লিষ্ট দক্ষতাও পাচ্ছে হাতে কলমে। আমাদের শিক্ষকরা একাধারে স্কলার এবং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট। বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে সক্রিয় রয়েছেন, এমন স্কলাররাই আসছেন ক্লাসরুমে। ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের গড় অভিজ্ঞতা ১৮ বছর। ফলে তারা তাদের স্কলারি জ্ঞান ও যোগ্যতার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিত্যদিনের দক্ষতাও শেয়ার করতে পারছেন ক্লাসরুমে। শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সবশেষ উৎকর্ষের তথ্য ও দক্ষতা। ক্লাসরুমটিই হয়ে উঠছে কর্মক্ষেত্রের রেপ্লিকা। এতে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে। এটি একটি ব্লেন্ডেড মডেল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে তাদের উন্নত ক্যারিয়ারের জন্যও। ডিগ্রি-স্কিল-ক্যারিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্রিপল মিশন মাথায় রেখেই এমন শিক্ষা পদ্ধতির নকশা তৈরি করা হয়েছে। এর সার কথা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে শিক্ষার্থীরা আর এন্ট্রিলেভেল জব খুঁজবে না। বরং তারা কাজ শুরুই করবে মিড কিংবা সিনিয়র পর্যায় থেকে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রি ও স্কিল ব্যবহার করেই তারা এগিয়ে যাবে উন্নত ক্যারিয়ারের পথে।

বস্তুতঃ এন্ট্রি লেভেলের কাজগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। জেনেরেটিভ এআই'র দখলে চলে গেছে সে সব কাজ। স্রেফ এআই এজেন্ট ব্যবহার করে কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে প্রাথমিক ধাপের সাধারণ কাজ আর ব্যক্তি-মানুষের জন্য থাকছে না। তাহলে মিড বা সিনিয়র পর্যায়ের কাজগুলোই ভরসা। আর সে কারণেই এই বিশেষ মডেল কার্যকর হয়ে উঠছে।

এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কাজটি করতে হয়েছে তা হচ্ছে- শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন আনা। সময়ের সবচেয়ে উপযোগী ও আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া। অর্থাৎ দক্ষতা তৈরির বিষয় ও টুলসগুলোকে, কিংবা ল্যাবভিত্তিক কার্যক্রমগুলোই পাঠ্যসূচির অংশ। এতে বিভিন্ন বিষয় ও টুলসভিত্তিক ল্যাব গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে শিক্ষার্থীরা চর্চা করছে এবং শিখছে সরাসরি হাতেকলমে। পদ্ধতিটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি একটি মডেল হিসেবেই আজ স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ডব্লিউইউএসটির সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই মডেল ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৭টি পাবলিক, ১১৬টি প্রাইভেট ও ৩টি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এরা সকলেই চাইলে এই মডেল ব্যবহার করতে পারে।

আমি আমার দুই যুগের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের জন্য দক্ষতা অর্জনের শীর্ষ খাতগুলো চিহ্নিত করতে পারি। যার প্রথমেই জোর দেবো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিষয়ক কোর্স চালু করার ওপর। এআই'র কারণে সৃষ্ট ধাক্কা সামলাতে শিক্ষার্থীদের এআই এর সর্বোচ্চ ব্যবহারই শিখতে হবে হবে সবার আগে। এছাড়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরও ১৫টি প্রধান খাত হতে পারে-

১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও)_ এজেন্টিক এআই, কম্পিউটার ভিশন, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং

২. মেশিন লার্নিং (গখ) ও ডিপ লার্নিং_ প্রেডিক্টিভ অ্যানালাইসিস, অটোমেশন মডেল

বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র ইনক
Greater Comilla Association USA Inc.

সাধারণ সভা ২০২৫

তারিখ ও কর্মসূচী

তারিখ:
১৯ অক্টোবর, রবিবার' ২৫

সময়:
দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৪ টা

স্থান:
নবান্ন পার্টি হল
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

আলোচ্য বিষয়

- সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট
- অর্থ সম্পাদকের রিপোর্ট
- নির্বাচন কমিশন গঠন
- বিবিধ
- সভাপতির বক্তব্য
- আপ্যায়ন

আসসালামু আলাইকুম।

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র ইনক্'র সম্মানিত সকল সদস্য/ সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাধারন সভা আগামি ১৯শে অক্টোবর ২০২৫ ইং রোজ রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাকে আইডি সহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সদস্য হউন, সমিতিকে গতিশীল করুন

নিবেদক:

ডা: মো: ইনামুল হক এম.ডি
সভাপতি
৯১৭-৬০৯-২৬৩১

মো: এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক
৭১৮-২১৯-৭৯৭৭

প্রচারে: সাইফুল আলম, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষমতা অন্তর্বতী

১২ পৃষ্ঠার পর

ভাষণে কার্কি বলেন, নির্বাচনের সফল আয়োজনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছে। ভোটার নিবন্ধন আইনে সংশোধনী অধ্যাদেশ জারির পর নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সব যোগ্য নাগরিক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। এছাড়া সরকার বিদেশে কর্মরত নেপালি নাগরিকদেরও ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করছে।

তিনি নেপালিদের আসন্ন প্রতিনিধিসভার নির্বাচনে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়ে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুরোধ জানান। কার্কি বলেন, ছয় মাসের জন্য গঠিত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জেন জেড আন্দোলনের সব দাবি পূরণ করতে পারবে না, তবে যতটা সম্ভব তা করার আন্তরিক চেষ্টা করবে।

তিনি নাগরিকদের জন্য হয়রানি, দেরি, ঘুষ ছাড়া দ্রুত ও সম্মানের সঙ্গে সরকারি সেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। 'কোনো ধরনের অবহেলা, সেবা নিয়ে দরকষাকষি, বিলম্ব, ঘুষ দাবি, অযথা হয়রানি বা অসম্মানজনক আচরণ করলে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে' বলেন জানান সুশীলা কার্কি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, জেন জেড আন্দোলনের উত্থাপিত দাবিগুলো বর্তমান সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই সমাধান করতে হবে।

'আই লাভ মুহাম্মদ' বনাম 'আই লাভ মহাদেব'

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়ন, ভোপাল ও ইন্দোরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। উজ্জয়নে 'আই লাভ মহাকাল' স্লোগান নিয়ে বিশাল মিছিল বের হয়, যার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ পাল্টা স্লোগান দেয়। এমনকি ভোপালে দুটি মসজিদের সামনে পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে মারামারি হয়।

মহারাষ্ট্রের মুম্বাই ও পুনেতে সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই এই বিতর্ক শুরু হয়। মুম্বাইয়ে মিছিল হয় এবং পুনেতে সংঘর্ষ এড়াতে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সর্বভারতীয় মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, 'দেশে পরিকল্পিতভাবে বিভেদ ছড়ানো হচ্ছে। বিজেপি নেতারা এই ইস্যুকে উসকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন গভীর করছেন।'

সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব ও আবু আজমিসহ অনেকেই বলেছেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম, বেকারত্ব ও কৃষকদের সমস্যা থেকে মানুষের মনোযোগ সরাতে বিজেপি ইচ্ছে করেই ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরি করছে। তবে বিজেপির নেতারা ভিন্ন সুরে কথা বলছেন। তাঁদের মতে, কেউ যদি 'আই লাভ মুহাম্মদ' বলতে পারে, তবে হিন্দুরাও নিশ্চিন্তে 'আই লাভ মহাদেব' বলতে পারে। তাঁরা এটিকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে দাবি করছেন। কংগ্রেস তুলনামূলকভাবে নরম ভূমিকা নিয়েছে। এ দলের নেতারা বলেন, ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করা যেতে পারে, তবে তা যদি অন্য সম্প্রদায়ের আবেগে আঘাত হানে, তবে তা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিজেপির কৌশল এখানে স্পষ্ট। তারা জানে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় গেলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তাদের বিরুদ্ধেই যাবে। তাই ভোটের আগে বিভাজনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 'আই লাভ মুহাম্মদ' বনাম 'আই লাভ মহাদেব'-এই বিতর্ককে বিজেপি ভোট মেরুকরণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

অনেক স্থানে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কোথাও পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে, আবার কোথাও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিযোগ, আলিগড়ে পুলিশ তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা প্রদান করেছে। অন্যদিকে, হিন্দু সংগঠনগুলোর দাবি, মুসলিমরা জোর করে মহাকালের পোস্টার ছিঁড়েছে।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এই ধরনের স্লোগান ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকলে সমস্যা হতো না। কিন্তু যখন রাজনৈতিক দলগুলো এটিকে পরিকল্পিতভাবে রাস্তায় নিয়ে আসে, তখন তা সংঘাতে রূপ নেয়।

সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হলো, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ইস্যু নিয়ে ভুয়া খবর ও উসকানিমূলক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি বাড়াচ্ছে। এই বিতর্ক এখন কেবল ধর্মীয় আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটি সরাসরি রাজনীতির অংশ হয়ে গেছে। বিজেপি এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে এবং বিরোধীরা বিভাজন ঠেকাতে পারছে না।

অবৈধ অভিবাসন রোধে যুক্তরাজ্যের নতুন পরিকল্পনা

১২ পৃষ্ঠার পর

সরকারের আইডি কার্ড চালুর চেষ্টাতে কনজারভেটিভ লিবারেল ডেমোক্র্যাট জোট বাধা দিয়েছিল। শুরুর দিকে এক সাক্ষাৎকারে স্যার কিয়ার বলেন, তখন থেকে আলোচনার ক্ষেত্র আরো এগিয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'আজ আমরা আগের তুলনায় অনেক বেশি ডিজিটাল পরিচয় বহন করি। মানসিকভাবে বিষয়টির গুরুত্বও এখন ভিন্ন।

খবরে বলা হয়েছে, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন এই ডিজিটাল আইডি ব্যবহার করে যুক্তরাজ্যে বসবাস ও কাজের বৈধতা যাচাই করা হবে। প্রতিটি পরিচয়পত্র একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। বর্তমানে এসব যাচাইকাজ মূলত কাগুজে নথির ভিত্তিতে হয়। যদিও ২০২২ সাল থেকে কিছু ক্ষেত্রে অনলাইনে যাচাইয়ের সুযোগ চালু হয়েছে। গত বছরের নির্বাচনী ইশতেহারে লেবার ডিজিটাল আইডি স্কিমের কথা উল্লেখ করেনি। এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার প্রস্তাব দিলেও সরকার তা নাকচ করে দিয়েছিল। তবে সম্প্রতি অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীরা এ পরিকল্পনা নিয়ে ক্রমশ আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

ক্যাবিনেট অফিস মন্ত্রী প্যাট ম্যাকফাডেনও বলেছেন, সরকারি সেবায় প্রবেশাধিকার উন্নত করতেও এ স্কিম কাজে আসতে পারে। তিনি সম্প্রতি এস্তোনিয়া সফর করেছেন, যেখানে ডিজিটাল পরিচয় ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসেবা, ভোটদান, ব্যাংকিংসহ নানা সুবিধা পাওয়া যায়।

বিরোধী দলগুলোর সমালোচনা

কনজারভেটিভ নেতা কেমি বাদেনক বলেছেন, 'বাধ্যতামূলক পরিচয় চালু করা একটি খুব গুরুতর পদক্ষেপ, যা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে সঠিক বিতর্ক দরকার।' তিনি এ ঘোষণার সমালোচনা করেন। তার দাবি, ডিজিটাল আইডি যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে কাজ করার সমস্যার সমাধান করবে না।

রিফর্ম ইউকে দল এ পরিকল্পনাকে ভোটারদের ভুল পথে চালানোর 'কৌশলী চাল' বলে আখ্যা দিয়েছে। তাদের মতে, 'যারা আগেই অভিবাসন আইন ভঙ্গ করেছেন, তারা হঠাৎ করে মান্য করবে-এ ধারণা হাস্যকর। ডিজিটাল আইডির কোনো প্রভাব পড়বে না অবৈধ কাজে। বরং এটি আইন মেনে চলা সাধারণ ব্রিটিশদের স্বাধীনতার ওপর বাড়তি হস্তক্ষেপ।' যারা আগে আইডি কার্ড চালুর উদ্যোগ আটকে দিয়েছিল সেই লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা জানিয়েছে, তারা বাধ্যতামূলক কোনো স্কিম সমর্থন করতে পারবে না। দলের প্রযুক্তি বিষয়ক মুখপাত্র ভিক্টোরিয়া কলিন্স বলেন, 'মানুষকে কেবল ডিজিটাল আইডি না থাকায় বা না নিতে চাওয়ায় অপরাধী বানানো ঠিক নয়।'

বর্তমানে যুক্তরাজ্যে নিয়োগকর্তাদের সম্ভাব্য কর্মীদের কাজের অধিকার আছে কি না, তা যাচাই করতে হয়। ২০২২ সাল থেকে ব্রিটিশ ও আইরিশ পাসপোর্টধারীরা সরকারি অনুমোদিত ডিজিটাল যাচাই সেবা ব্যবহার করে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারছেন। একই সঙ্গে হোম অফিসের একটি অনলাইন ব্যবস্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু বিদেশি নাগরিকের অভিবাসন অবস্থা যাচাই করা হয়। সরকার ধাপে ধাপে বিদেশি বাসিন্দাদের কাগুজে পারমিট তুলে দিয়ে অনলাইন-ভিত্তিক ই-ভিসা চালু করছে।

সরকারি কর্মকর্তারা এখন খতিয়ে দেখছেন, ডিজিটাল আইডি বাধ্যতামূলক করলে পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়া আরো সুনির্দিষ্ট ও একীভূত করা সম্ভব কি না।

তবে নাগরিক অধিকার রক্ষাকারী সংগঠন ওপেন রাইটস গ্রুপ সতর্ক করে বলেছে, ই-ভিসা চালুর সময় ডেটা ত্রুটি ও সিস্টেম বিভ্রাটের ঘটনা ঘটেছে। তাদের মতে, নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে নাগরিকদের প্রতিনিয়ত পরিচয় প্রমাণ করতে বাধ্য করা হবে, যা এক ধরনের 'প্রি-ক্রাইম রাষ্ট্র' তৈরির ঝুঁকি তৈরি করবে। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টার্মার অভিবাসন ঘিরে তৈরি হওয়া উত্তেজনা নিয়েও কথা বলবেন। সূত্র : বিবিসি

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেননি, ট্রাইব্যুনালে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী

৮ পৃষ্ঠার পর

বিধায় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

তার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে প্রসিকিউশন জানায়, মামলার বাইরে গিয়ে এমন আলোচনা করার সুযোগ নেই। শেখ হাসিনার আইনজীবীও বলেন,ওড. ইউনূসকে জড়ানো সমীচীন নয়, তবে সাক্ষীর বক্তব্যের খাতিরে বিষয়টি তুলতে হয়েছেব

তিনি আরও দাবি করেন, আন্দোলন দমনে শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার বা মারণাস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেননি, বরং জনগণের জানমাল ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। জুলাই-আগস্টে কোনো মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়নি বলেও জানান তিনি।

তবে নাহিদ ইসলাম জেরার জবাবে এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,ও৫ আগস্ট সারাদেশে চালানো হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতনের বিষয়ে তিনি সমন্বয়ক হাসনাত-সারজিসের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেনব

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

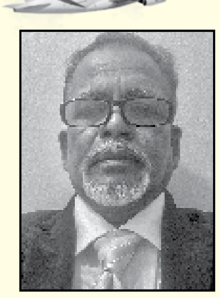

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ

CEO & President

Your Dream Home Care

Ex-President & Chairman

Board of Trustee

Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE. GO NOVA.
Northeastern University
Northwestern University
RIT
LUX ET VERITAS
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
Penn UNIVERSITY of PENNSYLVANIA
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
CUNY THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে উল্টো প্রবণতা

১০ পৃষ্ঠার পর

ও ইসলামী মানি মার্কেটের বিকাশ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর নিকুঞ্জে ডিএসই টাওয়ারে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) যৌথভাবে এর আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব অরলিন্সের অধ্যাপক এম কবির হাসান। সভাপতিত্ব করেন বিএসইসির চেয়ারম্যান খোন্দকার রাশেদ মাকসুদ।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্বের আর কোনো দেশে বিনিয়োগ বাংলাদেশের মতো ব্যাংকনির্ভর নয়। ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের বাইরে চিন্তা করেন না। এটা হতে পারে, ব্যাংক থেকে টাকা নিলে ফেরত না দিয়েও পারা যায়। আবার রাজনৈতিক কারণও থাকতে পারে। সময় এসেছে বদলানোর। তাদের বন্ড ও সুকুক বাজারে আনতে হবে। তবে এ বাজারে আস্থা তৈরি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, বেক্সিমকো সুকুকের টাকা কোথায় বিনিয়োগ হয়েছে খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছে। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, প্রকল্প অর্থায়নে সরকারের অভাব আছে। ব্যবসায়ীরা কর কমাতে বলে, দিতে চায় না। কর কমালে সরকার কর্মচারীদেরই ঠিকমতো বেতন-ভাতা দিতে পারবে না। ব্যবসায়ীদের কর দেওয়ায় অনীহার কারণ, তারা সেবা পান না। করদাতাদের সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

ড. আনিসুজ্জামান বলেন, ঋণভিত্তিক সরকারি প্রকল্পের ধারণা থেকে বের হয়ে নতুন করে চিন্তার সময় এসেছে। মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্পের সম্পদকে আর্থিক সিকিউরিটিতে রূপান্তর করে ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে আরও মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে করা সম্ভব। বন্ড বাজার গড়তে সরকারকে চাহিদা তৈরি করতে হবে। পেনশন ফান্ডকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে ব্যবহার করা যায়। বীমা খাতও বন্ডের চাহিদা তৈরি করতে পারে।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, বিশ্বে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজির সবচেয়ে বড় জোগান আসে বন্ড বাজার থেকে, যার আকার ১৩০ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থায়নে দ্বিতীয় অবস্থানে পুঁজিবাজার থেকে আসে ৯০ ট্রিলিয়ন ডলার। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক খাত তৃতীয় অবস্থানে, আকার ৬০ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বন্ড বাজারের তুলনায় ব্যাংক অর্থায়ন অর্ধেকেরও কম। অথচ বাংলাদেশে চিত্র পুরো উল্টো।

তিনি বলেন, দেশে করপোরেট বন্ড বাজার নেই বললেই চলে। যা আছে সরকারের বন্ড। বন্ড বাজারকে সক্রিয় করতে হবে। তিন লাখ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্রকে সিকিউরিটিতে রূপান্তর করে সেকেন্ডারি বাজার গড়া গেলে দ্রুতই বন্ড বাজার তৈরি করা যাবে। নাজমা মোবারেক বলেন, টেকসই অর্থায়নের জন্য কার্যকর বন্ড বাজারের বিকল্প নেই। বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, অর্থনীতিতে অর্থায়নে দুটি পা। একটি ব্যাংক খাত, অন্যটি পুঁজিবাজার। বাংলাদেশের অর্থনীতি এত দিন শুধু ব্যাংক নিয়ে চলেছে। এক পায়ে চলে বেশি দূর যাওয়া যায় না। রেনাটার সিএফও মুস্তফা আলীম আওলাদ তাঁর কোম্পানির বন্ড অনুমোদন নিয়ে দীর্ঘসূত্রতা ও অযথা নিয়ন্ত্রণ জটিলতা সৃষ্টির অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'কোন ধরনের বন্ড হবে, সে বিষয়ে এক ইজিএমে শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানিকে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর ফের ইজিএম করার শর্ত দিয়েছে বিএসইসি। আবার বিএসইসির কাছে অনুমতি চাওয়ার জন্য ডিএসই এত তথ্য চেয়েছে যে, ২০ কার্টন তথ্য দিতে হয়েছে। এগুলো খুলে দেখেছে কিনা, জানি না। এত তথ্য দিতে হলে এত টাকা খরচ করে অডিট করাচ্ছি কেন।'

সিটি ব্যাংকের এমডি মাসরুর আরেফিন বলেন, বেক্সিমকোর সুকুক নিয়ে অনেক কথা হলেও মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে। আসল টাকা ফেরত দিতে পারবে কিনা, নিশ্চিত নয়। না পারলে বেক্সিমকোর শেয়ার বিক্রি করে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। ঋণ দিলে হয়তো এই আশা থাকত না। ঋণের থেকে বন্ড বা সুকুকই কম ঝুঁকির বিনিয়োগ।

আইএফসির কর্মকর্তা তাহসিনা মোহসিন বলেন, বন্ডের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের 'গ্যারান্টি' যুক্ত করলে মানুষের আস্থা বাড়বে। প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক উজমা চৌধুরী বলেন, বন্ড বাজার নতুন। শুরুতে কিছুটা সমস্যা থাকবে, এটা মেনে নিতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ইশতেকমাল হোসেন জানান, সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকও বন্ড বাজার গড়তে কাজ করছে। কীভাবে এ বাজার গড়া যায়, তার জন্য একটি প্রতিবেদন সরকারকে দিয়েছে। সবাইকে ১০ হাজার টাকা সরকারি সুকুক কেনার আহ্বান জানান তিনি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী অধ্যাপক এম কবির হাসান বলেন, বাংলাদেশে সব কিছু বেশি বেশি। এত ছোট একটা দেশে ৬০টি ব্যাংক। এত ব্যাংকের দরকার নেই। বর্তমান অর্থনীতি কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে না। বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হলে বন্ড ও সুকুকের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

চাল রপ্তানিতে নতুন শর্ত দিল ভারত,

১০ পৃষ্ঠার পর

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি টন নন-বাসমতী চাল রপ্তানি চুক্তি নিবন্ধনে ৮ রুপি ফি দিতে হবে। ভারত প্রতিবছর ১ কোটি ৬০ লাখ থেকে ১ কোটি ৭০ লাখ টন নন-বাসমতী চাল রপ্তানি করে থাকে। ফলে নতুন এ ব্যবস্থায় বছরে ১০০ কোটি রুপির বেশি রাজস্ব আসবে।

বিশ্লেষকদের মতে, নন-বাসমতী চাল দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল পণ্য। হঠাৎ করে নীতি পরিবর্তনের কারণে এর আগে বহু রপ্তানিকারক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এদিকে এমন এক সময় ভারত চাল রপ্তানিতে নতুন শর্ত দিল, যখন ভারতের সরকারি গোদামগুলোতে চাল ও গমের মজুত নতুন রেকর্ডে পৌঁছেছে। সরকারি তথ্য বলছে, ১ সেপ্টেম্বর নাগাদ চালের মজুত গত বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮ দশমিক ২ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে। এটি জুলাই মাসের সরকারের লক্ষ্য সাড়ে ১৩ মিলিয়ন টনের চেয়ে অনেক বেশি। একই সঙ্গে গমের মজুত ৩৩ দশমিক ৩ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা চার বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং সরকারের লক্ষ্য ২৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন টনের চেয়ে অনেক বেশি।

বাংলাদেশ একসময় চাল আমদানির জন্য ভারতের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল থাকলেও এখন অন্যান্য দেশ থেকেও আমদানি করে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১৩ লাখ টন চাল আমদানি করেছে, যা ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯ দশমিক ৭ লাখ টন চাল আমদানি হয়েছিল।

চলতি অর্থবছরে ভারত থেকে ৮ লাখ টন চাল আমদানি করেছে বাংলাদেশ, যা ভারতের মোট ১৪ দশমিক ১৩ মিলিয়ন টন নন-বাসমতী চাল রপ্তানির ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১৬ দশমিক ২ লাখ টন, যা সে বছরের রপ্তানির ১০ শতাংশ। যদিও ভারত সরকার বলছে, চাল রপ্তানিতে নতুন শর্তের অর্থ রপ্তানিতে স্বচ্ছতা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এর ফলে বাংলাদেশসহ অন্য যেসব দেশ ভারত থেকে চাল আমদানি করে, তাদের ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

মার্কিন পাল্টা শুল্কের প্রভাব,

১০ পৃষ্ঠার পর

সুবিধায় রপ্তানি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রয়েছে চীন। ইইউতে জোটে চীনের রপ্তানি বাড়ানোর বিষয়টিকে উদ্বেগের বলছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা। তারা মনে করেন, ইইউ জোটে আগামীতে চীনের রপ্তানি আরও বাড়তে পারে, বিপরীতে কমতে পারে বাংলাদেশের রপ্তানি।

ইইউর সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, একক মাস হিসেবে গত জুলাইয়ে ইইউ জোটে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে মাত্র ৭ শতাংশ। মাসটিতে চীনা পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে ২৫ শতাংশ। অথচ কয়েক মাস আগেও দুই দেশের রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে এতটা ব্যবধান ছিল না।

চলতি বছরের প্রথম দুই মাস অর্থাৎ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সময়ে ইইউ জোটে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির দিক থেকে প্রতিযোগী সব দেশের চেয়ে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। ওই দুই মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৭ শতাংশ বেশি ছিল। তখন চীনের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৫ শতাংশ। আবার জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত বছরের প্রথম সাত মাসের গড়ে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে বেড়েছে ১৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ। ওই সময় চীনের রপ্তানি বেড়েছে ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ ইউরোস্ট্যাটের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুধু জুলাই মাসে চার গুণ বেশি রপ্তানি সত্ত্বেও সাত মাসের গড় হিসাবে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় কাছাকাছি।

গত ২ এপ্রিল সব দেশের পণ্য আমদানিতে ১০ শতাংশ এবং বাংলাদেশহ ৬৫ দেশের পণ্যে অতিরিক্ত বিভিন্ন হারে 'পাল্টা শুল্ক' আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। দফায় দফায় ঘোষণায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পণ্যে ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের কথাও শোনা যায়। এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে চীন ইউরোপমুখী হবে বলে আশঙ্কার কথা বলে আসছিলেন অর্থনীতিবিদ, বাণিজ্য বিশ্লেষক ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা। তাদের মতে, চীন ও ভিয়েতামের পণ্য আমদানিতে অস্বাভাবিক শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দেশ দুটির পণ্য রপ্তানি কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে চীনা পণ্য রপ্তানি বন্ধও হয়ে যেতে পারে। এতে বাধ্য হয়ে অন্য বাজারগুলোতে চীনা পণ্য অন্যান্য দেশের জন্য বাড়তি চাপ তৈরি করবে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি থাকার পরিস্থিতিতে দর কমানোর চাপ দেওয়ার সুযোগ নেবে ইইউর বাজারের ব্র্যান্ড-ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো। এ রকম প্রবণতায় সাধারণত রপ্তানি কমে যায়।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, জুলাই মাসে ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ছিল ১৬৮ কোটি ডলরের কম। চীনা পোশাকে যা ছিল ২৭৮ কোটি ডলারেরও বেশি। অন্যদিকে বছরের প্রথম সাত মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল এক হাজার ১৯৭ কোটি ডলারের। চীনের ছিল এক হাজার ৪০৬ কোটি ডলারের। ওই সাত মাসে ইইউর পোশাক আমদানি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১২ দশমিক ১৭ শতাংশ বেড়েছে। মোট পাঁচ হাজার ১৯২ কোটি ডলারের পোশাক গেছে জোটে।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক এবং ডেনিম এক্সপার্টের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পণ্যে ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের কথা শোনা গেছে। পরে সেটা কমে হয়তো ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ হয়েছে। ঠিক কত শুল্কহার ঠিক করা হয়েছে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা কাটেনি। তবে শুল্ক যতই হোক, তা বাংলাদেশের পণ্যের চেয়ে দ্বিগুণ বা কয়েক গুণ।

তিনি বলেন, এত বেশি শুল্ক এড়াতে খুব স্বাভাবিক কারণেই চীন জোট হিসেবে সবচেয়ে বড় বাজার ইইউতে হিস্যা বাড়াতে চায়। তার সুফলই পাচ্ছে তারা। নিজস্ব কাঁচামাল, কম লিড টাইম, বেশি উৎপাদনশীলতায় তারা তো আগে থেকেই আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। আমাদের এখন উচিত শুল্কমুক্ত সুবিধার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বাজার ইইউতে মনোযোগ আরও বাড়ানো।

এদিকে ইইউর বাজারে শীর্ষ রপ্তানিকারক ১০ দেশের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তালিকায় শীর্ষস্থানে বরাবরের মতো চীন। তবে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্যান্য বাজারের মতো ইইউর বাজারে রপ্তানিতে শীর্ষ পাঁচ দেশের তালিকায় নেই ভিয়েতনাম। দেশটির অবস্থান ষষ্ঠ। তুরস্ক সেখানে তৃতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে যথাক্রমে ভারত ও কম্বোডিয়া। তালিকায় পাকিস্তান সপ্তম, মরক্কো অষ্টম, শ্রীলঙ্কা নবম ও ইন্দোনেশিয়া দশম অবস্থানে রয়েছে।

যে ডলার আছে তা বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

'আজকের বৈঠকে কিছু বৈচিত্র্য ছিল। আমরা সার, কিছু খাদ্যপণ্য আমদানি করি। কিন্তু এবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেমন: চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরকে আপগ্রেড করার জন্য সেখানকার রানওয়ে আপগ্রেড করার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বিমানবন্দরের কন্ট্রোল রুম আরও আধুনিকায়ন করার জন্য একটা প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছি। এ ছাড়া অকটেন আনার অনুমোদন দিয়েছি। বর্তমানে অকটেনের কিছুটা ঘাটতি আছে। দেশের অভ্যন্তরে অকটেনের চাহিদা আছে। তাই আমরা চাই না যে দেশে কোনো রকমের জ্বালানির সংকট হোক।'

চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরের মান উন্নয়নে কী করা হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরের রানওয়েটা গ্রেড-১-এর স্পেস বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে বড় বিমান ওঠানামা করতে হলে রানওয়েটা গ্রেড-২তে উন্নীত করতে হবে। একই সঙ্গে ঢাকার কন্ট্রোল রুমটা আরও আধুনিক করা হবে।

কেনা হচ্ছে ৫০ হাজার টন অকটেন, ব্যয় ৪১৩ কোটি টাকা

দেশের চাহিদা মেটাতে ৫০ হাজার মেট্রিক টন গ্যাসোলিন ৯৫ আনলেডেড (অকটেন) আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় হবে ৪১৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। প্রতি ব্যারেলের মূল্য ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ২০ মার্কিন ডলার।

কেনা হচ্ছে ৪৭২ কোটি টাকার সার, নির্মাণ হবে বাফার গুদাম

কৃষি মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ৯৫ হাজার টন সার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৩৫ হাজার টন এমওপি এবং ৬০ হাজার টন ইউরিয়া সার কেনা হবে। এই সার কিনতে ব্যয় হবে ৪৭২ কোটি ৮ লাখ ৬৬ হাজার ২৫০ টাকা।

সার কেনার পাশাপাশি সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে রাজশাহীতে ২৫ হাজার টন ধারণক্ষমতার একটি গুদাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

৭ প্রকল্পে ১.৪৭ বিলিয়ন ডলারের কঠিন শর্তের ঋণ

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রিমিয়াম বিবেচনায় প্রস্তাবিত ঋণের গ্রান্ট উপাদান দাঁড়ায় মাত্র ০.৮৬ শতাংশ। ফলে এটি অনমনীয় শর্তের ঋণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্পের (দ্বিতীয় পর্যায়) জন্য এডিবির ১৫৪ মিলিয়ন ডলারের ঋণ প্রস্তাব রয়েছে। এর মধ্যে ১০০ মিলিয়ন নমনীয় ঋণ, ৫০ মিলিয়ন ওসিআর এবং ৪ মিলিয়ন ডলার অনুদান। এ প্রকল্পের ঋণ আলোচনাও (লোন নেগোসিয়েশন) গত ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়।

৫০ মিলিয়ন ডলারের ওসিআর ঋণের মেয়াদ ২৫ বছর, গ্রেস পিরিয়ড ৫ বছর। সুদের হার নির্ধারিত হয়েছে এসওএফআর + লেন্ডিং স্প্রেড + ম্যাচুরিটি প্রিমিয়াম হিসেবে। এছাড়া ০.১৫ শতাংশ কমিটমেন্ট ফি দিতে হবে।

ইআরডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমান এসওএফআর হার ৪.৩৯ শতাংশ বিবেচনায় লেন্ডিং স্প্রেড ও ম্যাচুরিটি প্রিমিয়াম অনুযায়ী এ ঋণের গ্রান্ট উপাদান দাঁড়ায় ১.০৫ শতাংশ। এ কারণে ঋণ প্রস্তাবটি এসসিএনসিএল সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং কমিটি এটি অনুমোদন দিয়েছে। এদিকে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির (নেসকো) একটি প্রকল্পে ৯১ মিলিয়ন ডলারের অনমনীয় ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পটির নাম ওনেটওয়ার্ক নর্থওয়েস্ট ডিস্ট্রিবিউশন মডার্নাইজেশন প্রজেক্ট। এ প্রকল্পে মোট ১১৩ দশমিক ৫৮ মিলিয়ন ডলার ঋণের মধ্যে ৯১ মিলিয়ন ওসিআর ঋণ। ইআরডি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শর্ত অনুযায়ী চলতি সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখে এসওএফআর হার ৪.৩৯ শতাংশ ধরা হলে লেন্ডিং স্প্রেড ০.৫০ শতাংশ এবং ম্যাচুরিটি প্রিমিয়াম ০.১০ শতাংশের ভিত্তিতে ঋণের গ্রান্ট উপাদান দাঁড়ায় ২.৯৪ শতাংশ। যেহেতু এটি ২৫ শতাংশের নিচে, তাই ঋণটি অনমনীয় শর্তের। বুধবার এসসিএনসিএল কমিটির সভায় এ ঋণও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নতুন তিনটি ঋণ প্রস্তাবের বাইরে আরও চারটি পুরোনো ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে এসসিএনসিএল কমিটি। তালিকায় রয়েছে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (আইডিবি) অর্থায়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকল্প ওকনস্ট্রাকশন অব ফাইভ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ব্রিজেস ইন ময়মনসিংহ ডিভিশন, বাংলাদেশ। এ প্রকল্পের জন্য নেওয়া হবে ২৪১ দশমিক ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ। এ ঋণের মেয়াদ ২০ বছর, গ্রেস পিরিয়ড ৫ বছর। সুদের হার নির্ধারিত হয়েছে এসওএফআর + ০.৬০ শতাংশ কন্ট্র্যাকচুয়াল স্প্রেড + ০.৮০ শতাংশ ফান্ডিং স্প্রেড + ০.৩০ শতাংশ রিস্ক প্রিমিয়াম। এতে মোট মার্কআপ দাঁড়ায় ৫.৮৫৫৯৪ শতাংশ। ইআরডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৫ মে তারিখে এসওএফআর হার ৪.১৫ শতাংশ ধরে ফরওয়ার্ড লিজের ক্ষেত্রে মার্কআপ রেট দাঁড়ায় ৫.৮৫৫৯৪ শতাংশ এবং গ্রান্ট উপাদান ১০.০৩ শতাংশ। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, লোন অংশটি কনসেশনাল হলেও ফরওয়ার্ড লিজ অংশটি অনমনীয় শর্তের। প্যাকেজ লোন বিবেচনায়ও এটি নন-কনসেশনাল হিসেবে ধরা হয়েছে।

এছাড়া, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) অর্থায়নে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-সাবপ্রোগ্রাম ২ওক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনক্লুসিভ শীর্ষক প্রকল্পে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজেট সহায়তা ঋণ বুধবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক (ইআইবি) অর্থায়নেওঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই (ডিইএসডব্লিউএস) প্রকল্পে ৭০ মিলিয়ন ইউরো এবংওসৈয়দাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ফেজ-৩) প্রকল্পে ৯০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ সহায়তাও একই সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে শ্রম সংস্কার

৯ পৃষ্ঠার পর

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পোশাক শিল্পকে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ উল্লেখ করে বলেন, ভবিষ্যৎ সরকার যেই হোক, খাতটির প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই হবে। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার প্রচেষ্টাকেও স্বীকার করেন। জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের জানান, তাদের দলের অনেক নেতার সরাসরি অভিজ্ঞতা রয়েছে পোশাক শিল্পে কাজ করার। এ অভিজ্ঞতা খাতটিকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় আরো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। তিনি সরকারের সংস্কার পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে ভবিষ্যতে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর বলেন, "বর্তমান সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরো সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।" তিন নেতার বক্তব্যেই অভিন্নভাবে উঠে আসে পোশাক রফতানিতে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দাবি। তাদের অভিমত, সব সময় ক্রেতাদের শর্তে নয় বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে সর্বদলীয় সমর্থন দেখা যায়। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ নেতা ডা. তাসনিম জারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার সময় তিনি মেডিক্যাল শিক্ষার্থী হিসেবে আহতদের সেবা দেন। তিনি বলেন, "সেই ঘটনাই আমার রাজনৈতিক চিন্তা গড়ে দিয়েছে।"

ডা. জারা শ্রম নিরাপত্তার মানবিক দিক ও সংস্কারের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

সমাপনী বক্তব্যে অধ্যাপক ইউনূস শ্রম খাত সংস্কারকে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন ও শ্রমিকের কল্যাণে অপরিহার্য উল্লেখ করে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। খবর বাসসের।

আফগান ঘাঁটি দখল ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান

৭ পৃষ্ঠার পর

সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুয়ো জিয়াকুন জানান, গত বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে আফগানিস্তান ইস্যুতে চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাঘচি, চীনের আফগানিস্তানবিষয়ক বিশেষ দূত ইউয়ে শিয়াওয়ং এবং পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক উমের সিদ্দিক। বৈঠকের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ শেয়ার করেন চীনা দূত ইউয়ে শিয়াওয়ং। গুয়ো জিয়াকুন বলেন, 'এটি প্রমাণ করে আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশগুলো তার সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও জাতীয় মর্যাদাকে কতটা সম্মান করে।' তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, বাগরাম বিমানঘাঁটি যদি পেন্টাগনের হাতে তুলে না দেয়, তবে তালেবান প্রশাসনের জন্য খারাপ কিছু ঘটবে। বৈঠক শেষে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সম্মান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে দেশটির বর্তমান সংকটের জন্য দায়ী পক্ষগুলোর দ্বারা সেখানে বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি পুনঃস্থাপনের বিরোধিতা পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

সরকার পতনের আগেই ড.

৮ পৃষ্ঠার পর

১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন বিচারপতি গোলাম মোর্তজা মজুমদারের নেতৃত্বে দুই সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

নাহিদ ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন,ওগত বছর ৫ আগস্ট সংবাদ সম্মেলন করে আমরা সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবি জানাই এবং অন্তর্বতীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিই। আমরা আরও দাবি জানাই, কোনো ধরনের সেনাশাসন বা সেনা-সমর্থিত শাসন আমরা মেনে নেব নাৄ

তিনি অভিযোগ করেন, পুরো আন্দোলন জুড়ে পুলিশ ও বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এমনকি হেলিকপ্টার থেকেও গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করে গুলি চালায় ও নির্যাতন চালায়।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন,ওএই হত্যাযজ্ঞের জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং সে সময়কার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের দায়ী করছি। শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের নির্দেশেই এসব হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল। তারা ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত ও নিরঙ্কুশ করতে এসব করেছেৄ

তিনি আরও বলেন,ওবিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে, শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার ওওলেথাল ওয়েপন্স ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই আমি ট্রাইব্যুনালের কাছে প্রার্থনা জানাই, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের যেন কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়ৄ

জবানবন্দির একপর্যায়ে নাহিদ ইসলাম জানান, পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী তারা গত বছরের ৪ আগস্ট শাহবাগে অবস্থান ও বিক্ষোভ করেন। ওই দিনই ৬ আগস্টওমার্চ টু ঢাকাৄ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সরকার কারফিউ ঘোষণা করে দেশব্যাপী হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের কাছে তথ্য আসে, সরকার মার্চ ব্যর্থ করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে এবং একইসঙ্গে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হবে। এছাড়া হত্যাকাণ্ড বা গুমের আশঙ্কাও তৈরি হয়। এজন্য তারা একদিন এগিয়ে ৫ আগস্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন,ওআমরা ৫ আগস্টওমার্চ টু ঢাকাৄ কর্মসূচি সফল করার জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে সমন্বয় করছিলাম। মাহফুজ আলম এই সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন। নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আমরা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আলোচনা করি এবং তাঁকে সরকারপ্রধান হওয়ার প্রস্তাব দিইৄ

এর আগে, ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নাহিদের সাক্ষ্যগ্রহণ চলে। তবে শেষ না হওয়ায় তা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুলতবি করা হয়। উল্লেখ্য, এ বছরের জানুয়ারিতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের বৈদেশিকবিষয়ক প্রধান ভাষ্যকার গিডেয়েন রাখমানের উপস্থাপনায় একটি পডকাস্টে ড. ইউনূস জানিয়েছিলেন, তিনি প্যারিসের হাসপাতালে থাকা অবস্থায় প্রথম অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে ফোনকল পেয়েছিলেন।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে সুইজারল্যান্ডের দাভোস সফর করেন প্রধান উপদেষ্টা। সে সময় এফটিকে ওই পডকাস্ট সাক্ষাৎকার দেন তিনি। পডকাস্টে অধ্যাপক ইউনূস বলেন,ওআমি যখন প্রথম ফোনকল পাই, তখন আমি প্যারিসের হাসপাতালে ছিলাম। আমার ছোট্ট একটি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। তখন তারা [ছাত্রনেতারা] ফোন দিল। যদিও আমি বাংলাদেশে কী ঘটছে, সেসব খবর প্রতিদিন মুঠোফোনে দেখতাম। তখন তারা বলল, ‘‘তিনি [শেখ হাসিনা] চলে গেছেন। এখন আমাদের সরকার গঠন করতে হবে। দয়া করে, আমাদের জন্য সরকার গঠন করুন।চ আমি বলেছিলাম, না, আমি সেই ব্যক্তি নই। আমি এর কিছুই জানি না। আমি এর সঙ্গে যুক্ত হতেও চাই নাৄ

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর গত বছরের ৮ আগস্ট ফ্রান্স থেকে দেশে ফেরেন শান্তিতে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস। সেদিনই তার নেতৃত্বে অন্তর্বতী সরকার গঠিত হয়।

ফেব্রুয়ারিতেই ভোটের পক্ষে

৮ পৃষ্ঠার পর

এ ধারণা নগর এলাকায় বসবাসকারী তরুণ ও উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশি। তথ্যের প্রধান উৎস হিসেবে তরুণ ও শিক্ষিতদের বড় অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল।

নির্বাচনের সময়সূচি ও অংশগ্রহণ: ৮৬ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতা নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে মত দেন এবং ৯৪ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তবে শিক্ষার্থী, উচ্চশিক্ষিত এবং কিছু পেশাজীবীদের মধ্যে নির্বাচনের সময়সূচি নিয়ে আপত্তি তুলনামূলক বেশি।

নির্বাচনী সংস্কার: সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) পদ্ধতি সম্পর্কে ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা অবগত নন। তবে যারা এই বিষয়ে জানেন, তাদের মধ্যে এই ব্যবস্থার পক্ষে সমর্থনই বেশি। তরুণ ও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা এবং সমর্থনের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। গোলটেবিল বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও যোগাযোগ বিষয়ে শিক্ষক ড. সাইমুম পারভেজ, বিডিজবস ডটকমের প্রধান নির্বাহী এ কে এম ফাহিম মাশরুর, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার রশনা ইমাম এবং ব্রেইনের নির্বাহী পরিচালক শফিকুর রহমান। ইনোভেশন কনসালটিং একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক, গবেষণা ও কারিগরি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান। তাদের উদ্যোগেওপিপলস পারসেপশন অন ইলেকশন সার্ভেৄ পরিচালিত হচ্ছে, যা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে ভয়েস ফর রিফর্ম ও বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (ব্রেইন)।

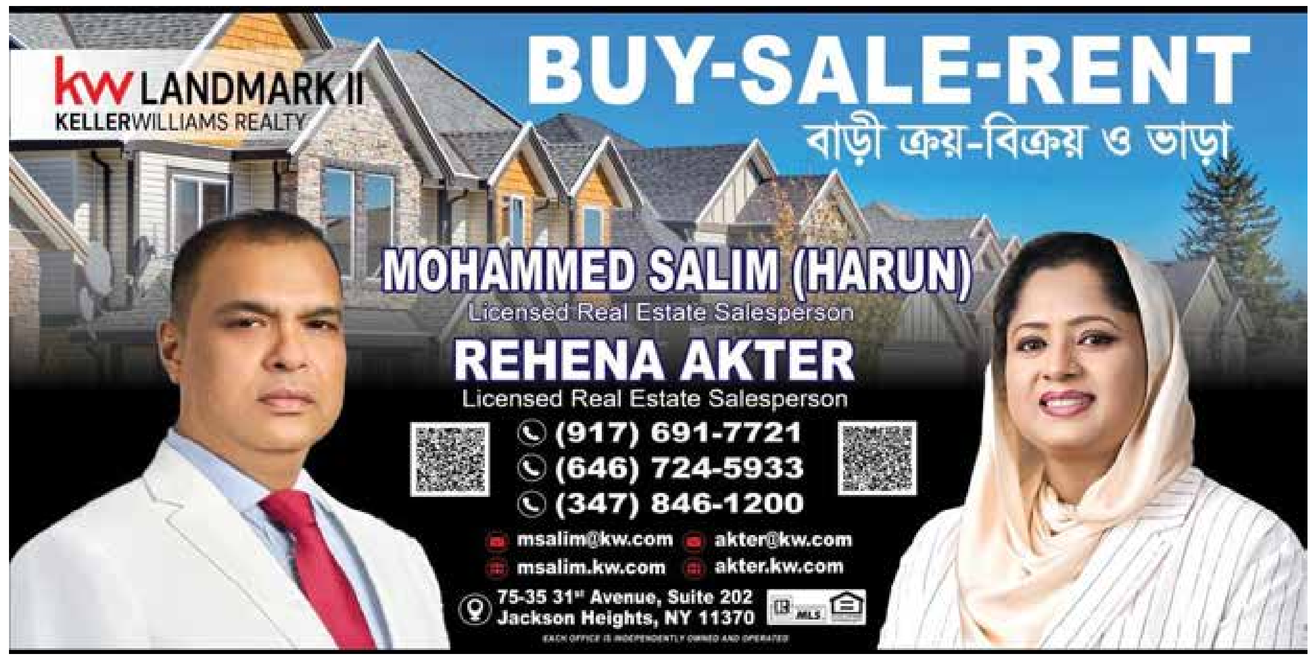

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
● 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

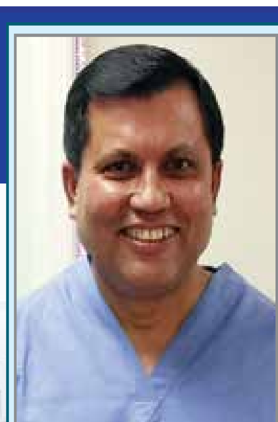

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

শেকলবন্দি অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেছিলেন ৩০ বাংলাদেশি

৮ পৃষ্ঠার পর

ফুট ওপরে, নীল আকাশের বুকে ছুটছিল একটি বিমান। জানালার বাইরে অসীম আকাশ যেন মুক্তির বিভ্রম তৈরি করছিল। কিন্তু ভেতরে বসে থাকা যাত্রীদের জন্য মুক্তি ছিল কেবল মরীচিকা।

তাদের সামনে ট্রেতে সাজানো খাবার থেকে হালকা বাষ্প উঠছিল। কিন্তু খাবার মুখে তোলা ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ, তাদের কবজি হাতকড়ায় বাঁধা, কোমর ও পা শক্ত শিকলে আটকানো। আসন থেকে ওঠা তো দূরের কথা, সামান্য নড়াচড়া করতেও অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হচ্ছিলো তাদের।

প্রায় ৫০ ঘণ্টা ধরে এইভাবেই বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফেরত আসা এসব মানুষ।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসা এক বাংলাদেশি রবিউল ইসলাম (ছদ্মনাম) বলেন“পুরো বিমানটাই ছিল একটি ভ্রাম্যমাণ উচ্চ-নিরাপত্তাবেষ্টিত কারাগার। পাকিস্তান, নেপাল, ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া-এমন ছয়টি দেশের মানুষ ছিল আমাদের সঙ্গে। সবাই শিকলে বাঁধা। মাটিতে নামা পর্যন্ত আমরা শিকলবন্দি অবস্থাতেই ছিলাম”

গত ৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো ৩০ বাংলাদেশির একজন রবিউল। ২০২৫ সালের শুরুর দিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হওয়ার পর থেকে আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) ব্যাপকভাবে বহিষ্কার কার্যক্রম বাড়িয়েছে। সংস্থাটির অভ্যন্তরীণ পরিসংখ্যান বলছে, প্রথম ছয় মাসেই প্রায় দেড় লাখ মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করার পথে রয়েছে তারা। এরই মধ্যে অন্তত ১৮০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন সেপ্টেম্বরে পাঠানো ওই দলে।

ফেরত পাঠানোর ধরন আন্তর্জাতিক আইন ও মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী-এমন অভিযোগ তুলেছেন মানবাধিকারকর্মী এবং ভুক্তভোগীরা নিজেরাও। মানবাধিকারকর্মী রেজাউর রহমান লেনিন বলেন,“কোনো প্রশাসনই অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ অনুমোদন করতে বা ব্যবহার করতে পারে না। এসব ঘটনা চিহ্নিত করা, আলোচনায় আনা এবং তদন্ত হওয়া জরুরি”

“ফেরত পাঠানো বহু মানুষ জানিয়েছে, তাদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা হয়েছে-যেমন হাতকড়া পরানো অবস্থাতেই খাওয়া বা টয়লেট ব্যবহার করতে বাধ্য করা” সেপ্টেম্বরে ওই ফ্লাইটেই ছিলেন সিলেটের মাসুদ আহমেদ। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে তাকে নিজের পরিবারের থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। সীমান্তে পৌঁছাতেই মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাকে তার গর্ভবতী স্ত্রী থেকে আলাদা করে ফেলে। পরে তার স্ত্রীকে অস্থায়ীভাবে এক আত্মীয়ের কাছে রাখা হয়, সেখানেই জন্ম নেয় তাদের মেয়ে। কিন্তু মাসুদ আর নিজের নবজাতককে দেখতে পাননি। বরং তাকে ফেরত পাঠানো হয় বাংলাদেশে।

ক্ষোভ নিয়ে তিনি বলেন,“আমাদের প্রতি আচরণ ছিল অমানবিক ও অসম্মানজনক। আমাদের যেভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে, তা মানবজাতির জন্যই অপমানজনক”

২০১২ সাল থেকে মাসুদ ব্রাজিলে বসবাস করছিলেন। সেখানে নাগরিকত্বও পান তিনি ও তার স্ত্রী। দুজনের কাছেই ছিল ব্রাজিলিয়ান পাসপোর্ট।

এই নথি থাকার কারণে যাত্রাপথে তাদের তেমন কোনো জটিলতা হয়নি। নিকারাগুয়া হয়ে কয়েকটি মধ্য আমেরিকার দেশ অতিক্রম করে তারা মেক্সিকোতে পৌঁছান। সেখান থেকে টেক্সাস সীমান্ত দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। আর সেখানেই আটক হন মাসুদ।

তাদের হাতে ব্রাজিলিয়ান পাসপোর্ট থাকায় তারা আটক ছিলেন মাত্র ১৭ দিনের মতো। অথচ অন্য অনেকের যাত্রা ছিল ভয়ংকর দীর্ঘ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক। তারা“স্বাধীনতার দেশ”-এ পা রাখলেও, শেষ পরিণতি হয়েছে একই-বন্দি হওয়া এবং অবশেষে বহিষ্কৃত হওয়া।

রবিউল ইসলামও প্রথমে কাজের ভিসা নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাজিলে। উদ্দেশ্য ছিল সেখান থেকে ঝুঁকিপূর্ণ পথ ধরে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানো। ব্রাজিল থেকে পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া অতিক্রম করে তিনি ভয়ংকর দারিয়েন গ্যাপ হয়ে পানামায় পৌঁছান। সেখান থেকে কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস ও গুয়াতেমালা পেরিয়ে অবশেষে মেক্সিকোতে পৌঁছে যান।

মাসুদের মতো তাকেও দালাল ও মানবপাচারকারীদের ওপর ভরসা করতে হয়েছিল। তবে পার্থক্য হলো-রবিউল যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন অ্যারিজোনার সীমান্ত দিয়ে। তার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশি ছাড়াও আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার অন্যান্য অভিবাসীরা।

পরিকল্পনা ছিল, সীমান্তে গিয়ে নিজেরাই আত্মসমর্পণ করবেন। লুকিয়ে থ াকার চেয়ে নিবন্ধিত হওয়া নিরাপদ ভেবেছিলেন সবাই। সেটি প্রায় দেড় বছর আগের ঘটনা, জো বাইডেনের সময়ে। অনেকে ভেবেছিলেন এতে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়ার সুযোগ বাড়বে, কিন্তু রবিউলের অভিজ্ঞতা বলছে বাইডেনের আমলেও বাস্তবতা ছিল একই রকম।

প্রায় দেড় বছর আটক থাকার পর তাকে বের করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, “ভোর ৪টায় নাস্তা, দুপুর ১২টায় লাঞ্চ আর বিকেল ৪টায় রাতের খাবার দিত। ভোর ৪টায় কেউ নাস্তা করে? আর আমাদের জন্য ছিল শুধু বিনস জাতীয় খাবার। বাংলাদেশে কে শুধু বিনস খায়”

মার্কিন স্বপ্নে রবিউল বিপুল পরিমাণ অর্থও খরচ করেছিলেন।

তিনি জানান, ৫০ লাখ টাকার বেশি খরচ হয়ে গেছে“সবই দালালদের হাতে দিয়েছি। তারা আমাদের আমেরিকা পর্যন্ত এনেছিল, কিন্তু সেখানে বসতি গড়া আমার নিয়তিতে ছিল না”

একই ধরনের আর্থিক ক্ষতির কথা বলেছেন হবিগঞ্জের আরেক বাংলাদেশি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ ব্যক্তির ভাই বলেন“আমাদের পরিবার এলাকায় হাসির পাত্র হবে। সবাই জানত আমার ভাই আমেরিকা পৌঁছেছে, এতে একটা গর্ব ছিল। এখন সেই গর্ব লজ্জায় পরিণত হয়েছে”

রবিউল জানান, ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়ই তিনি বিমানটিতে ওঠেন। শুরু থেকেই হাতকড়া ও শিকলে আটকানো হয় তাকে। সন্ধ্যায় ওঠার পরও বিমান উড্ডয়ন করে রাত ১০টার দিকে।

তিনি বলেন“আমাদের প্রথম যাত্রা বিরতি ছিল রোমানিয়ায়। তবে নিশ্চিত হতে পারিনি, কারণ আমাদের বিমান থেকে নামতে দেওয়া হয়নি। হয়তো কাতারেও থেমেছিল। আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম পাকিস্তানে নেমে, কারণ তখন পাকিস্তানি যাত্রীদের নামানো হয়”

এরপর নামানো হয় নেপালিদের। আর অবশেষে ৫ সেপ্টেম্বর রাত প্রায় ১২টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় বিমান। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফেরত যাওয়া যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও দীর্ঘায়িত হয়েছিল।

“টয়লেটে যাওয়ার সময় শুধু এক হাত খোলা হতো আমাদের। এরপরেই আবার হাতকড়া পরানো হতো। কিন্তু প্রস্রাবের সময় কোনোভাবেই হাতকড়া খোলা হয়নি” বলেন রবিউল।

“ঘন্টার পর ঘন্টা শিকলে আটকে থাকার পর যদি হাতকড়া সামান্য আলগা করতে বলতাম, তারা বলত-না, এভাবেই ঠিক আছে। কোনো অজুহাত দেখাবে না”

খাবারের সময়ও ছিল অমানবিকতা। যাত্রীরা মাথা নিচু করে থাকতেন, আর পাশে বসা কোনো সহযাত্রী-যার হাত সামনের দিকে বাঁধা থাকত-সে-ই মুখের দিকে খাবার ঠেলে দিত।

ক্ষোভজড়িত কণ্ঠে মাসুদ সহমত পোষন করে বলেন,“আমাদের খাবার খাওয়ার অবস্থা ছিল এরকমই অদ্ভুত ও অমানবিক”

তবে তার দুর্দশা এখানেই শেষ নয়। এখন আবার কোনো ঝামেলা ছাড়া ব্রাজিলে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজতে হবে তাকে, যাতে সেখানে ফেরত পাঠানো হলে স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে দেখা মেলে।

তিনি বলেন,“সেখানে আমার কাজ ছিল, আমি নতুন করে জীবন গড়তে পারি। কিন্তু সাহায্যের জন্য কার কাছে যাব জানি না”

মানবাধিকারকর্মী রেজাউর রহমান লেনিন মনে করেন, কেউ যদি সত্যিই আইন ভঙ্গ করে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাকে গ্রেপ্তার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেই পারে“কিন্তু আমরা যা দেখছি, তা অন্যরকম”

তার মতে, ট্রাম্প প্রশাসন আসলে এক ধরনের নির্দিষ্ট শ্রেণির নাগরিককে লক্ষ্যবস্তু করছে। এমনকি কেউ কেউ বৈধভাবে থাকার অনুমতি নিয়েছেন, আশ্রয়ের আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকে কর দিচ্ছেন-তাদেরও বহিষ্কারের শিকার হতে হচ্ছে। প্রশ্ন জাগছে, এই বহিষ্কারগুলো আদৌ আইনসম্মত কি না।

লেনিন বলেন“তারপর আছে পদ্ধতির বিষয়। কেউ আক্রমণাত্মক না হলে তাকে হাতকড়া পরানো যুক্তিসঙ্গত নয়। আটক ব্যক্তিদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ বেআইনি”

তিনি আরও বলেন“এসব অভিযোগ জাতিসংঘে উত্থাপন করা উচিত। সেখানে বাংলাদেশও আছে। প্রবাসে নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হলে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং মর্যাদার প্রশ্ন তোলে। মনে হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনকেই সম্মান করা হচ্ছে না-দুই পক্ষই ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে”

জাতিসংঘে ড. ইউনূসের সফরসঙ্গীর

৯ পৃষ্ঠার পর

সফরসঙ্গীদের সংখ্যা নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সাম্প্রতিক দাবি ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং যাচাই-বাছাইবিহীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট থেকে নেওয়া।'

প্রেস সচিব উল্লেখ করে বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টার বর্তমান প্রতিনিধি দল অতীতের হাসিনা আমলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট এবং অনেক বেশি মনোযোগী, কর্মঠ ও ফলাফলমুখী।'

হতাশাজনক উল্লেখ করে শফিকু আলম বলেন, 'টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছতার পক্ষে কাজ করছে এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক সমাজ সংগঠন। তবে যাচাই করা তথ্যের পরিবর্তে গুজব ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভুয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করে জনসম্মুখে বিবৃতি দেওয়া হতাশাজনক।'

প্রেস সচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবারের প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ৬২, যা টিআইবির দাবি করা ১০০-এর বেশি নয়। গত বছর প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিল ৫৭ জন, তবে এতে প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে ভ্রমণ করা ছয়জন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বলেও তিনি পরিষ্কার করেন।

শফিকুল আলম জানান, এবারের সফরসঙ্গীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিরাপত্তা কর্মকর্তা, যারা প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালন করছেন। 'আওয়ামী লীগের সমর্থকদের পক্ষ থেকে আসা প্রকাশ্য হুমকির কারণে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অনেক কর্মকর্তা প্রতিদিন টানা ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছেন' বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি আরও জানান, গত পাঁচ দিনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল অন্তত এক ডজন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছে, যার মধ্যে ছয়টির বেশি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অন্তর্ভুক্ত।

প্রেস সচিব বলেন, 'প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য হলো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মতো বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক আসরে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ তুলে ধরা, যেখানে বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।'

তিনি উল্লেখ করেন, এবারের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে, এমন সময়ে যখন 'বিভিন্ন মহল দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।'

প্রেস সচিব অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছে এবং বিদেশে লবিং করছে, যেখানে কিছু আন্তর্জাতিক মহলের নীরব সমর্থনও রয়েছে।

তিনি জানান, সফরসঙ্গী তালিকায় এমন ব্যক্তিরাও আছেন, যারা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য রোহিঙ্গা সম্মেলনে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। এটি প্রমাণ করে যে জরুরি মানবিক ও নিরাপত্তা ইস্যুতে ঢাকা নেতৃত্ব অব্যাহত রেখেছে।

এছাড়া কয়েকজন উপদেষ্টা আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি দলের বাইরে থেকেও বৈশ্বিক সমকক্ষদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন। পাশাপাশি দেশের জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদেরও এ সফরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাদের সহায়তায় বেশ কিছু কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রেস সচিব বলেন, 'এই অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে আমরা

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ জন্মলাভ করে। কিন্তু যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা বিশাল আত্মত্যাগ করেছিলাম তা গত পাঁচ দশকে বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বারবার আমাদের ছেলে মেয়েদের নেতৃত্বে আমাদের জনগণকে অসংখ্য ত্যাগ স্বীকার করে সে অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে।"

তিনি বলেন, "এ বছর আমরা 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের' প্রথম বার্ষিকী পালন করেছি-যে অভ্যুত্থানে আমাদের তরুণসমাজ স্বৈরাচারকে পরাভূত করেছিল, যার ফলে আমরা বৈষম্যমুক্ত ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অভিযাত্রা নতুনভাবে শুরু করতে পেরেছি। সেই বৈষম্যমুক্ত ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে ও আমার সহকর্মীদের। ভেঙে পড়া রাষ্ট্র কাঠামোকে পুনর্গঠন করে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের। যে বিপুল জনসমর্থনের মাধ্যমে আমরা দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তার প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্যে সহজ পথ ছিল নির্বাহী আদেশে সংস্কার কাজগুলো করা। কিন্তু আমরা বেছে নেই কঠিন পথ-অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পথ।"

প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন, "আমাদের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতার ভারসাম্যপূর্ণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা-যেখানে আর কোনো স্বৈরশাসকের আবির্ভাব হবে না, কোনো নির্বাচিত নেতা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্বরূপকে ক্ষুণ্ন করতে পারবে না, কিংবা রাষ্ট্র ও জনগণের রক্ষকরা ভক্ষকে পরিণত হতে পারবে না।" "শাসন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম, নারী অধিকারসহ সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য আমরা ১১টি স্বাধীন সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠা করি। কমিশনগুলো জনমত যাচাই ও গভীর পর্যালোচনা করে বিস্তারিত সংস্কার কার্যক্রম সুপারিশ করে," যোগ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, "এ সংস্কার সুপারিশগুলো টেকসইভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমরা একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করি যারা ৩০টির বেশি রাজনৈতিক দল ও জোটকে নিয়ে আলোচনায় বসে। এ কমিশনের লক্ষ্য ছিল সংস্কার প্রস্তাবগুলোর প্রতি দলমত নির্বিশেষে একটি টেকসই সামাজিক অঙ্গীকার তৈরি করা। আমাদের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ সফল হয়। আমরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে 'জুলাই ঘোষণা'র মাধ্যমে এই সংস্কার কার্যক্রমের প্রতি আমাদের সময়াবদ্ধ অঙ্গীকার ব্যক্ত করি। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে যেই দলই জনগণের সমর্থন পাক না কেন, সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর কোনো অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকবে না।"

"আপনারা জানেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাশাপাশি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করবার জন্য আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে নাগরিকবান্ধব সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছি," বলেন প্রধান উপদেষ্টা।

যুবশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত না করে টেকসই

৯ পৃষ্ঠার পর

বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি। তিনি অনুষ্ঠানে 'বিশ্ব যুব কর্মসূচি'র চেয়ারপারসনকে উচ্চ পর্যায়ের এই যুব বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, পঁচাশি বছর বয়সে এসে আজকের আলোচ্য বিষয় 'অন্তঃপ্রজন্মীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বৈশ্বিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা'র গভীরতা আমি অনুভব করছি। গত বছর বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যুবশক্তির অসাধারণ ক্ষমতা। তারা সাহসের সঙ্গে বহু বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়েছে, আমাদের জাতির পথ পুনর্নির্ধারণ করেছে এবং আমাকে সংস্কার ও গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দায়িত্ব দিয়েছে।

তিনি বলেন, যুবরা বিশ্বে পরিবর্তনের এজেন্ট। কিন্তু তারা প্রথমেই ভোগেন বৈষম্য, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, সংরক্ষণবাদ এবং ডিজিটাল বিভাজনের নেতিবাচক প্রভাব। প্রধান উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলেন, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বেকারত্ব। যুব বেকারত্ব প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় চারগুণ বেশি, বিশেষত নিম্ন আয়ের দেশে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আমরা একটি জাতীয় যুব উদ্যোক্তা নীতি চালু করেছি, যা অর্থ, দক্ষতা ও বাজার প্রবেশ নিশ্চিত করে। এর ফলে যুবরা চাকরিপ্রার্থী নয়, চাকরি সৃষ্টিকারী হয়ে উঠবে। আমরা স্বাধীন সংস্কার কমিশনগুলোতে যুব অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি এবং একটি জাতীয় নীতি প্রতিযোগিতা চালু করেছি, যাতে যুবদের কণ্ঠস্বর গণতান্ত্রিক নবায়নে অন্তর্ভুক্ত হয়। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে 'যুবদের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি', 'ভবিষ্যতের জন্য চুক্তি', 'জাতিসংঘের যুব নীতি ২০৩০' এবং 'যুব, শান্তি ও নিরাপত্তা' এজেন্ডাকে সমর্থন করে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, কোনো দেশ একা যুবশক্তিকে ক্ষমতায়িত করতে পারে না। বাধা দূর করতে, ন্যায় নিশ্চিত করতে এবং অন্তঃপ্রজন্মীয় নেতৃত্বকে উৎসাহিত করতে বৈশ্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। নয়তো হতাশা অশান্তিতে রূপ নিতে পারে, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, মূল কথা খুব সহজ-আমাদের ভবিষ্যৎ একা বহন করতে হবে না। আমাদের শুধু যুবদের তাদের অধিকার, নিরাপদ স্থান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তারা সঠিকভাবে নির্বাচন করবে-নিজেদের জন্য, পৃথিবীর জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য।সূত্র : বাসস

জামায়াতকে রুখতে আরেক

৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামাত নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে পাকিস্তান সেনার পক্ষে কাজ করেছিলেন।

রাজাকার, আল বদর ঘাতকবাহিনীর সদস্য হিসাবে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে একাধিক জামাত নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে। হাসিনার জমানায় কয়েক জনের সাজাও হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। অন্য দিকে, খালেদার স্বামী তথা বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান পাক সেনার প্রথম বাঙালি অফিসার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই জিয়াও স্বাধীনতার অন্যতম ঘোষক বলে পরিচিত। ২০১০ সালে গঠিত হেফাজতে ইসলামপন্থী দল হলেও তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি পাকিস্তান ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ নেই।

অর্থ উপার্জনকারীদের হাতে

৯ পৃষ্ঠার পর

জন্য স্বাস্থ্যসেবা খাতে সামাজিক ব্যবসার পক্ষেও কথা বলেন।

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম, এনসিপি নেতা ডা. তাসনিম জারা ও ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. আসিফ সালেহ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি খুব সন্নিকটে

৭ পৃষ্ঠার পর

মন্তব্য এমন একসময়ে এসেছে, যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছেন, হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার কাজ তারা শেষ না করা পর্যন্ত থামবে না।

সিএনএন জানিয়েছে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ফাঁকে ট্রাম্প ও শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা একটি ২১ দফা শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছেন। সূত্রের বরাত দিয়ে জানা গেছে, এই পরিকল্পনায় সব জিম্মির মুক্তি ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া গাজায় হামাসবিহীন শাসনব্যবস্থার কাঠামো এবং ধীরে ধীরে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলের সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাবও এতে রয়েছে।

গত মঙ্গলবার ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেওয়া আরব নেতারা এই পরিকল্পনার বড় একটি অংশকে সমর্থন করেছেন বলেও জানা গেছে। তবে তাঁরা কিছু সংশোধনী ও নতুন শর্ত যুক্ত করার প্রস্তাবও দিয়েছেন বলে দুই আঞ্চলিক কূটনীতিক জানিয়েছেন।

এর আগেও ট্রাম্প গাজা যুদ্ধ সমাধানের কাছাকাছি পৌঁছেছেন বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন, যদিও পরে সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। তবুও তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, এই সংঘাতের দ্রুত অবসান দেখতে চান তিনি।

আগামী সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউসে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউসে পাকিস্তানের

৬ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে কথা বলায় প্রায় ৩০ মিনিট বিলম্বিত হয়। বৈঠকটি প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট স্থায়ী হয়।

হোয়াইট হাউসের প্রেস পুল থেকে বৈঠকের আগে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ এবং ফিল্ড মার্শাল মুনির ওভাল অফিসে সোনার গিল্টি করা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছেন। ওই সময় ট্রাম্প ব্রিফিংয়ে ব্যস্ত। এ সময় পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে হোয়াইট হাউসের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও কক্ষে প্রবেশ করে দুই নেতাকে স্বাগত জানান।

এটিই যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকারের প্রধানের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক। ছয় বছর আগে ২০১৯ সালের জুলাইয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, 'একজন মহান নেতা' হোয়াইট হাউসে আসছেন। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কাছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং ফিল্ড মার্শাল আসছেন...[তিনি] একজন মহান, মহান ব্যক্তি এবং প্রধানমন্ত্রীও তা-ই!

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বৈঠকে যোগ দিতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়েও সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ নির্বাহী আদেশের ব্রিফিংয়ের সময় সাংবাদিকদের বলেন, 'তাঁরা আসছেন এবং তাঁরা হয়তো এই মুহূর্তে এই কক্ষেই আছেন। আমি জানি না, কারণ আমাদের দেরি হয়ে গেছে।'

তবে, বৈঠকটিতে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। ট্রাম্প সাধারণত এটি করেন না। কারণ তিনি সাধারণত নির্বাচিত সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যানকে ওভাল অফিসে ছবি তোলার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই বৈঠক সম্পর্কে রেডিও পাকিস্তানের আগের প্রতিবেদন অনুসারে, দুই নেতার মধ্যে 'পারস্পরিক স্বার্থ এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি' নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।

এ বৈঠকট এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন।

এর আগে, নিউইয়র্কে একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে, মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পাকিস্তানি দৈনিক ডনের সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জানান, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদের মধ্যে সম্পর্ক 'ধীরে ধীরে উষ্ণ হচ্ছে'।

বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে মোকাবিলার জন্য ভারতকে মিত্র হিসেবে দেখে আসছে। অন্যদিকে পাকিস্তানকে চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করেছে। ভারতীয়দের জন্য ভিসা কঠিন করে তোলা, ভারতীয় পণ্যের ওপর ওয়াশিংটনের আরোপিত উচ্চ শুল্ক এবং গত মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত উত্তেজনা বন্ধে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করেছেন- প্রেসিডেন্টের বারবার এমন দাবি ভারতের প্রত্যাখ্যান করা- এসব বিষয় সম্পর্ক ক্রমেই জটিল করে তুলেছে।

ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। শুধু তা-ই নয়, রাশিয়া থেকে ভারত যদি তেল কেনা বন্ধ না-করে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। কিন্তু পাকিস্তানের পণ্যে মাত্র ১৯ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। সেই শুল্কের হারও কমানোর চেষ্টায় আছে পাকিস্তান সরকার। বৃহস্পতিবারে বৈঠকে শুল্ক নিয়ে আলোচনা হয়েও থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ মঙ্গলবার ট্রাম্পের সঙ্গে গাজায় ইসরায়েলের হামলার বিষয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি দেশের নেতাদের এক বৈঠকে যোগ দেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন।

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ নিউইয়র্কে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও দেখা করেন। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধির ভাগ করা আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সঙ্গে 'গঠনমূলক ও দূরদর্শী সম্পর্ক' জোরদার করার জন্য পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

মুহাম্মদ ইউনূস দুই দেশের সম্পর্ক গভীর করার জন্য পাকিস্তানের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সংযোগ বাড়ানোর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ওষুধের ওপর ট্রাম্পের ১০০ শতাংশ

৬ পৃষ্ঠার পর

না। তিনি আরও শুল্ক আরোপ করতে চাইছেন এবং একে বিস্তৃত পরিসরে ব্যবহার শুরু করেছেন। তিনি মনে করেন, করগুলো তাঁর দেশের সরকারের বাজেট ঘাটতি কমাতে এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'রখানা "করছে" বলতে বোঝানো হবে, "জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে" অথবা "নির্মাণ শুরু হয়েছে"। (যুক্তরাষ্ট্রে) যদি (অন্য দেশের) কোনো কারখানার কাজ শুরু হয়ে থাকে, তবে তার ওষুধে শুল্ক আরোপ করা হবে না। এ বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।'

সর্বশেষ শুল্ক ব্যবস্থায় ট্রাম্প রান্নাঘরের কেবিনেট ও বাথরুম ভ্যানিটির ওপর ৫০ শতাংশ, আসবাবপত্রের ওপর ৩০ শতাংশ ও ভারী ট্রাকের (বেশি ওজনের পণ্যবাহী ট্রাক) ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন।

যদিও ট্রাম্প নতুন শুল্ক আরোপের আইনি ব্যাখ্যা দেননি, তবু তিনি বলেছেন, করগুলো '(মার্কিন) জাতির নিরাপত্তা ও অন্যান্য কারণে' জরুরি। শুল্ক বা করের মতো বিষয় সাধারণত মার্কিন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই মনে হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প নিজের ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।

ভারত কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওষুধ রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার। ২০২৪ অর্থবছরে ভারতের ২৭.৯ বিলিয়ন (২,৭৯০ কোটি) ডলার মূল্যের ওষুধ রপ্তানির মধ্যে ৩১ শতাংশ বা ৮.৭ বিলিয়ন (৮৭০ কোটি ডলার বা ৭৭,১৩৮ কোটি রুপি) ডলারের ওষুধ যুক্তরাষ্ট্রে গেছে। ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে আরও ৩.৭ বিলিয়ন (৩৭০ কোটি ডলার বা ৩২,৫০৫ কোটি রুপি) ডলারের ওষুধ রপ্তানি করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত জেনেরিক ওষুধের ৪৫ শতাংশের বেশি ও বায়োসিমিলার ওষুধের ১৫ শতাংশ ভারত সরবরাহ করে। ড. রেড্ডিজ, অরবিন্দ ফার্মা, জাইডাস লাইফসায়েন্সেস, সান ফার্মা ও গ্ল্যান্ড ফার্মার মতো প্রতিষ্ঠান তাদের মোট আয়ের ৩০৫০ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে অর্জন করে।

ট্রাম্পের নতুন শুল্ক মূলত ব্র্যান্ডেড ও পেটেন্টপ্রাপ্ত ওষুধকে নিশানা করছে, যেখানে বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আধিপত্য রয়েছে। কিন্তু ভারত থেকে আসা জটিল জেনেরিক ও বিশেষ ওষুধও কি এ শুল্কের আওতায় পড়বে, তা অজানাই রয়ে গেছে। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর যুক্তরাষ্ট্রে নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তারা ভারতের তৈরি সস্তা জেনেরিক ওষুধের ওপর নির্ভরশীল। শুল্ক বাড়লে ওষুধের দাম বাড়বে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে এবং ওষুধের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কম মুনাফায় কাজ করছে, তাই শুল্ক আরোপ হলে তারা খরচ সামলাতে পারবে না এবং শেষ পর্যন্ত তা মার্কিন ভোক্তা বা বিমা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দেবে।

ট্রাম্প ইতিমধ্যে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ 'দণ্ড' আছে রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখায়।

বাগরাম বিমানঘাঁটি ফেরত না

৭ পৃষ্ঠার পর

দোকান ছিল। এছাড়াও এখানে একটি বিশাল কারাগারও ছিল।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশাল এই ঘাঁটি রক্ষা করা আদতে কঠিন হবে এবং এর পরিচালনা ও রক্ষায় ব্যাপক লোকবল লাগবে।

আলোচনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র তালেবানের কাছ থেকে বাগরাম ঘাঁটি পুনর্দখলে সফল হলেও সেটি আফগানিস্তানে সক্রিয় ইসলামিক স্টেট বা আল-কায়েদার মতো নানা হুমকি থেকে রক্ষা করতে হবে।

এছাড়া ঘাঁটিটি ইরানের উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঝুঁকিতেও পড়তে পারে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালানোর পর তেহরান কাতারে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে।

এবার ওষুধের ওপর ১০০% শুল্ক

৬ পৃষ্ঠার পর

ওপর ৩০% শুল্ক আরোপ করবেন। এসব নতুন শুল্ক আগামী ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। ব্র্যান্ডেড বা পেটেন্ট করা যেকোনো ওষুধের ওপর নতুন ১০০% শুল্ক প্রযোজ্য হবে, যদি না সেই কোম্পানি এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন কারখানা তৈরি শুরু করে থাকে।

ভারী ট্রাকের ওপর নতুন শুল্ক মার্কিন উৎপাদকদের অন্য দেশের অন্যায্য প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করতে নেওয়া হয়েছে।

আবার রান্নাঘর ও বাথরুমের কেবিনেট এবং কিছু আসবাবের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের কারণ হলো, এসব পণ্যের বড় পরিমাণে আমদানি স্থানীয় উৎপাদকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'অন্যান্য দেশ থেকে এসব পণ্যের বড় ঢল যুক্তরাষ্ট্রে নেমেছে।' 'ফার্মাসিউটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অব আমেরিকা' নতুন ওষুধ শুল্কের বিরোধিতা করেছে। তারা জানায়, এ বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত ওষুধের উপাদানের ৫৩% দেশেই তৈরি হয়, বাকিটা আসে ইউরোপ ও অন্যান্য মার্কিন মিত্রদেশ থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্সও নতুন ট্রাক শুল্ক আরোপ না করার পরামর্শ দিয়েছে। তারা বলেছে, শীর্ষ পাঁচটি আমদানি উৎস দেশ হলো মেক্সিকো, কানাডা, জাপান, জার্মানি ও ফিনল্যান্ড-তারা সবাই যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র বা ঘনিষ্ঠ অংশীদার। তাই তারা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোনো হুমকি নয়। মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যম ও ভারী ট্রাকের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক। জানুয়ারিতে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন বলেছে, মেক্সিকো থেকে এসব বড় গাড়ির আমদানি ২০১৯ সাল থেকে তিন গুণ বেড়েছে।

'আপনারা নরকের দিকে

৭ পৃষ্ঠার পর

জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বক্তৃতা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক এই মঞ্চের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ''এদের শুধুই কথা আর কথা! যুদ্ধের ইতি টানতে পারে না।'' ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভারত এবং চিনের থেকে রাশিয়া মদত পাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন অভিযোগ নতুন নয়। ভারতের উপর 'জরিমানা' বাবদ শুল্ক চাপানোর পর থেকে এই অভিযোগ বার বার তুলেছেন তিনি। ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পুনরায় সেই অভিযোগে নয়াদিল্লি এবং বেজিংকে নিশানা করলেন তিনি।

সাবেক এফবিআই পরিচালকের

৬ পৃষ্ঠার পর

করেছেন কোমি। গণমাধ্যমে গোপন তথ্য ফাঁসের অনুমোদন দেওয়ার বিষয়ে অসত্য তথ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

জেমস কোমিকে বহুদিন ধরেই খুব একটা পছন্দ করেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি, কোমিসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক বিরোধীর বিরুদ্ধে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে কঠোরভাবে তদন্তের নির্দেশ দেন ট্রাম্প। আর তারপরই কোমির বিরুদ্ধে এই অভিযোগপত্র এল। ট্রাম্পবিরোধীদের বিরুদ্ধে চলমান এই তদন্তে পাম বন্ডি ছাড়াও আরও রয়েছেন লিন্ডসে হ্যালিগ্যান। বর্তমানে তিনি ভার্জিনিয়ায় ইউএস অ্যাটর্নি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবী ছিলেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'এই অভিযোগপত্র আমাদের বিচার বিভাগের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ, যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।'

আগামী ৯ অক্টোবর ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ার আদালতে অভিযোগগুলো পাঠানো হবে। সেদিন আদালতে আনুষ্ঠানিক হাজিরা দিতে হবে কোমিকে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় শুনানি শুরু হবে।

কোমির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মার্কিন ইতিহাসে নজিরবিহীন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ, জেমস কোমিই প্রথম সাবেক এফবিআই পরিচালক যিনি কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হলেন।

কোমি এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমি এবং আমার পরিবার খুব ভালো করেই জানি, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে খেসারত দিতে হয়। কিন্তু আমরা কখনোই কারও সামনে মাথা নত করে বাঁচব না। কারওই সেভাবে বাঁচা উচিত নয়। আমি নির্দোষ। তাই বিচার হোক।' তিনি আরও বলেন, 'ফেডারেল বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

দোষী প্রমাণিত হলে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে সাবেক এই এফবিআই পরিচালকের।

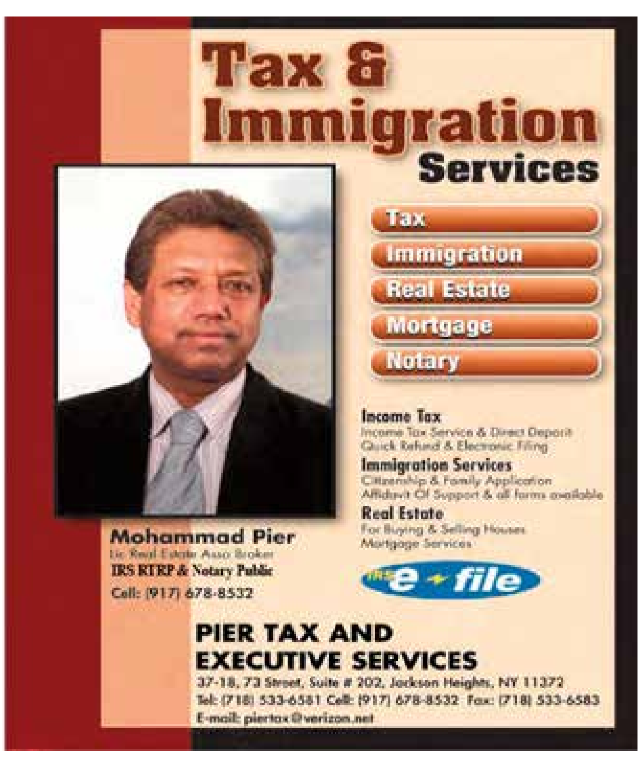

কয়েকটি দলকে টেবিলে বসে

৫ পৃষ্ঠার পর

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে যেসব দেশ যত তাড়াতাড়ি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে গেছে, ওই দেশগুলো ভালো করেছে। আর যে দেশগুলো একটা তর্কবিতর্কে জড়িয়ে বিভিন্ন ইস্যু সামনে এনে নির্বাচনকে বিলম্বিত করেছে, সেসব দেশে গৃহযুদ্ধ, সামাজিক বিভক্তি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে-এটা প্রমাণিত।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ১৪ মাস পরে বাংলাদেশে এখনো তর্কবিতর্ক চলছে উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, 'আমাদের দেশে ১৬ বছর একটা প্রতিনিধিত্বহীন সরকার দেশ চালিয়েছে।...আজকে ১৪ মাসে বাংলাদেশ আবারও প্রতিনিধিত্বহীন একটি দেশ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে জনগণের কোনো প্রতিনিধি নেই। এই সময়ে পুলিশ, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসা ও বিনিয়োগ নিয়ে আমার কোনো প্রত্যাশা নেই।'

জনগণের সমর্থনপুষ্ট একটি শক্তিশালী সরকারের পলিটিক্যাল মাসল (রাজনৈতিক পেশি) থাকে উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, যেটা গত ১৪ মাস ধরে অনুপস্থিত, গত ১৬ বছর ধরেও অনুপস্থিত ছিল। সেই ধারা থেকে পরিবর্তন করতে হলে বাংলাদেশের মানুষের প্রথম প্রত্যাশা হচ্ছে, তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও সংসদ দেখতে চায়। মানুষ এমন সরকার দেখতে চায়, যে সরকার তাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং জবাবদিহি থাকবে। বাংলাদেশে মূল সমস্যা হচ্ছে জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা। যেসব দেশে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট ছিল, সেখানে এই একই সমস্যা ছিল। জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতার অভাবের কারণ তারা অনির্বাচিত সরকার। তারা ক্রমান্বয়ে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট হয়েছে। আমরা তো সেখান থেকে এখনো বের হতে পারছি না।

শেখ হাসিনার শাসনামলেই বিএনপির পক্ষ থেকে 'ভিশন ২০৩০', ২৭ দফা ও ৩১ দফা প্রস্তুত করা হয়েছিল উল্লেখ করে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু বলেন, 'তখন সংস্কারের এত বিস্তারিত একটা কর্মসূচি কোনো দল দেশের সামনে প্রতিষ্ঠা করেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের করা সংস্কার কমিশন, ঐকমত্য কমিশন নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা অংশগ্রহণ করছি। সংস্কার কমিশন হোক আর না হোক, আমাদের ৩১ দফা সংস্কার আমরা বাস্তবায়ন করব।

এই দায়িত্ব কে দিয়েছে

তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ১৪ মাস পরেও কেন ঐকমত্যের আলোচনা করতে হবে, সেই প্রশ্ন রেখে আমীর খসরু মাহমুদ বলেন, 'যতটুকু ঐকমত্য হয়েছে, লেট'স ক্লোজ দ্য চ্যাপ্টার। ঐকমত্যে বাইরে গিয়ে আবার কেন এত আলোচনা করতে হচ্ছে? কেন আমাকে পিআর নিয়ে আলোচনা করতে হবে? পিআর নিয়ে যদি ঐকমত্য না হয়, ক্লোজ দ্য চ্যাপ্টার।...আমরা যতটুকু একমত হয়েছি, এই দায়িত্বটা আমাদের কে দিয়েছে? আমরা কয়েকটি দল টেবিলের চারদিকে বসে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করব, এই দায়িত্ব কে দিয়েছে?'

রাজনৈতিক দলগুলো যদি একমত হয়েও থাকে, সেটাও জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেন বিএনপি নেতা আমীর খসরু। তিনি বলেন, 'আগামী নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আমাদের সংসদে আসতে হবে, এটা পাস করার জন্য। আজকে যদি আমরা সবাই নাকে খত দিয়ে অনেক জিনিসে একমত হয়ে যাই, কালকে যদি দেশের মানুষ সেটা না চায়, ম্যান্ডেট না দেয়, তাহলে কী হবে? আমরা পরিষ্কার করেছি যে ৩১ দফা নিয়ে জনগণের কাছে যাব। কিন্তু তার বাইরে গিয়ে যে এক্সারসাইজ চলছে, এর মাধ্যমে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হচ্ছে।'

ক্ষমতায় যেতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে

জনগণকে রাজনৈতিক দলগুলোর আগামীর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখানোর কথা বলা উচিত বলে মনে করেন সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ। তিনি বলেন, বিএনপি বলেছে ম্যান্ডেট পেলে প্রথম ১৮ মাসে এক কোটি মানুষকে চাকরি দেওয়া হবে। কীভাবে করা হবে, তা জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিককে বিনা মূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হবে। দেশের অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় ঘটেছে, সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদের কৌশল কী হবে, অর্থনৈতিক খাতে কী হবে, দেশি বিদেশি বিনিয়োগ কীভাবে হবে, এসব নিয়েও দলটি কাজ করেছে বলে তিনি জানান।

আমীর খসরু বলেন, সব রাজনৈতিক দলকে এই প্রস্তুতি নিয়েই ক্ষমতায় যেতে হবে। শুধু রাজনীতির গণতন্ত্রায়ণ করলে হবে না, অর্থনীতিরও গণতন্ত্রায়ণ করতে হবে। অর্থাৎ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সবার জন্য সমান সুযোগ থাকতে হবে। এ রকম প্রতিটি সেক্টরকেই গণতন্ত্রায়ণ করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে তর্কবিতর্ক, বিভক্তি সৃষ্টি না করে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথ মার্ধে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

সেমিনারের শুরুতে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতির নির্বাচনের নেতিবাচক দিক ও হঠাৎ পিআরের দাবি সামনে আনার পেছনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ডেমোক্রেসি ডায়াস বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহআলমামুন। অনুষ্ঠানে রাজনীতিকদের মধ্যে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম ও গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান বক্তব্য দেন।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, আসিফ মোহাম্মদ শাহান ও এস এম শামীম রেজা এবং বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মওদুদ হোসেন আলমগীর। সাংবাদিক সোহরাব হাসান, কাজী জেসিন, বিশ্লেষক রেজাউল করিম রনি, কণ্ঠশিল্পী সাজ্জাদ হুসাইন পলাশ, অভিনেতা শাহেদ শরীফ খানসহ আরও কয়েকজন সেমিনারে বক্তব্য দেন।'-সংবাদসূত্র ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো

কুয়ালালামপুরে বিশেষ অভিযানে

৫ পৃষ্ঠার পর

নেপাল, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কার নাগরিকরা আটক হন।

ইমিগ্রেশন ডিরেক্টর ওয়ান মোহাম্মদ সৌপি ওয়ান ইউসুফ জানান, অভিযানে তিনজন স্থানীয়কেও আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অভিবাসী নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, রেস্তোরাঁ পরিচালকেরা বৈধ কর্মীদের আড়ালে অবৈধ অভিবাসীদের কাজে লাগাচ্ছিলেন। আমরা এ ধরনের ধূর্ত কৌশলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব।

অভিযানে ইমিগ্রেশনের পাশাপাশি ডিবিকেএল, কেপিডিএন এবং রয়েল মালয়েশিয়ান পুলিশ যৌথভাবে অংশ নেয়। এ সময় ১৯৭৪ সালের আইন ভঙ্গের দায়ে ৫২টি টেবিল ও ২০৪টি চেয়ার জব্দ করা হয়।

কেপিডিএন ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাঁচটিকে মোট ৫ হাজার ৫০০ রিঙ্গিত জরিমানা করে।

এছাড়া কোম্পানি কমিশন (এসএসএম) আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সাতটি কম্পাউন্ড জারি করেছে। কোন দেশের কতজনকে আটক করা হয়েছে সে বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানায়নি কর্তৃপক্ষ।

আটক অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন আইন ১৯৫৯/৬৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধির অধীনে অবৈধভাবে অবস্থান, মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসা ব্যবহার এবং কাজের পারমিটের অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ওয়ান মোহাম্মদ সৌপি বলেন, এ ধরনের অভিযানের মাধ্যমে রাজধানীতে গড়ে ওঠা তথাকথিত 'ছোট পাকিস্তান'-এর মতো এলাকাগুলোকে পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। তিনি জনগণকেও অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য দিতে আহ্বান জানান।

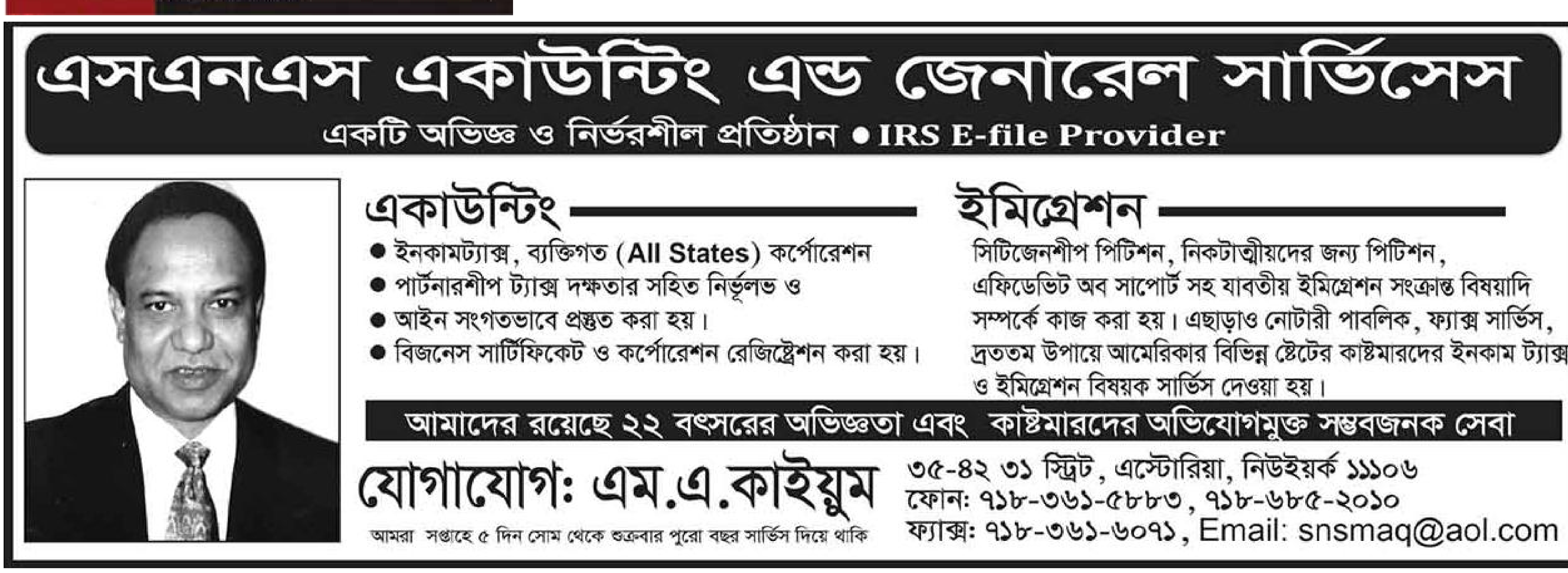

বাংলাদেশে আর কখনও পচা নির্বাচন করব না

৫ পৃষ্ঠার পর

এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচন করব।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা সময়ের ক্রসরোডে দাঁড়িয়ে আছি। চোখ বন্ধ করেও বলা যায়, জুলাই আন্দোলনের প্রধান কারণ প্রহসনের নির্বাচন। আমরা আর কখনও পচা নির্বাচন করব না। পক্ষপাতমূলক নির্বাচনের জন্য মাঠ কর্মকর্তাদের ওপর কোনো চাপ দেওয়া হবে না। কেউ অনিয়ম করলে তার দায়ভার তাকেই নিতে হবে, ইসি কোনো দায়িত্ব নেবে না।'

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএনএম নাসির উদ্দিন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'অতীতে যা কিছু ঘটুক, আমাদের প্রমাণ করতে হবে আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে পারি।' এ সময় তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের হাত উঁচিয়ে শপথ করান আইন মেনে দায়িত্ব পালনের।

সিইসি আরও বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা এখন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। তিনি যাকেই বলছেন, বলছেন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। প্রধান উপদেষ্টার আমাদের প্রতি আস্থা আছে, আমাদের তা প্রমাণ করতে হবে।'

নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, 'অতীতের যেকোনো নির্বাচনের তুলনায় আসন্ন নির্বাচন আরও চ্যালেঞ্জমুখী। আমরা নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে চাই। আমাদের বড় দুটি চ্যালেঞ্জ হলো-এআইয়ের অপব্যবহার রোধ এবং প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। ধাপে ধাপে কাজ চলছে। রাতারাতি কিছু সম্ভব নয়। তবে ভালো নির্বাচনের বিকল্প নেই। জাতি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

তিনি আরও বলেন, কমিশন ইতোমধ্যে পোস্টাল ভোটিং ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উদ্যোগ নিয়েছে। 'বর্তমান নির্বাচন কমিশনের কোনো কৃপণতা নেই, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি ভালো নির্বাচন আয়োজন করতে।'

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক

৫ পৃষ্ঠার পর

স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বলেন, ইসরায়েল ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে আর্থিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এজন্য স্পেন ৫০ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দেবে। গাজাগামী মানবিক সহায়তা বহনকারী স্পেনীয় জাহাজগুলোর ব্যাপারেও তিনি জানান, এগুলো সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ।

মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাদর আবদেলাত্তি জানান, গাজায় ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তুলতে কায়রো ও আম্মান একসঙ্গে কাজ করছে। প্রয়োজনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের বিষয়েও মিসর উন্মুক্ত অবস্থানে রয়েছে।

সবশেষে প্রিন্স ফয়সাল আবারও জোর দিয়ে বলেন, যদি আন্তরিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে, তবে খুব দ্রুতই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তথ্যসূত্র : টিআরটি ওয়ার্ল্ড

'রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে বাংলাদেশের

৫ পৃষ্ঠার পর

১০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে, যা সম্পূর্ণ কার্বনমুক্ত। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় পাওয়া হবে।' উল্লেখ্য, গত ২৫ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড অ্যাটমিক উইক -এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ৬ সাংবাদিকসহ বিশ্বের শতাধিক দেশের প্রায় দুই হাজার গণমাধ্যমকর্মী অংশ নিচ্ছেন।

পরিচয় এর
৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি
উপলক্ষে সকল পাঠক,
পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা
ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
– সম্পাদক

জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি - আওয়ামী

৫০ পৃষ্ঠার পর

ফ্লোরিডা, কানেকটিকাট, পেনসেলভেনিয়া প্রভৃতি ষ্টেট বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা বিচ্ছিন্নভাবে সমাবেশে অংশ নেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক নেতাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে সমাবেশ করতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি না থাকায় দলের কার্যক্রম স্থবিরতা দেখা দিয়েছে এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে বিভক্তিও পরিলক্ষিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি আলহাজ্ব সোলায়মান ভূঁইয়া, সামসুল ইসলাম মজনু, নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, এমদাদুল হক কামাল, আনোয়ার হোসেন, বাবর উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, আখতার হোসেন বাদল, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ ও গিয়াস উদ্দিন, জাতীয়তাবাদী মহিলাদল নেত্রী মাহামুদা শিরিন প্রমুখের নেতৃত্বে সাবেক নেতাদের ব্যানারে দলীয় নেতা কর্মীরা জাতীয় পতাকা হাতে নানা শ্লোগান তুলে সমাবেশ স্থল প্রকম্পিত করে তুলেন।

এছাড়াও সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, ফ্লোরিডা বিএনপির সাবেক সভাপতি দিনাজ খান, বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, পারভেজ সাজ্জাদ, নীরা রব্বানী, কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতেন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির চৌধুরী, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাফ ফারুক শাহীন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস-এর সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নেতা সাইফুর খান হারুন, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির সভাপতি মওলানা ওয়ালিউল্লাহ, সিটি বিএনপি (উত্তর)-এর আহ্বায়ক আহ্বাব চৌধুরী খোকন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল ইসলাম মজনু ও সদস্য সচিব জাকির হাওলাদারের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ফজলুর রহমান, এডভোকেট বদরুল হায়দার তোতা, এডভোকেট খন্দকার জাকির, মাহবুবুর রহমান, মিজানুর রহমান, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ সমাবেশে অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, জেএফকে বিমানবন্দরে দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অসম্মানিত করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনের জন্য তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ফেব্রুয়ারীতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানান।

এদিকে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন বেলা ২টার দিকে উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সমাবেশ শেষ করার ঘোষণা দিয়ে চলে যাওয়ার সময় কয়েকজন বিক্ষুব্ধ কর্মী তাকে উদ্দেশ্য করে গালাগাল করেন এবং নাজেহাল করার চেষ্টা করেন। এসময় দলের অন্যান্য নেতারা তাকে রক্ষা করে নিরাপদে নিয়ে যান। উল্লেখ্য, বিএনপি'র সমাবেশের মাঝে দুপুরে জুম্মার নামাজ আদায় করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস ভাষনের সময় জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক : জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের অন্তর্বরতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ প্রদানের দিন শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দলীয় ব্যানারে জাতিসংঘ ভবনের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। ম্যানহাটানের ফাস্ট এভিনিউ ও সেকেন্ড এভিনিউ'র মাঝে ৪৭ স্ট্রীট সংলগ্ন পার্কে আয়োজিত সমাবেশে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা- *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি - আওয়ামী

৪৪ পৃষ্ঠার পর

কর্মী অংশ নেন। সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে দলীয় নেতাকর্মীরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পাশাপাশি 'জয়বাংলা, জয়বাংলা' সহ নানা শ্লোগানে এলাকা প্রকম্পিত করে তোলেন। মূলত: বেলা ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ছাড়াও যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও মহিলা লীগ সহ বিভিন্ন ষ্টেট থেকে আগত

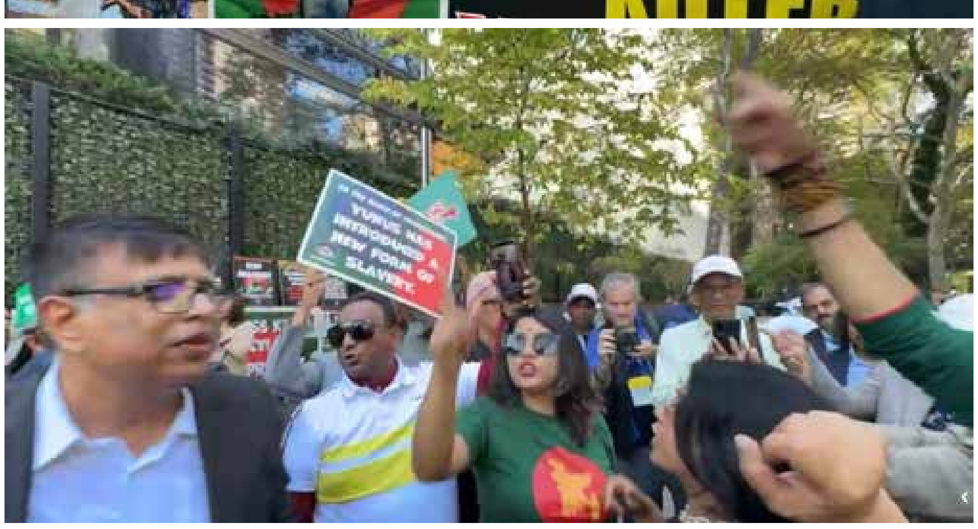

দলীয় নেতা-কর্মীরা সমাবেশ থেকে ড. ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান তুলেন। তারা শেখ হাসিনাকে 'প্রধানমন্ত্রী' উল্লেখ করে তার পক্ষেও নানা শ্লোগান তুলেন।

সমাবেশে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে এম ফজলুল রহমান, ডা. মাসুদুল হাসান, ডা. মানিক, আব্দুল হাসিব মামুন, মহিউদ্দিন দেওয়ান, সোলায়মান আলী, দুলাল মিয়া এনাম, মিসবাহ আহমেদ, ফরিদ আলম, দরুদ মিয়া রনেল, শাহানা রহমান, আজমল হোসেন শাহীন, শেখ আতিক, রফিকুর রহমান, ইমদাদ চৌধুরী, ইকবাল হোসেন, এ্যানি ফেরদৌস, মিনহাজ আহমেদ সাম্মু এবং ভার্জোনিয়া ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জি

আই রাসেল প্রমূখ অংশ নেন।

এদিকে জাতিসংঘ ভবনের সামনে কড়া নিরাপত্তায় নিরাপদ দূরত্বে আওয়ামী লীগ-বিএনপির সমাবশের শেষের দিকে ম্যানহাটানের সেকেন্ড এভিনিউ ও ৪৭ স্ট্রীটের কর্ণারে পুলিশের সামনেই ভার্জেনিয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি জি আই রাসেল বিএনপি কর্মীর হাতে নাজেহাল ও হামলার শিকার হন। এসময় তার গায়েও হাত তোলা হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সিটি পুলিশ তাকে রক্ষা করে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এসময় কান্নাজড়িত কণ্ঠে জি আই রাসেল বলেন, আমি ভুল করে বিএনপি'র সমাবেশের দিকে গেলে বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা আমাকে মেরেছে। পরবর্তীতে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

এছাড়াও সমাবেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ নেতা হৃদয় মিয়ার উপর রিয়াজ নামের এক বিএনপি কর্মী হামলার চেষ্টা করলে তাকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায় বলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দরুদ মিয়া রনেল জানান। পরবর্তীতে হৃদয় মিয়া স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। খবর ইউএনএ'র।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন ও চট্টগ্রামবাসীর

৫০ পৃষ্ঠার পর

সাল থেকে এই মাহফিল উদযাপিত হয়ে আসছে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টার ও রেস্টুরেন্টে বাদ আছর থেকে শুরু হয় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল ও মেজবান (নৈশভোজ) আয়োজন। এবার প্রায় ৩ হাজার প্রবাসী মেজবানে অংশ নিয়ে সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করেছেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রুকলিন বেলাল মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক স্কুলের ইমাম ড. মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী। অনুষ্ঠানে আহবায়কের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন সামসুল আলম চৌধুরী এবং সদস্য সচিব ছিলেন মনির আহমদ, সার্বিক সহযেগিতায় ছিলেন অ্যাটাব প্রেসিডেন্ট ও কর্ণফুলি ট্রাভেল্‌স-এর সত্তাধিকারী মোহাম্মদ সেলিম হারুন।

ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক রাসুল প্রেমিক মুসল্লিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। সকলেই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা শুনেছেন এবং আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করেন।

ড. মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারি মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবকল্যাণে ব্রতী হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়।

তিনি আরো বলেন, মহানবী (সা.)-এর সুমহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। মহানবীর আদর্শ অনুসরণে মুসলমানদের কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ নানামুখী সমস্যায় মহানবীর (সা.) শিক্ষা ও ইবাদত বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

মিলাদ মাহফিলে আল-কোরআন একাডেমির কয়েকজন নতুন হাফেজ ও শিশু শিক্ষার্থীরা নাত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক রাসুল প্রেমিক মুসল্লিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। সকলেই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা শুনেছেন এবং আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া আদায় করেন।

অন্যান্ন বক্তারা বলেন, মহানবী (সা.)-এর সুমহান আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে। মহানবীর আদর্শ অনুসরণে মুসলমানদের কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ নানামুখী সমস্যায় মহানবীর (সা.) শিক্ষা ও ইবাদত বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

আলোচনায় আরো অংশ নেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস বাংলাদেশী এসাসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট ওরাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ, মূলধারার রাজনীতিক ও অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তারেক হাসান খান প্রমূখ ।

তারুণ্যের দিশেহারা ভবিষ্যৎ

২৭ পৃষ্ঠার পর

৩. ডেটা সায়েন্স ও বিগ ডেটা ডেটা অ্যানালাইসিস, ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স
৪. তথ্যপ্রযুক্তি ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামিং, সাইবার সিকিউরিটি
৫. ক্লাউড কম্পিউটিং ও ডেভঅপস অডঝ, অুঁৎব, এড়ড়মষব ঈষড়ঁফ, সিস্টেম অটোমেশন
৬. ফিনটেক (ঋরহঞবপয) ও ডিজিটাল ফাইন্যান্স মোবাইল ব্যাংকিং, ব্লকচেইন, ডিজিটাল পেমেন্ট সল্যুশন
৭. ডিজিটাল মার্কেটিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন ই-কমার্স, সোশ্যাল মিডিয়া, গ্রাফিক্স
৮. হেলথকেয়ার ও মেডিকেল টেকনোলজি মেডিকেল সহকারী, টেলিমেডিসিন
৯. গ্রিন এনার্জি ও এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি সোলার, উইন্ড ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
১০. কনস্ট্রাকশন ও ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং টেস্টিং, নবায়নযোগ্য শক্তি
১১. কৃষি প্রযুক্তি স্মার্ট ফার্মিং, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ
১২. ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ও বিনোদন শিল্প চলচ্চিত্র, গেম ডেভেলপমেন্ট, মিউজিক টেকনোলজি
১৩. বিজনেস ও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সিং মডেল
১৪. টেক্সটাইল ও গার্মেন্টসের হাই-টেক সেক্টর অটোমেশন ও ডিজাইন টেকনোলজি
১৫. ট্রান্সপোর্ট ও লজিস্টিক স্মার্ট সাপ্লাই চেইন, ডেলিভারি ম্যানেজমেন্ট

উপরের সবগুলো বিষয় এখন সময়ের প্রয়োজনে শিখতে হবে। তবে সবার আগে এআই'র কথা কেন বলছি, সেটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রযুক্তির উৎকর্ষ আর তার সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি শিক্ষা-এই দুইয়ে মিলে বিশ্ব আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অথচ আমরা সে গতিতে এগোতে পারিনি, এটা বলাই বাহুল্য। এতদিন আমরা পিছিয়ে থেকেও ধীরে ধীরে এগিয়েছি, কিন্তু সামনে আর সেটা সম্ভব নয়। কারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই পুরো খেলার ধরণটাই বদলে দিচ্ছে।

ভাবুন, 'জাভা' একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা। একে শিখতে যেমন সময় লাগে, তেমনি এর ব্যবহার করে কাজ করতে গেলেও আগে অনেক সময় লাগত। শুধু একটি বেসলাইন তৈরি করতেই দীর্ঘ সময় চলে যেত, অনেক মানুষকে একসাথে কাজ করতে হতো। কিন্তু এখন এআই এজেন্ট সবকিছুই করে দিচ্ছে। ফলে সময় যেমন লাগছে না, তেমনি প্রয়োজন পড়ছে না এত মানুষেরও। এতে কিছু মানুষ কাজ হারাচ্ছে। এতদিন একটি দক্ষতা দিয়েই লাখ লাখ মানুষ কাজ পেয়েছে, এখন সেই সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে এআই।

এইভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এআই তার প্রভাব বিস্তার করছে। কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে, আর বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে শুরু থেকেই কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্য ও উচ্চস্তরের কাজে দক্ষ হতে হবে। তাই এখনই সময় এজেন্টিক এআইকে ভালোভাবে বোঝা এবং শেখার। কারণ, যারা এটা রপ্ত করতে পারবে তারাই ভবিষ্যতে এগিয়ে থাকবে।

এজেন্টিক এআই মানে হলো এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যা নিজে থেকে কাজ করতে পারে। এটি নিজের লক্ষ্য ঠিক করতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সবসময় মানুষের সাহায্য ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

নিবন্ধের শুরুতে আমি দুটি প্রশ্ন রেখেছিলাম-আমাদের তরুণরা কি বিদেশে গিয়ে শুধু উবার চালাবে? তারা কি কেবল অদক্ষ কাজই করবে, নাকি কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াবে? উত্তর একটাই-নিশ্চয়ই না। উপরের কর্মপরিকল্পনা থেকেই তা পরিষ্কার। আমরা চাই আমাদের তরুণরা বিদেশে যাবে তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতা নিয়ে, বড় বড় কাজে অবদান রাখার জন্য। আবার তারা চাইলে দেশে বসেও শেষ করতে পারবে আন্তর্জাতিক প্রকল্প। এতে তারা যুক্ত হতে পারবে গ্লোবাল জব পোর্টাল বা আউটসোর্সিংয়ের সুবিধার সঙ্গে। অনলাইনে তারা খুঁজে নেবে আন্তর্জাতিক বাজারের কাজ। এজন্য অনলাইনে আন্তর্জাতিক ডিগ্রি বা ভেন্ডর সার্টিফিকেশন সম্পন্ন করে নিজেদের আরও প্রস্তুত করে তুলতে পারে। অন-ক্যাম্পাসের পাশাপাশি ডব্লিউইউএসটি'র গ্লোবাল ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রি দিচ্ছে, যা বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে অর্জন করা সম্ভব। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে বসেই অর্জন করতে পারে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। এসব অনলাইন ডিগ্রি সিঙ্ক্রোনাস ও অ্যাসিঙ্ক্রোনাস উভয় মডেলে তৈরি, যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে সরাসরি ল্যাবে বসে কাজ করার অভিজ্ঞতা কিংবা শেখার পরিবেশ অনুভব করতে এবং শিখতে পারে। এভাবে, যখন প্রতিটি শিক্ষার্থীর ঝুলিতে ডিগ্রির পাশাপাশি স্কিল যুক্ত হবে, তখনই সেটাই তাদের উন্নত ক্যারিয়ারের পথে এগিয়ে নেবে।

তাছাড়া আমাদের তরুণরা স্রেফ কাজই খুঁজবে না। দক্ষতা নিয়ে তারা নিজেরাই হয়ে উঠবে একেকজন উদ্যোক্তা। তারা কাজ খুঁজবে না বরং তারা কাজ দেবে। সে ক্ষেত্রেও রয়েছে ডব্লিউইউএসটির বিশেষ উদ্যোগ-বিজনেস ইনোভেশন ও ইনকিউবেশন সেন্টার। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হবার উৎসাহ যোগানো হয়। আর শুধু স্বপ্নই দেখানো হয় না, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে উদ্যোক্তা হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহেও থাকছে তহবিল। যখন দক্ষ কোনো হাতে মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব হবে, তখন সে উদ্যোগ সাফল্যে রূপ নেবেই। এতে কর্মসংস্থান বাড়বে।

এখানে প্রস্তাব হিসেবে সরকারের কাছে পরামর্শ থাকবে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম লক্ষ্যস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪ লাখ ২৫ হাজার ৮৩২ জন শিক্ষার্থী (সূত্র: বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট)। এবং আমি ধারণা করি, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ হাতে বের হয়ে এরাই সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়ে। কারণ কর্মক্ষেত্রে তাদের যেসব জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পায় না। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকেই উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যাপ্লায়েড ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করা সম্ভব। তাতে সবচেয়ে অ্যাফোর্ডেবল ও অ্যাকসেসবল বিশ্ববিদ্যালয়টিই একসময় হয়ে উঠতে পারবে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার সূতিকাগার, যা তাদের ক্যারিয়ারের পথেও উপযোগী হবে, তাহলে ভবিষ্যতের যে বাংলাদেশ আমরা চাই, সে দিকেই আমরা ধাবিত হতে পারবো।

পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বলবো- ডিগ্রির অর্জনের পথেই আরও যে দু'টি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে, ছাত্রাবস্থাতেই নিজের ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করা। সোশ্যাল মিডিয়া এখানে প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেই সব বিষয়ে আপনার এক্সপারটিজ আছে সেগুলির উপরে নিয়মিত মতামত দিন, পডকাস্ট বা ভিডিও পোস্ট করুন কিংবা লেখালেখি করুন; মনে রাখবেন, আপনার লিংকডইন প্রোফাইলই আপনাকে নিয়োগকর্তার কাছে পরিচিত করে তোলার সেরা মাধ্যম।

সবশেষে বলতে চাই ইংরেজি শিক্ষা ও যোগাযোগ দক্ষতার কথা। মনে রাখবেন-আপনার প্রতিযোগিতা আর শুধু উপজেলা, জেলা কিংবা দেশের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। আজকের বিশ্বে আপনার প্রতিযোগিতা গোটা পৃথিবীর সঙ্গে। পৃথিবী আপনার কর্মক্ষেত্র, আর আপনাকে প্রমাণ রাখতে হবে সেই বৈশ্বিক মঞ্চেই।

তাই বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠতে হলে, বিশ্ববাজার থেকে কাজ অর্জন করতে হলে, ইংরেজির ওপর দক্ষতা গড়তেই হবে। শুধু তাই নয়, আপনাকে দক্ষ হতে হবে যোগাযোগ কৌশলেও। কাজের ধরণ ও বর্ণনা ঠিকভাবে বোঝা এবং ডেলিভারির সময় তা ক্লায়েন্টকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিজনেস ইংরেজি অপরিহার্য।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা কারিকুলামে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেতে হবে।

ভাবুন তো, প্রতিটি শিক্ষার্থী যদি সাবলীলভাবে কনভারসেশনাল ইংরেজি বলতে পারে, আর ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইংরেজি আয়ত্ত করতে পারে- তাহলে তাদের অগ্রযাত্রা রুখে দেবে কে? কেউ না। তখন আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাই হবে সেই আত্মবিশ্বাসী প্রজন্ম, যারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে।

তারুণ্যের মধ্যে আছে অশেষ শক্তি, অগণিত স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎকে পাল্টে দেওয়ার সামর্থ্য। এখন প্রয়োজন শুধু সঠিক দিকনির্দেশনা আর বিশ্বাস। নতুন সরকার সেই ভরসার আলো জ্বালালে, তরুণরাই হয়ে উঠবে আগামী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আবুবকর হানিপ চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলর, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (wust.edu) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পিপলএনটেক (peoplentech.com)

চলে গেলেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ হাসান চৌধুরী মাসুম

পরিচয় ডেস্ক : গত শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নিজ বাসায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন প্রবাসী মহলে সবার পরিচিত হাসান চৌধুরী মাসুম (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে দ্রুত এলমহার্স্ট হাসপাতালে নেওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলার সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ মাসুম চৌধুরী আশির দশকে আমেরিকায় পাড়ি জমান। তিনি সিলেট শহরের তাতিপাড়ার বাসিন্দা মৌলভী আহসান চৌধুরীর ছোট ছেলে। বিনয়ী, ভদ্র ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য প্রবাসী মহলে প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। আর দিন কয়েক পরেই দেশে যাবার টিকেটও ক্রয় করেছিলেন মাসুম চৌধুরী জানিয়েছেন এষ্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস এর নজরুল ইসলাম। দেশে ঠিকই তিনি গেলেন তবে বিমানের সীটে বসে নয়, কার্গো বে-তে শুয়ে।

২০ সেপ্টেম্বর শনিবার বাদ এশা ইস্ট এলমহার্স্টস্থ আবু হুরায়রা মসজিদে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার নামাজে ইমামতি করেছেন মসজিদের পেশ ইমাম ফয়েক উদ্দীন।

এসময় হাসান চৌধুরী মাসুম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুর রউফ রশিদ। জানাজার নামাজে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দসহ নিউইয়র্ক, নিউজার্সি,কানেকটিকাটসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি অংশ নেন। মরদেহ ২১ সেপ্টেম্বর রোববার দেশে পাঠানো হয়েছে। বুধবার বাদ জোহর জানাজার নামাজ শেষে সিলেটের হযরত শাহজালাল (র.) মাজার কবরস্থানে মায়ের পাশে তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলসের কর্ণধার নজরুল ইসলাম জানান, ২৩ সেপ্টেম্বর আমিরাতে রাত ১টা ৩০ মিনিটে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে দেশে যাওয়ার জন্যে তিনি টিকেট কিনে তা কনফার্ম করেছিলেন। জীবিত অবস্থায় সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেও কফিনবন্দি হয়েই ফিরে গেলেন দেশের মাটিতে। সিলেটে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন নিউইয়র্কের পরিচিতমুখ হাসান চৌধুরী মাসুম।

তার মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন এবং প্রবাসী কমিউনিটি শোকাহত। পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমের মাগফেরাত কামনায় দোয়া চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

ঐক্যবদ্ধ হোন, আইন মেনে

৫০ পৃষ্ঠার পর

চলতে হবে। আইন ভেঙে নয়, বরং আইনের ভেতর থেকেই আমাদের শক্তি দেখাতে হবে।"

রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, এই সমস্যা বহু বছর ধরে বাংলাদেশের জন্য একটি গভীর ক্ষত। বহু সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এখনো কার্যকর সমাধান আসেনি। তাই এখনই সম্মিলিতভাবে কাজ করার সময়-এমন মন্তব্য করেন তিনি।

প্রবাসীদের ঐতিহাসিক অবদানের কথা উল্লেখ করে মঈন চৌধুরী বলেন, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি আদায়ে প্রবাসীদের কূটনৈতিক অবদান রাষ্ট্র হয়তো ভুলে গেছে। কিন্তু আমরা দেশের জন্য সবসময় নিবেদিতপ্রাণ।"

তিনি আরও জানান, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ২৭ সেপ্টেম্বর বৈঠকের আশা থাকলেও এখনো অনেক প্রবাসী আনুষ্ঠানিক আপডেট পাননি। তবুও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই সফর প্রবাসীদের জন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নতুনভাবে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি করবে। শেষে প্রবাস বন্ধু হিসেবে খ্যাত মঈন চৌধুরী আবারও প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান: "বিভক্ত নয়, দেশের জন্য ঐক্যবদ্ধ হোন, আর আমেরিকায় আইন মেনে চলুন-তাহলেই আমাদের কণ্ঠস্বর হবে আরও শক্তিশালী।

"ঐক্যবদ্ধ থাকুন, সজাগ থাকুন"-নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টার সফর উপলক্ষে এটর্নি মঈন চৌধুরীর আহবান নিউইয়র্ক থেকে জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টার নিউইয়র্ক সফরকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা কৌতূহলী হলেও মূলত সতর্ক দৃষ্টিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। এ অবস্থায় প্রবাসীদের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানালেন আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এটর্নি মঈন চৌধুরী।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সংকট বহু বছর ধরে জাতির জন্য এক গভীর ক্ষত হয়ে আছে। "প্রতিটি সরকারের কাছ থেকে সমাধানের আশ্বাস এলেও বাস্তবে কোনো কার্যকর ফল আসেনি। এখনই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার সময়। তবে সেই কাজ হতে হবে সতর্কতার সাথে ঐক্যবদ্ধ থেকে ও আইন মেনে," মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে প্রবাসীদের কূটনৈতিক অবদান রাষ্ট্র হয়তো ভুলে গেছে, কিন্তু প্রবাসীরা এখনো দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। "আমরা দূরে থেকেও দেশের পাশে আছি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিয়মিত যোগাযোগ নেই। এটিই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা," তিনি বলেন।

আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে "প্রবাস বন্ধু" এটর্নি মঈন চৌধুরী জানান, প্রবাসীরা আলোচনায় আগ্রহী হলেও এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক আপডেট পাননি অনেকে। ফলে এক ধরনের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও প্রত্যাশা বিরাজ করছে নিউইয়র্কের প্রবাসী মহলে।

মঈন চৌধুরী জোর দিয়ে বলেন, "আমাদের ঐক্যই হবে শক্তি। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিবাদও অবশ্যই আইনসঙ্গত উপায়ে করতে হবে। ঐক্য না ভেঙ্গে সতর্কতা ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই প্রবাসীরা দেশের জন্য কার্যকর অবদান রাখতে পারবেন।"

যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বহ্রাস

৫০ পৃষ্ঠার পর

ফেডারেল রিজার্ভের পরবর্তী সুদের হার নির্ধারণের প্রভাব ফেলতে পারে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) শূন্য দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সোনার দাম প্রতি আউন্স ৩ হাজার ৭৩৯.৪২ ডলারে দাঁড়িয়েছে। যা মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড দামে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৭৯০.৮২ ডলারে পৌঁছেছিল।

গত সপ্তাহ যুক্তরাষ্ট্রে নতুন বেকারত্ব দাবি করা মানুষের সংখ্যা কমলেও কর্মসংস্থানের ধীরগতির কারণে শ্রম বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে

৫০ পৃষ্ঠার পর

ভোরে। ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার। এই দিন ষষ্ঠী। আর শেষ হবে ১ অক্টোবর বুধবার বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে। এ বছর দুর্গার আগমন গজে আর গমন ভেলায় ।নিউইয়র্ক সিটিতে এ বছরও অনেকগুলো দুর্গোৎসব হবে।

বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক

দুর্গোৎসব হবে ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর শনি ও রবিবার ফ্লোরাল পার্কের গোল্ডেন ইয়ার্স পার্টি হলে (২৫৮-২০ হিলসাইড এভেনিউ)। সভাপতি পূর্ণচন্দ্র মুখার্জি ও সাধারণ সম্পাদক রীনা সাহা জানান, দুইদিন ব্যাপি শারদ উৎসবের পুজা, আরতী, মহাপ্রসাদ ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন শান্তনু ভৌমিক, পায়েল সরকার, দেবারতি ভট্টাচার্য, বিন্দু কণা, স্বপ্নীল সজীব, শিবাণী রয় ঘোষ, উদীপ্ত প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন কবে বাফার শিল্পীরা।

সার্বজনীন পজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএস

দুর্গোৎসব শুরু হবে ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার আর মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমীর পর ১ অক্টোবর বুধবার বিজয়া দশমীতে গিয়ে শেষ হবে। পুজা হবে উডসাইডের দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দিরের দোতালায়। শারদীয় উৎসবে প্রতিদিনই থাকবে মহাপ্রসাদ বিতরণী, সান্ধ্য পুজা আরতি। বিজয়া দশমীতে হবে মহিলাদের সিঁদুর দান। বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রতিদিন সন্ধ্যায়।

বাংলাদেশ পজা উদযাপন পরিষদ, নিউইয়র্ক

দুর্গা পুজার আয়োজন করবে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে। এই উৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কৃষ্ণা তিথি, দেবারতি ভট্টাচার্য, স্বপ্নীল সজীব, রুদ্রনীল দাস রুপাই, রাজীব প্রমুখ।

জমজমাট আয়োজনে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

৫০ পৃষ্ঠার পর

নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ী সহ সর্বস্তরের মানুষের শুভেচ্ছায় আবারও অভিষিক্ত হলো মিডিয়া দুটি। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর নানা আয়োজনের মধ্যে ছিলো সেমিনার, শুভেচ্ছা বিনিময়, অ্যাওয়ার্ড বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানী সহ মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে কী নোট স্পীকার ছিলেন সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ। অনুষ্ঠানে ফ্লোরিডার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনির হোসেন, ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬ থেকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মেরী জোবায়দা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশ ও প্রবাসের শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দু'দিনের অনুষ্ঠান চলাকালে হোম কেয়ার সার্ভিসেস, খাবার ও শাড়ী-কাপড়ের একাধিক স্টল ছিলো। এসব

স্টলে ব্যাপক দর্শক-ক্রেতার সমাগম ঘটে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দু'দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর টাইম টেলিভিশনের থিম সং পরিবেশিত হওয়ার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের। এরপর 'হাও দ্যা কমিউনিটি বিজনেস অ্যাম্পাওয়ারিং টু দ্যা কমিউনিটি প্রোসপেক্টস এন্ড এএমপি চ্যালেঞ্জেস' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ আল আমীন রাসেলের সঞ্চালনায় সেমিনারে কী নোট স্পীকার ছিলেন আহাদ আলী সিপিএ। আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ প্রবাসী নাসির খান পল, বেস্ট কেয়ার হোম সার্ভিসেস এর সিইও ব্যার্নার শেল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী হেলাল আহমেদ, কল্লোল আহমেদ প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্যদিয়ে সেমিনার শেষ হয়।

পরবর্তীতে বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, কলামিস্ট হাসান ফেরদৌস-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় 'ভয়েস অব চেঞ্জ : ইমিগ্র্যান্ট এংগেজমেন্ট ইন আমেরিকান ডেমোক্র্যাসী' শীর্ষক আরো একটি সেমিনার। এতে কী নোট স্পীকার ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক মেরী জোবায়দা। আলোচনায় অংশ নেন নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সাবেক লেফটেন্যান্ট শামসুল হক, ড. নকিবুর রহমান প্রমুখ। পরবর্তীতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডা. সবুর, আরমান চৌধুরী সিপিএ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, আগামী নির্বাচনে জ্যামাইকা থেকে অ্যাসেম্বলী সদস্য প্রার্থী মাহতাব খান প্রমুখ।

সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কালা মিয়া, শিমুল খান, করিম হাওলাদার, ত্রিনিয়া হাসান ও শাহ মাহবুব। এদিনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন টাইম টেলিভিশনের নিউজ প্রেজেন্টার তামান্না মৌ ও উপস্থাপিকা সোনিয়া শারমিন। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সমাপনী অনুষ্ঠান: ২১ সেপ্টেম্বর রোববার সমাপনী দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টার দিকে। বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহেরের স্বাগত বক্তব্যের পর তিনি বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন পরিবারে কর্মরতদের পরিচয় করিয়ে দেন। এসময় তিনি বলেন, টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর হয়ে অতীতের মতো আগামীতেও এগিয়ে যাবে।

এরপর বাংলা পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাহবুবুর রহমান-কে আজীবন সম্মাননা, সাংবাদিক হাবিবুর রহমানকে বাংলা পত্রিকা'র বেস্ট টিম মেম্বার এবং সৈয়দ ইলিয়াস খসরুকে টাইম টেলিভিশনের বেস্ট টিম মেম্বারের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন- জেএফবি গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, আরমান চৌধুরী সিপিএ, আহাদ আলী সিপিএ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ (সভাপতি সুহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন), গ্রীন মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স-এর প্রেসিডেন্ট তোফায়েল চৌধুরী, ড. ইমরুল কবীর, ডা. বর্ণালী হাসান, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়ার কর্ণধার নজরুল ইসলাম, ইত্যাদি গার্ডেন এন্ড গ্রীল-এর কর্ণধার এম শাকিল। তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

এরপর ভার্চ্যুয়ালী শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইউএস কংগ্রেসের মাইনোরিটি লীডার, নিউইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য হাকিম জাফরীস।

অ্যাওয়ার্ড প্রদানের পর মঞ্চে আসেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদপ্রার্থী ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী। বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীরা মামদানীকে স্বাগত জানান। এসময় জনাব আবু তাহের অনুষ্ঠানের কী নোট স্পীকার, বাংলাদেশী ও মুসলিম কমিউনটির গর্ব নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফকে তার বক্তব্য দিতে মঞ্চে আবাান করেন। শাহানা হানিফ তার বক্তব্যে কমিউনিটির কল্যাণে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তার সাফল্যে মিডিয়া দুটির সমর্থন ও প্রচারের কথা স্মরণ করেন। পাশাপাশি তিনি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ থেকে মূলধারার রাজনীতিতে আরো সক্রিয় হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান।

শাহানা হানিফ বলেন, গ্রাসরুট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমি উঠে এসেছি। আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদিনের ব্যস্ততায় আমি টিকে আছি বাংলাদেশী কমিউনিটির অনুপ্রেরণায়। বাংলা পত্রিকা, টাইম টিভি সহ বাংলাদেশী সংবাদমাধ্যম সবসময়ই পাশে থেকেছে। প্রসঙ্গত তিনি আরও বলেন, জোহরান মামদানী যদি নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হন তবে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে উদারনীতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন সহজ হবে। তাই আসন্ন নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটিকে মামদানীর প্রতি সমর্থন ধরে রাখার আহ্বান জানান।

মেয়র পদপ্রার্থী মামদানী সহ আমন্ত্রিত অতিথি ও দর্শক-শ্রোতা মনযোগ সহকারে শাহানা হানিফের বক্তব্য শুনেন এবং বিপুল করতালীর মাধ্যমে তাকে সমর্থন জানান।

এরপর জনাব আবু তাহের মঞ্চে আহবান জানান জোহরান মামদানীকে। বিপুল করতালীর মধ্যদিয়ে তিনি মঞ্চে এসে কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় আবু তাহের ও মিডিয়া দুটির ভূয়ষী প্রশংসা করে বলেন, টাইম টেলিভিশন তার কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে শুধু কমিউনিটি নয়, আমেরিকান রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হিসেবে স্থান করে নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। মামদানী বলেন, আমার নির্বাচনে আন্টি-আংকেল, ব্রাদার-সিস্টারগণ ভোট দিয়ে আমাকে জয়ী করেছেন। আগামীতেও সবাই আমাকে জয়ী করলে, আমরা সবাই মিলেই জয়ী হবো।

মামদানী বলেন, আমাদের সকলের যুদ্ধ এক, সব লড়াই একই সূত্রে গাথা। একজন মুসলমান এবং একজন অভিবাসী হিসেবে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের টিকে থাকতে হচ্ছে। বলেন, প্রথম মুসলমান মেয়র হিসেবে নিউইয়র্ক সিটির নেতৃত্বে পৌঁছানো আমাদের সংগ্রামের নতুন অধ্যায়। তিনি আরো বলেন, শুধু ধর্মবিশ্বাস নয়, প্যালেস্টাইনের বিপন্ন মানুষের কথা বলার কারণেও আজ অনেককে বিতাড়নের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই আমাদের সবাইকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত একসাথে কাজ করতে হবে। নির্বাচনে জয়লাভ করে আমরা বলতে পারব-এ জয় আমাদের সবার।

ডেমোক্র্যাট দলীয় নিজের প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটির অবদান স্মরণ করে মামদানী বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, আমার বিজয়ে বাংলাদেশী আন্টি ও আঙ্কেলদের সমর্থন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি তিনি টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকাকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কর্ণধার আবু তাহেরকে অভিনন্দন জানান।

এদিন অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া, ট্রাষ্টি সদস্য আহসান হাবীব, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এবিএম ওসমান গণি, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ)-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, মানবাধিকার কর্মী কাজী ফৌজিয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রাহমী খান, কালা মিয়া ও রেশমী মির্জা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নৃত্য পরিবেশন করে শিশু শিল্পী লিয়ানা মানহা। এদিনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন টাইম টেলিভিশনের নিউজ প্রেজেন্টার সাদিয়া খন্দকার ও দিমা নেফারতিতি। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। খবর ইউএনএ'র।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি - আওয়ামী লীগের পাল্টা সমাবেশ, প্রকাশ্যে ঘুঁষি, ১ বিএনপি কর্মী গ্রেফতার

জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের অন্তর্বরতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ প্রদানের দিন শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দলীয় ব্যানারে জাতিসংঘ ভবনের সামনে সমাবেশ করেছে কমিটি বিহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক নেতৃবৃন্দ। ম্যানহাটানের ফাস্ট এভিনিউ ও সেকেন্ড এভিনিউ'র মাঝে ৪৭ স্ট্রীটের সমাবেশে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী অংশ নেন। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক নেতাদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়োজিত সমাবেশ থেকে ড. ইউনূস সহ তাঁর সফর সঙ্গী বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর-কে স্বাগত জানানো হয়। মূলত: বেলা ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে আব্দুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ ও জিল্লুর রহমান জিল্লু, কেন্দ্রীয় জাসাস নেতা চিত্র নায়ক হেলাল খান, সহ যুবদল, জাসাস, জাতীয়তাবাদী মহিলাদল, জিয়া পরিষদ এবং নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

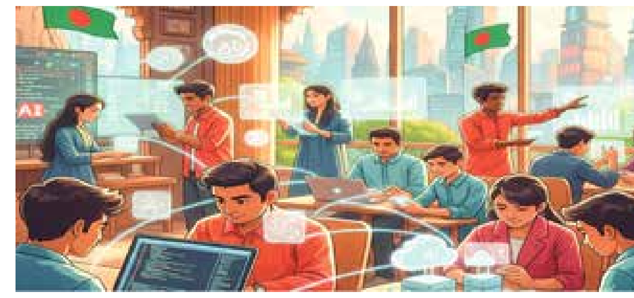

তারুণ্যের দিশেহারা ভবিষ্যৎ নতুন সরকার কি জ্বালাতে পারবে ভরসার আলো?

আবুবকর হানিপ

দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্স-প্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো-বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট, এবং জানিয়েছেন-এজন্যই তিনি *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কে দুর্গোৎসব

পরিচয় ডেস্ক : সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উত্সব দুর্গা পুজা নিউ ইয়র্কে শুরু হবে তিথি অনুযায়ী ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার। উৎসবের সূচনা হয় ভৈরবী রাগে মহালয়ার চন্ডীঠের মধ্য দিয়ে। এ বছর মহালয়া হবে আসছে রবিবার ২৮ সেপ্টেম্বর *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে যাওয়ায় বাতিল হচ্ছে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের মার্কিন ভিসা

পরিচয় ডেস্ক : বেপরোয়া ও উসকানিমূলক আচরণের অভিযোগে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর ভিসা বাতিল করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ২৭ সেপ্টেম্বর শনিবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, শুক্রবার *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব হ্রাস পাওয়ায় সোনার দাম কমেছে

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক বেকার সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে যাওয়ার বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সোনার দাম কমেছে। বিনিয়োগকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কিত মূল ডেটা আসার অপেক্ষায় আছেন, কারণ এই ডেটা *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ঐক্যবদ্ধ হোন, আইন মেনে চলুন
প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান এটর্নি মঈন চৌধুরীর

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক "আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে, কিন্তু সেই একতা তখনই অর্থবহ হবে যখন আমরা আইনকে শ্রদ্ধা করব"-এই বার্তা দিয়ে নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টার আগমনকে স্বাগত জানালেন আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এটর্নি মঈন চৌধুরী। তিনি প্রবাসীদের উদ্দেশে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "আমাদের যেকোনো প্রতিবাদ বা কর্মসূচি অবশ্যই আমেরিকার বিদ্যমান আইন মেনে *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ-র সভাপতি জাহীদ মিন্টু এবং সেক্রেটারী মাঈন উদ্দীন পিন্টু

পরিচয় ডেস্ক : ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ এর নির্বাচনে ১৭টি পদে কোন প্রতিদন্দ্বী না থ াকায় সভাপতি পদে জাহীদ হোসেন মিন্টু এবং সেক্রেটারী পদে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাঈন উদ্দীন পিন্টু সহ ১৭ জন *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

জমজমাট আয়োজনে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক : জমজমাট আয়োজনে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হয়েছে। গত ২০-২১ সেপ্টেম্বর শনি ও রোববার নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানরের গ্র্যান্ড বলরুমে দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিবিদ, কমিউনিটি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন ও চট্টগ্রামবাসীর ঐতিহ্যবাহী মেজবান সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক : গত ২১ সেপ্টেম্বর রোববার প্রতি বছরের মত এবারো ব্যাপক আয়োজনে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) অর্গানাইজিং কমিটি অব নর্থ আমেরিকা'র উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৪ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*